Contents

৪র্থ বর্ষ
১১তম সংখ্যা
আগষ্ট ২০০১

মাসিক আত্তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ৯৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
জুমাঃ উলা ও জুমাঃ ছানী	১৪২২ হিঃ
শ্রাবণ ও ভাদ্র	১৪০৮ বাং
আগষ্ট	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অপরিহার্যতা ০৩
    - মুহাম্মাদ আমীরুল হক
  - এক শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ০৫
    - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
  - জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ ০৮
    - আবদুছ ছামাদ সালাফী
  - হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব ০৯
    - যহুরুল বিন ওছমান
- **ছাহাবা চরিতঃ**
  - লাবীদ বিন রাবী'আহ (রাঃ) ১১
    -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- **মনীষী চরিতঃ**
  - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন (রহঃ) ১৬
    -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
- **অর্থনীতির পাতাঃ**
  - পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয় ১৯
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **নবীনদের পাতাঃ**
  - পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী ২৪
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- **হাদীছের গল্পঃ** ২৮
  - যমযম কূপ ও কা'বা ঘর নির্মাণের ঘটনা
    - মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২৯
  - কক্লিয়ার ইমপ্লান্টঃ সম্পূর্ণ বধিরতার অভিনব চিকিৎসা *-ডাঃ মেজর মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম*
- **কবিতা** ৩১
  - টাকার তেলেস্মাতী-*আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)*
  - বিস্ময় *-আব্দুল মোনায়েম*
  - হে পথহারা মুসলমান *- মুহাম্মাদ শহীদ-উল মূলক*
- **সোনামণিদের পাতা** ৩২
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৫
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **পাঠকের মতামত** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

http://islaminonesite.wordpress.com

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গঃ

দলীয় শাসনে পিষ্ট মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অপেক্ষায় দিন গুণছিল। অবশেষে গত ১৫ই জুলাই বাদ মাগরিব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জনাব লতীফুর রহমান ও দশজন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাস্তবে এসেছে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬-এর পরে এটি হ'ল তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রথম তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ। মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। অনেকে শোকরানা ছালাত আদায় করেছে। অনেকে আনন্দ মিছিল করেছে। দলীয় শাসন যে কত হিংস্র, কত নোংরা ও কত অমানবিক হ'তে পারে, গত দু'দুটি দলীয় সরকার তা বাংলাদেশের মানুষকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম সরকারে কিছুটা রাখঢাক থাকলেও দ্বিতীয় সরকারে এসবের কোন বালাই ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজের এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল না, যা দলটির হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। ফলে প্রথম সরকারের আমলে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪ নম্বর দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে পরিণত হয়। অতঃপর দ্বিতীয় সরকারের আমলে ১ নম্বর দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আর সেকারণেই অত্যাচার-নির্যাতন ও সন্ত্রাসে নিষ্পিষ্ট সাধারণ মানুষ এ সরকারের পতন ও নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমনের গভীর অপেক্ষায় ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন আসেঃ দলীয় সরকার ভাল, না নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ভাল? জবাব নিশ্চয়ই এটা হবে যে, নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ভাল। অথচ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন বা তিন মাস। তারপরেই আবার যেতে হবে পুনরায় আরেকটি দলীয় সরকারের অন্ধকার গলিতে। আমরা কেন তাহ'লে ভাল থেকে মন্দের দিকে ধাবিত হ'তে যাচ্ছি? আমরা কি দেশের জ্ঞানী-গুণী-যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে স্থায়ীভাবে একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে পারি না? সুশাসন যদি উদ্দেশ্য হয়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যদি নীতি হয়, সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা যদি কাম্য হয়, তাহ'লে দলীয় সরকার ব্যবস্থার ন্যায় অশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা আমরা কোন্ কারণে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি? অথচ আল্লাহ বলছেন, 'কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে গোনাহগার না করে ফেলে এ ব্যাপারে যে, তোমরা বে-ইনছাফী করো। তোমরা ন্যায়বিচার কর যা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী...*(মায়েদাহ ৮)*। এটা কে না জানে যে, দলীয় শাসন কখনোই সমাজে নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অথচ আমরা জ্বলন্ত আগুনের প্রতি উড়ন্ত পতঙ্গের ন্যায় তথাকথিত গণতান্ত্রিক বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে ছুটে চলেছি। সকলেই জানেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসিত পৃথিবীর বর্তমান কোন রাষ্ট্রেই সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নেই।

সরকার পদ্ধতি গণতন্ত্রায়ণের নামে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণের সময় দেশের দু'টি প্রধান দলই প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রিক স্বৈরাচারী পদ্ধতির সরকারকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে অভিহিত করে। প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বিষয়ে দু'টি দলই অভিন্ন মত পোষণ করে। যেকারণে সরকার ব্যবস্থায় কোনরূপ Check and balance -এর বিধান করা সম্ভব হয়নি। ফলে পরবর্তী দুই মেয়াদের দুই প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিক দু'টি দলীয় স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণকে শান্ত করার জন্য উভয় দলই অন্ততঃ নির্বাচনের সময় নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান পাশে একমত হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সরকারে একমাত্র প্রেসিডেন্ট ব্যতীত আর কেউ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন (যদিও প্রেসিডেন্ট মূলতঃ সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন)। জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে প্রেসিডেন্টের কাছেই প্রধান উপদেষ্টাসহ সকল উপদেষ্টা দায়ী থাকেন এবং জওয়াবদিহী করতে বাধ্য থাকেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও নিরংকুশ ক্ষমতা এ সময়ে মূলতঃ এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সংবিধানের Sole Custodian হিসাবে প্রেসিডেন্ট হন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাই কোন ক্ষমতাহীন সরকার নয়। বরং নির্বাচিত সরকারের ন্যায় এটিও একটি যথোচিত ক্ষমতা সম্পন্ন সরকার। এই সরকারকে বরং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার বলা যেতে পারে।

উপরে বর্ণিত দু'টি পদ্ধতির সরকারের সাথে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির সরকারের পার্থক্য এই যে,

১. জনগণের মধ্যকার সদগুণাবলী সম্পন্ন নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক দেশের 'আমীর' নির্বাচিত হন। ইসলামী ইমারত পদ্ধতিতে দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। আদালতে দোষী বা অযোগ্য সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত 'আমীর' আজীবন স্বপদে বহাল থাকেন। তিনি সদগুণাবলী সম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ একটি পরামর্শ সভা নিয়োগ করেন। যাকে 'মজলিসে শূরা' বলা হয়। তাদের পরামর্শক্রমে তিনি রাষ্ট্রের সর্বস্তরে যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক মণ্ডলী নিয়োগ করেন। আমীর সকল ক্ষেত্রে শূরার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর জন্য বিশেষ ক্ষমতা নির্ধারিত থাকে। আমেরিকা যাকে Veto Power বা ভেটো ক্ষমতা বলে থাকে। রাষ্ট্রে কোনরূপ সরকারী বা বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে না। দুর্নীতি বা অযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেকোন সময়ে যেকোন মন্ত্রী, শূরা বা সংসদ সদস্য কিংবা যেকোন পর্যায়ের কর্মকর্তা বরখাস্ত হ'তে পারেন।

২. ইসলামী সরকারে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন আল্লাহ। তাই আল্লাহর আইনের অনুকূলেই দেশের সকল আইন ও সংবিধান রচিত হয়। আমীর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হ'লেও তাকে আল্লাহ ও জনগণের নিকটে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকতে হয়। সাধারণ আসামীর মত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের কর্মকর্তাকে আল্লাহ ও আমীর বা তাঁর প্রতিনিধির নিকটে জবাবদিহী করতে হয়। এভাবে আল্লাহ ও আদালতভীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বস্তরে একটি জওয়াবদিহীর আতংক সৃষ্টি করে। যা সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। দু'চার বছর অন্তর মেয়াদভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে গ্রুপিং ও নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টির সুযোগ থাকে না। ফলে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে দলীয় সরকার ব্যবস্থায় দলীয় স্বার্থ রক্ষাই বড় হ'য়ে দেখা দেয়। জনস্বার্থ গৌণ হয়। প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ইসলামী ইমারত পদ্ধতির কাছাকাছি হ'লেও সেখানে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে প্রেসিডেন্টের হাতে। যা ইসলামী ইমারতের আদর্শ বিরোধী। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা ইসলামী সরকার ব্যবস্থার বিপরীত একটি জগাখিচুড়ী সরকার ব্যবস্থা। বরং বলা চলে যে, এটি একটি অর্থ, অস্ত্র ও সন্ত্রাস নির্ভর সরকার ব্যবস্থা মাত্র। যার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করার পিছনে কোন ইসলামী তাকীদ নেই। এর বিপরীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অনেকাংশে একটি ভাল ব্যবস্থা। যদিও সেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই। নিরপেক্ষভাবে ও শক্ত হাতে প্রশাসন চালানোই এ সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কেননা পূর্ণ নিরপেক্ষতা কোন পক্ষকেই সর্বাংশে সুষ্ঠি করতে পারে না। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি দান করুন। আমীন!! *(স.স.)*।

বিঃদ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত' মার্চ ২০০০ ও 'নেতৃত্ব নির্বাচন' মে ২০০০ দরসে কুরআন পাঠ করুন। - সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অপরিহার্যতা

*-মুহাম্মাদ আমীরুল হক**

বিশ্বপ্রতিপালকের নিয়মতান্ত্রিকতার ধারানুসারে মানবজাতি যখন নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন করতঃ পাপ-পঙ্কিলতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে, সর্বোপরি মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে পশুত্বের আচরণে উন্মাদ হয়ে উঠে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব মানবের প্রতি অনুকম্পা করতঃ সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যথোপযুক্ত মানদণ্ড সহকারে নবী-রাসূল প্রেরণ করে থাকেন।

পৃথিবী নামক গ্রহে যখন মদ ও জুয়ার সয়লাব বয়ে চলছিল, ব্যভিচার ও অনাচার সমাজ জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সংক্রামিত হয়েছিল, মা-বোনদের মাতৃত্ব ও সতীত্ব ধুলায় লুণ্ঠিত হচ্ছিল, এক কথায় পশুত্বের সকল পর্যায় অতিক্রম করে চরম পশুত্বরাজ কায়েম করেছিল, সে সময়কে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন' *(আলে ইমরান ১০৩)*। এহেন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে বিশ্বমানব ও সৃষ্টি সমূহের কল্যাণার্থে প্রেরিত মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শুভ আগমনী বার্তা দিবা-নিশির সন্ধিক্ষণে ঘোষিত হয়। সেই মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও বহু ত্যাগ-তিতিক্ষায় নবুঅতের তেইশ বছরের অক্লিষ্ট সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ইসলাম। যে মহান আদর্শের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে বিশ্বব্যাপী অনাবিল শান্তির একটি সুদৃঢ় ইমারত নির্মিত হয়েছিল। যার সুশীতল ছায়াতলে অশান্তির দাবানলে দগ্ধিভূত মানব দলে দলে প্রবিষ্ট হয়ে আত্মিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতঃ ইহ ও পারলৌকিক জীবন সাফল্যময় করেছিল।

সম্প্রতি মানবজাতি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বিচ্ছিন্নতাবাদ মারামারি, হানাহানী, অন্যায়-অবিচার, যেনা-ব্যভিচার, অহংকার, ক্ষমতা লিপ্সা, ধর্মীয় বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় নিমজ্জিত। এহেন সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বাণী ও আদর্শই বিশ্ব মানবের জন্য শান্তি আনয়ন করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী ও আদর্শ সার্বজনীন। ডি, জি হোগারথ যথার্থই বলেছেন, 'তাঁর দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সবকিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে, যা আজও কোটি কোটি মানুষ সজ্ঞানভাবে মেনে চলেছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানবজাতির কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা চলে না'।[১]

তিনি বিশ্বনবী। তাঁর আগমন বিশেষ কোন সম্প্রদায়, জাতি, দেশ অথবা বিশেষ কোন কাল ও যুগের জন্য হয়নি। তাঁর আদর্শ জীবনের বৃহত্তম হ'তে বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রাণুস্তরেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ, স্নেহময়ী পিতা, সত্যবাদী, আমানতদার, মানব প্রেমিক তথা জীব প্রেমিক, স্ত্রীদের প্রতি সদাচারী, সর্বত্যাগী, মানবতার পুনরুদ্ধারকারী, পরদুঃখকাতর, শত্রুদের প্রতি মহৎ করুণার আধার, রাত্রে ইবাদতে মগ্ন অথচ দিনে কঠোর পরিশ্রমী, অতীব নম্র, আবার ন্যায়ের ব্যাপারে কঠিন, সমাজ কল্যাণে জীবনোৎসর্গকারী, আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আস্থাবান, ধৈর্যের প্রতীক, সন্ধি স্থাপনকারী, যাকাত ও ছাদাক্বার দ্বারা অর্থনৈতিক সমাধান দাতা, সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদ্যোক্তা, আভিজাত্য ও কৌলিন্যের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর, হিংসা-বিদ্বেষের অপসারক, যুলম ও অত্যাচারের মূলোৎপাটক, পশুত্ব ও বর্বরতার উচ্ছেদ সাধনকারী, ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, অভিজ্ঞ সেনাপতি, রাষ্ট্রনায়ক, অথচ নিরহংকার বীরযোদ্ধা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, সমর কুশলী, জ্ঞানী ও জ্ঞানের সম্মান দাতা, ইতিহাস বেত্তা, সুচিকিৎসক, মনস্তত্ব ও আধ্যাতিক জ্ঞানে পূর্ণ, অনলবর্ষী বাগ্মী, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অটল, পরামর্শ দাতা ও গ্রহীতা, ঐক্য ও সংহতির উদ্ভাবক ইত্যাদি। মোটকথা ব্যক্তিগত জীবন হ'তে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তাঁর বাণী ও আদর্শের মধ্যে বর্তমান।

বর্তমান বিশ্বমানবতা অশান্তির অথৈ সাগরে অবগাহমান। ফলে মানবীয় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এহেন চরম বিপর্যয়ের মূলতঃ যে কয়েকটি কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে অহংকার, অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ ও নারী নির্যাতন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত বিষয়গুলিকে নির্মূল করণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভূমিকা নিম্নে আলোচিত হ'লঃ

১. অহংকারঃ যখন বিশ্বে মানবজাতি অহংকারে স্ফীত হয়ে ক্রমেই আত্মকলহের গহীন অরণ্যে প্রবেশ করেছিল, মানবতার সমস্ত দিক ও বিভাগ বিলুপ্ত হয়েছিল, বিপ্রলাপে পাগলপারা হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই মুমূর্ষু পৃথিবীতে মহানবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে অহংকারের মূলোৎপাটনার্থে পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে 'তোমরা পৃথিবীতে অহংকার করে চলাফেরা কর না। এভাবে চলে পৃথিবী বিদীর্ণ করতেও পারবে না কিংবা

* সহকারী শিক্ষক, যয়নুল আবেদীন ইসলামিয়া মাদরাসা, জাহানাবাদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

১. *মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ) (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, আগষ্ট ১৯৯৪), পৃঃ ৯৩ ॥ গৃহীতঃ A History of Arabia.*

http://islaminonesite.wordpress.com

পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছাতেও পারবে না' *(বনী ইসরাঈল ৩৭)*। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা অবনী পরে আত্মম্ভরিতা সহকারে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকেই পসন্দ করেন না' *(লোকমান ১৮)*।

মহানবী (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২]

যে জাতি অহংকারে লিপ্ত হয়েছে, সে জাতি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইতিহাস তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রোমান প্রভৃতি জাতির ভাগ্যে ঠিক তাই জুটেছে। নমরূদ, 'আদ, ছামূদ, শাদ্দাদ, ক্বারূন, ফেরাঊন, আবু জাহল ও আবু লাহাব এদের অহংকার যখন চরম সীমায় পৌঁছেছে, তখনই ধ্বংস হয়েছে। ইসলাম অহংকার হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সম্পর্কে এক মন্তব্যে স্যার পি.সি. রাম স্বামী আয়ার বলেন, 'মুহাম্মাদের ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে সামান্যতমই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাতির অহংকার, হীনমন্যতার প্রবণতা ও সাদা-কালো-বাদামী বর্ণের অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি অন্য কোন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাইনা। দেখতে পাই ইসলামেই শুধু এমন কোন অহংকার নাই'।[৩]

২. **অত্যাচারঃ** অহংকার যেমন মানুষকে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছায়, অত্যাচারও তেমনি সমাজে বিভীষিকা ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজ জীবনে ধেয়ে আসে চরম বিশৃংখলা। যার ফলে সামাজিক স্ট্রাকচার অচল হয়ে পড়ে। বর্তমানে অত্যাচার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে রূপ নিয়েছে। পেপার-পত্রিকার সিংহভাগই দখল করে ফেলেছে। ফলে দুস্থ, অসহায় ও দরিদ্রতায় জর্জরিত মানুষগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

আল্লাহপাক এরশাদ করেন- وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ - إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ- 'কোন অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তার প্রতি কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ সেই সব লোকদের প্রতি, যারা অন্যের উপর যুলম করে এবং কোন রকমের অধিকার ছাড়াই সীমালংঘন করে' *(শূরা ৪১-৪২)*।

নবী করীম (ছাঃ) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রদেশের গভর্ণর করে প্রেরণ করার সময় বলেন, 'নির্যাতিতদের ফরিয়াদ থেকে নিজেকে বাঁচাবে। কেননা তার এবং আল্লাহ্‌র মাঝে কোন পর্দা নেই'।[৪]

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘিষ্ঠদেরকে অত্যাচারের স্টিমরোলারে নিষ্পিষ্ট করছে। বিশেষ করে পশ্চিমা মোড়ল দেশগুলির আঙ্গুলের ইশারায় দুর্বল দেশগুলি তিলে তিলে শোষিত হচ্ছে। বিশেষতঃ মুসলিমদের উপর চলছে অবর্ণনীয় অত্যাচার। যার জ্বলন্ত প্রমাণ কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র।

কেন মুসলমানদের তাজা রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে রাজপথ, মসজিদ-মাদরাসা, মাঠ-ঘাট? কি কারণে এ হত্যাকাণ্ড? কেন পাখি শিকারের ন্যায় মুসলমানদের শিকার করা হচ্ছে? কি অপরাধ এই নিরপরাধ-নিরস্ত্র মুসলমানদের? মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করাই কি অপরাধ? ওহে মানবতার দুশমন! জেনে রেখ, মুসলমান আর ঘুমিয়ে নেই। জাগ্রত হয়েছে। তারেক্ব বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসেম, খালিদ বিন ওয়ালীদ, ছালাহুদ্দীন, তাহের বিন ইউসুফ এবং বদর বিন মুগিরার মত অসংখ্য বীর মুজাহিদদের আগমন ঘটেছে। অচিরেই দেখবে পৃথিবীর মোড় অন্য পথে। সুতরাং সাবধান!

উপরোল্লেখিত হাদীছ হ'তে তথাকথিত শান্তিকামী শাসকদের শিক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর জেনে রাখা যরূরী যে, ইসলাম অত্যাচারী দৃষ্টিভঙ্গি হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সম্পর্কে জওয়াহের লাল নেহরু এক চমৎকার বিবৃতি প্রদান করেছেন- 'হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম, এর সত্যতা-সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমতা, ন্যায়-নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ একদিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী'।[৫]

৩. **হিংসা-বিদ্বেষঃ** হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে যুগে জন্মলাভ করেন, সে যুগে হিংসা-বিদ্বেষে সমাজ ছিল কলুষিত। তাঁর আবির্ভাবে পৃথিবীতে নেমে আসল নীহার বিন্দুর ন্যায় শান্তি ধারা। দূরীভূত হ'ল হিংসা-দ্বেষ। কিন্তু পুনরায় কালের বিবর্তন হেতু ক্রমাগত হিংসা-বিদ্বেষ গোটা মানবতার শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত হয়েছে। যার কারণে পৃথিবীর প্রায় সর্বাংশেই চলছে রক্ত পানের প্রতিযোগিতা। এহেন করুণ অবস্থা হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে ফিরে যেতে হবে সেই ফেলে আসা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের দিকে। কিন্তু বিদেশী মোড়ল বাবুদের পদলেহনকারী এদেশের কিছু মানুষের মুখের বুলি হয়েছে যে, ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম। কিন্তু এই জঘন্যতা হ'তে ইসলাম কত যে উর্ধ্বে, তা তারা ভেবেই দেখেনি। এ চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত হেনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করলেন, 'তোমরা পরস্পরে হিংসা কর না, পরস্পরে ঘৃণা পোষণ কর না, একে অপরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ কর না। তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র বান্দাহ হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৬]

অতএব প্রমাণিত হ'ল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে মিঃ গান্ধী বলেছেন, 'ইসলাম তার গৌরবময় দিনগুলিতে অসহিষ্ণু ছিল না, তা অর্জন করতে সামর্থ্য হয়েছিল দুনিয়ার শ্রদ্ধা। প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হ'ল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং

২. ছহীহ মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৫১০৭-৮ 'অতিসম্পাত ও আত্মাহংকার' অনুচ্ছেদ।
৩. *জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ), পৃঃ ৯৭।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৫. *জগদ্‌গুরু মুহাম্মদ (দঃ), পৃঃ ৯৬।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'আদব' অধ্যায়*

http://islaminonesite.wordpress.com

আর্ত পৃথিবীকে তা দিল স্বস্তি। ইসলাম মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক, তাহ'লে আমার মতই তারা একে ভাল বাসবেন'।[৭]

৪. নারী নির্যাতনঃ যুগে যুগে শোনা গেছে যুগশ্রেষ্ঠ হায়েনাদের নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী। অসহায় নারী জাতি যুগ যুগ ধরেই অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। এরা শুধু ভোগের সামগ্রী হিসাবেই ব্যবহৃত হ'ত। উপরন্তু এদের জীবন্ত প্রোথিত করা হ'ত। এ ছাড়াও বর্তমান সভ্যতার চরম মুহূর্তে আরো কিছু অগ্রসর হয়ে ফলে-ফুলে সুশোভিত অবনী পরে আসার অধিকারটুকুও এ সুন্দর সভ্য মানুষগুলি হরণ করেছে। তথাকথিত এই সুসভ্য মানুষগুলিই নাকি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহন করেছে। অথচ বাস্তবতার নিরিখে সুস্থ মস্তিষ্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সভ্যতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান **হয় যে, পূর্ববর্তী** সমস্ত বর্বরতাকে হার মানিয়েছে এ **সভ্যতা। চলমান** সভ্যতাকে উন্নতমানের বর্বরতা বললেও **অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু** পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কি **চমৎকার রূপে নারী** অধিকার প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা **এরশাদ করেন**, 'এবং নারীদের উপর যেমন তাদের অধিকার রয়েছে, তাদের উপরও নারীদের অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। আরও এরশাদ হচ্ছে- 'নারীগণ তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ –

'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আর আমিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমার পরিবারের নিকট উত্তম'।[৮]

এ নাতিদীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, বর্তমান বিশৃংখল বিশ্বে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও আদর্শই বিশ্ব মানবের জন্য শান্তি আনয়ন করতে সক্ষম। এ প্রয়োজন অনুভব করতঃ ইন্দিরা গান্ধি বলেছেন, 'হযরত মুহাম্মাদের জীবনাদর্শ সারা বিশ্বের নিকট আজ অত্যন্ত মূল্যবান। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উচিত তার আদর্শকে অনুসরণ করা'।[৯] তাছাড়া জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাডশও একটি চকৎপ্রদ বিবৃতি প্রদান করেছেন- "I belive if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of this modern world he could succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and hapiness". অর্থাৎ 'আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত কোন ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহ'লে এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা সমাধানে সফল হ'তেন, যা পৃথিবীতে নিয়ে আসত বহু আকাংখিত সুখ ও শান্তি'।[১০]

৭. *জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ), পৃঃ ৯৬।*
৮. তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩২৫২-এর টীকা; 'বিবাহ' অধ্যায়।
৯. *জগদ্গুরু মুহাম্মদ (দঃ), পৃঃ ৯৮।*
১০. *ঐ, পৃঃ ১০১-১০২।*

এক শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান

-সুরজিৎ দাশগুপ্ত

(২য় কিস্তি)

এজন্যেই **'এলিট কনফ্লিক্ট ইন এ প্লুর‍্যাল সোসাইটিঃ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল'** গ্রন্থে জে, এইচ ক্রুমফিল্ড মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অভিজাতদের বাধার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে কোন কৃষি-সংস্কার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথা ভাবা সম্ভব হয়নি এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত **'জমির মালিক'** গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে লেখেন, 'মহাত্মার প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার চাষী, যাদের অধিকাংশ মুসলমান, কংগ্রেসের ডাকে প্রবল সাড়া দিয়েছিল, কংগ্রেসকে মনে করেছিল নিজের জিনিস। তেমন ঘটনা পূর্বে কখনো ঘটেনি। এই অভূতপূর্ব অবস্থার সুযোগেও বাংলার কংগ্রেস নেতারা বাংলার রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি ও আন্দোলনকে ধর্মভেদের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার কোন চেষ্টাই করেননি। নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের চিন্তা তাঁদের বুদ্ধিকে অন্ধ ও কর্মকে পঙ্গু করেছিল। বাংলার চাষীর অনায়াস লভ্য নেতৃত্ব বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। ১৯২৮ সালের আইন সংশোধন ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল বাংলার আইন সভার কংগ্রেসি সভ্যদের কাছে চাষীর স্বার্থের চেয়ে জমিদারের স্বার্থ বড়।'

সেই যে ঠিক দু'শ বছর আগে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে এক নতুন জমিদার শ্রেণী এবং এই জমিদারদের আশ্রয়পুষ্ট জোতদার-মহাজন ও বাবু শ্রেণী সৃষ্টি করেন, তার ফলাফল পরবর্তী কালে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে বিশেষভাবে পরিচালনা করেছে। একদিকে বর্ণভেদ প্রথার ফলে হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশ অপমানিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু সমাজ বর্জন করে মুসলিম সমাজে শামিল হয়ে গেছে এবং এর ফলে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার জনবিন্যাসের রূপ ও স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং লর্ড কার্জনের পক্ষে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' পরিণামে বাংলার অর্থনীতিতে হিন্দু কায়েমী স্বার্থ বছরের পর বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালী মুসলিম মানসে ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়েছে বাঙালী বাবুবিরোধী সাম্প্রদায়িকতা। গান্ধীজির 'অসহযোগ আন্দোলন', চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ পার্টি'র রাজনীতি কিংবা ফজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টি'র প্রভাব বাঙালী মুসলিম সমাজকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্যে নির্বাচন পর্যন্ত দূরে রাখতে পেরেছিল। 'কৃষক-প্রজা পার্টি' সর্বৈব কৃষক ও প্রজাদের পার্টি ছিল না। তার মধ্যেও জোতদার ও মহাজনী উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিন্তু মোটের উপর তা সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের নিয়েই গঠিত ছিল এবং একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবেই তার জনপ্রিয়তা ছিল। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দিল যে, যদিও একদা ব্রিটিশ ধাত্রীবিদ্যায় বাংলার মাটিতেই মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় লীগকে নিজেদের দল বলে মানেনি। নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার ফলে যুক্ত মন্ত্রিসভা অনিবার্য হ'ল। ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের কাছেই যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু জমিদারী স্বার্থের রক্ষক কংগ্রেস সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বাধ্য হয়ে ফজলুল হক সন্ধির হাত বাড়ালেন মুসলিম লীগের দিকে। হিন্দুত্বের প্রচারক সংঘের অন্যতম সংস্থা ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত **'ষ্ট্রাগল ফর ফ্রীডম'** গ্রন্থে রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে, অসাম্প্রদায়িক ফজলুল হকের সুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস বাংলায় মুসলিম লীগের ক্ষমতায় পৌঁছানোর পথ সুগম করে দিয়েছিল'।

এই যুক্ত মন্ত্রিসভা বিভিন্ন অঞ্চলে ঋণ-সালিশী বোর্ড গঠন, মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে 'মানি লেন্ডার্স অ্যাক্ট' প্রণয়ন, বিদেশে গিয়ে কৃষি শিক্ষার জন্যে উচ্চবৃত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জনহিতকর কাজ করলেও দু'টি প্রশ্নে অগ্রসর হবার চেষ্টায় ভাঙনের মুখে পড়ে। একটি হ'লঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ ও প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে এবং অপরটি হ'লঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়টিকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ গঠনের প্রশ্নে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, ১৯৩৭-এর নির্বাচন পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়নি। তখন বিত্ত ও শিক্ষাই ছিল ভোটাধিকারের ভিত্তি। সুতরাং ফজলুল হক মন্ত্রিসভার হাত-পা বাঁধা ছিল পুরোপুরি সম্পন্ন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেসী রাজনীতি আর বাঙালী হিন্দু বাবুদের কায়েমী স্বার্থ ফজলুল হককে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অনুগ্রহের সামনে। অতঃপর সাধারণ বাঙালীর নেতা ফজলুল হককে আমরা দেখি ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। ২২ ডিসেম্বর ঐ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং ২৩ ডিসেম্বর ফজলুল হক প্রস্তাব করেন, "that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute `Independent States' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign." এই প্রস্তাবই ইতিহাসে **'পাকিস্তান প্রস্তাব'** নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৯৩৮-৩৯ পর্বে ফজলুল হক যে দু'টি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা পেয়েছিলেন (জমিদারী বিলোপ ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে), স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস সরকার সে দু'টো ক্ষেত্রেই ফজলুল হকের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে প্রমাণ করল যে, হকের বিরোধিতা করে তারা ভুল করেছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ইতিহাসের সত্য এই যে, বাঙালী হিন্দু বাবুদের কায়েমী স্বার্থে সেদিন কংগ্রেসী নেতাগণ ফজলুল হকের জনমুখী পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের জনবিরোধী আচরণে হতাশ হয়ে ফজলুল হক আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, 'দশের স্বার্থকে যারা হিন্দু স্বার্থ আর মুসলমান স্বার্থ বলে ভাগ করে দিল তারা দেশভাগ না করে ছাড়বে না'।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা করেছিলেন, তার পরে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন বাঙালী জীবনে নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৩২ থেকে '৪২ পর্যন্ত দশ বছরে অন্নদা শঙ্কর রায় হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে যেসব প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলি বর্তমানে তাঁর 'সমগ্র প্রবন্ধে'র প্রথম খণ্ডে সংকলিত এবং এই প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে আমাদের অভিনিবেশ দাবী করে। কারণ সরকারী কর্মসূত্রে তিনি বাংলার বিভিন্ন যেলায় বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং তাঁর বহুবিদিত জিজ্ঞাসু মনীষা ও শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই অভিজ্ঞতাগুলির গূঢ়তর তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন। 'ভারতীয় মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, 'হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিরোধটা তত্ত্বের নয়, স্বত্বের'। এখানে তত্ত্বের মানে ধর্ম আর স্বত্বের মানে ভূমি। আবার ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও নানা অধিকার অথবা জমি, ফসল, চাকরি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ। এসবের সঙ্গে সামাজিক সম্মানের প্রশ্নও অবিচ্ছেদ্য।*

সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বহু মনীষী হিন্দুকে এক সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে দাবি করে এসেছেন। হিন্দুরা যদি একটা জাতি হয়, তাহ'লে মুসলমানরা কী? বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানরা শুধু একটা সম্প্রদায় হয়ে থেকেছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা আর সম্প্রদায়ের পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না, তারাও হিন্দু জাতির মত জাতির পরিচয়ে অধিকার চাইলেন। 'জন্মস্বত্ব' প্রবন্ধে অন্নদা শঙ্কর লিখেছেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের জাতি পরিচয় লাভের জন্যেই তাদের পাকিস্তান দাবী। কারণ জাতির জন্যে নিজের দেশ চাই।

আবার বলছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিতত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ শুরু করেন। তাঁদের কাছে জাতি শব্দটির অর্থ কখনই নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট ছিল না। বর্ণভেদ অর্থেও তাঁরা জাতি শব্দটি ব্যবহার

** বরং পার্থক্য ছিল দু'টোতেই। শুধুমাত্র স্বত্বের নয়। -সম্পাদক।*

http://islaminonesite.wordpress.com

করেছেন। ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী অর্থেও জাতি শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আবার আফ্রিকা মহাদেশের অধিবাসীদের এক বৃহৎ জনসমষ্টিকেও কৃষ্ণজাতি বলে বর্ণনা করেছেন। তবু সাধারণভাবে তাঁদের প্রভাবে প্রাগ্রসর উচ্চবর্ণ শিক্ষিত ও মুখ্যত সম্পন্ন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মনে এক national pride বা জাতিগর্ব সৃষ্টি হয়। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে নাগপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের একটা মন্ত্র, একটাই ব্রত, একটাই লক্ষ্য ছিল এবং সেটা হ'ল, বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাষায়, "We Hindus are a Nation by ourselves" ঘোষণা করা। সাভারকরের যুক্তি অনুসরণ করে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ দু'বছর পরে লাহোরে ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় মুসলমানরা শুধু একটা সম্প্রদায় মাত্র নয়, তারাও একটা জাতি এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দু'জাতির বাস। কোন জাতির জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশের প্রথম ও প্রধান শর্ত হ'ল পায়ের নীচেকার মাটির উপর সম্পূর্ণ অধিকার তথা প্রভুত্ব। এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের দাবী। ১৯৪০-এ ফজলুল হক যে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন, তাতে কোথাও পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু এক বছর পরে ১৯৪১-এর ২৩ মার্চ ফজলুল হকের নিষেধ অমান্য করে মুসলিম লীগ কলকাতার মুহাম্মাদ আলী পার্কে পাকিস্তান দিবস পালন করে। ক্ষুব্ধ ফজলুল হক তখন শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সাহায্যে গঠন করেন 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' এবং তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে চারজন লীগ মন্ত্রী পদত্যাগ করেন এবং তখন পঁচিশ জন কংগ্রেস বিধায়ক সমর্থন জানান ফজলুল হককে। হক মন্ত্রিসভা তখনকার মতো টিকে গেল।

ইতিমধ্যে ঘটল আগস্ট বিপ্লব। যুদ্ধকালীন ও বিপ্লবকালীন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট উগ্র দমননীতি চালালে ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেন। তখন ক্রুদ্ধ গভর্ণর পুরো হক মন্ত্রিসভাকেই বরখাস্ত করেন। গভর্ণর হার্বার্ট বরাবরই ফজলুল হকের বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে হক ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রের বন্ধু। তার উপরে হক মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের সভ্য। ১৯৪৩-এর ২৯ মার্চ হক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে গভর্ণর হার্বার্ট' মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান জানালেন খাজা নাযিমুদ্দীনকে। মনে করিয়ে দেওয়া যায়, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে এই নাযিমুদ্দীনকেই পটুয়াখালী কেন্দ্রে ফজলুল হক পরাস্ত করেছিলেন। আর পটুয়াখালী ছিল খোদ নাযিমুদ্দীনের জমিদারী। গভর্ণরের আহ্বানে নাযিমুদ্দীন ১৯৪৩-এর এপ্রিলে মন্ত্রিসভা গঠন করে ২৪ এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করেন। তারপরেই ভয়ংকর বেগে এসে পড়ল পঞ্চাশের মন্বন্তর। নেহরুর অনবদ্য ভাষায় "Famine came, ghastly, staggering, horrible beyond words". শুধু খাদ্যবস্তুর নয়, সুতীবস্ত্রেরও অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। বাজার থেকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সুতীবস্ত্রও উধাও হয়ে গেল কেন? খাবারের সঙ্গে কাপড়ের এই অস্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ কিসের প্রমাণ? চাষীর সঙ্গে তাঁতীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ কি? ইতিমধ্যে হার্বার্টের স্থলে গভর্ণর হয়ে এসেছিলেন রাদারফোর্ড। ১৯৪৩-এর ৮ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে নতুন গভর্ণর রাদারফোর্ড ঘোষণা করেন যে, প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শহরে ও গ্রামের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অমানুষিক মুনাফার লোভে খাদ্যবস্তু ও সুতীবস্ত্রের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ঐ সব অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কালোবাজারে বিক্রি করছে'।

পঞ্চাশের মন্বন্তর যে মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তর ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রশ্ন অবশ্যই করা যায় যে, ঐ মন্বন্তর সৃষ্টিকারীদের ধর্ম কি ছিল? মন্বন্তর সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের ধর্মীয় পরিচয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের রচনাবলী থেকে আমরা সহজেই জানতে পারি। তাঁদের সাহিত্য থেকে জানা সত্যটা কী? ঐ মন্বন্তর সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীরা ছিল প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ঐ ব্যবসায়ীদের দমন করার চেষ্টা করেছিল। তার ফল কি হ'ল? লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থক লীগ বিধায়কদের অনেকেই বিক্রয় হয়ে গেলেন, নাযিমুদ্দীনের ভাষায়, 'মাড়োয়ারি আর হিন্দু মহাসভার ধনী ব্যবসায়ীদের' কাছে। ফলে পতন হ'ল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী, দুর্ভিক্ষ স্রষ্টাদের দমনপ্রয়াসী এবং তাদের উপর আঘাতকারী- এই তিনরকম ক্রিয়ার পেছনে আত্মগোপনকারীদের ধর্মীয় পরিচয় ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল দেশবাসীর চোখের সামনে। গভর্ণরের রেডিও ভাষ্য, সমকালীন সাহিত্য এবং নাযিমুদ্দীনের লিখিত বক্তব্য থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে প্রধানতঃ হিন্দু ব্যবসায়ীরাই মফস্বল বাংলায় খাবার ও কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল এবং মুসলিম লীগ সরকার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে নাযিমুদ্দীন কথিত 'মাড়োয়ারি আর হিন্দু মহাসভার ধনী ব্যবসায়ীরা' অঢেল টাকা দিয়ে লীগ সরকারের পতন ঘটাল। সমস্ত ঘটনাবলীর কার্যকারণ পরম্পরা থেকে বাংলার সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারল যে, মুসলিম লীগই সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপকারী বন্ধু। 'বহু চেষ্টায় ও সংগ্রামে লীগ নেতারা যা পারেনি, ঐ বণিক ও মহাজনরা তাদের আচরণ দিয়ে সেই কাজ করল, বাংলার সাধারণ মানুষের বৃহত্তর অংশকে লীগের পক্ষে যোগদানে বাধ্য করল। এই সত্যটি বোঝা উচিত যে, বাংলায় দুর্ভিক্ষের করাল দিনগুলির অন্তরালে মুসলিম লীগের অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসাবে অমুসলমান ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ' (ভারতবর্ষ ও ইসলাম)।

[চলবে]

॥ সংকলিত ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ

(الكلمة الحكمة ضالة الحكيم)

-আবদুছ ছামাদ সালাফী*

(২য় কিস্তি)

(٢٨) اَلْعَيْنَانِ أَتَمُّ مِنَ اللِّسَانِ

(২৮) চক্ষুদ্বয় জিহ্বা হ'তে নিরাপদ।

(٢٩) اَلْحَسَدُ يُنْشِئُ الْكَمَدَ

(২৯) হিংসা অন্তরে রোগের জন্ম দেয়।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاَجَبْتَهُ

(৩০) হে আল্লাহ! আমাকে তার অন্তর্ভুক্ত কর, যার দো'আ তুমি কবূল কর।

(٣١) مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ

(৩১) যে জান্নাত চায়, সে ভাল কাজগুলি দ্রুত সম্পাদন করে।

(٣٢) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

(৩২) 'চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩ 'আদব' অধ্যায়)*।

(٣٣) كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

(৩৩) 'প্রত্যেক ভাল কাজই ছাদাক্বাহ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯৩ 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

(٣٤) خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(৩৪) যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করে, সেই উত্তম মানুষ।

(٣٥) قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ: اَلرِّزْقُ رِزْقَانِ: فَرِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ

(৩৫) আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, রিযিক দু'প্রকার। (ক) ঐ রিযিক, যা তুমি অনুসন্ধান কর। (খ) ঐ রিযিক, যা তোমাকে অনুসন্ধান করে। তুমি যদি রিযিকের নিকট পৌঁছতে (উপার্জন করতে) না পার, তাহ'লে সে তোমার নিকট পৌঁছে যাবে।

(٣٦) قِيْلَ: سِتَّةٌ لَاتُخْطِئُهُمُ الْكَآبَةُ

(৩৬) বলা হয়েছে, ৬ প্রকার লোক চিন্তা বা বিপদে নিপতিতঃ

(ا) فَقِيْرٌ قَرِيْبُ الْعَهْدِ بِالْغِنَى

(ক) ঐ ফকীর, যে অল্পদিন পূর্বেই ধনী ছিল।

(ب) وَكَثِيْرٌ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ

(খ) ঐ লোক, যে সবসময় তার মাল নষ্ট হয়ে যাবার ভয় করে।

(ج) وَطَالِبُ مَرْتَبَةٍ فَوْقَ قَدْرِهِ

(গ) ঐ লোক, যে তার যোগ্যতার চেয়ে বড় পদ বা সম্মান পেতে চায়।

(د) اَلْحَقُوْدُ

(ঘ) বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি।

(هـ) اَلْحَسُوْدُ

(ঙ) হিংসুক।

(و) وَخَلِيْطُ أَهْلِ الْأَدَبِ وَهُوَ غَيْرُ أَدِيْبٍ

(চ) ঐ ব্যক্তি, যে নিজে সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যিকদের সাথে উঠা-বসা করে।

(٣٧) قَالَ الْأَصْمَعِىْ: لِلْعِلْمِ دَرَجَاتٌ: اَلْأَوَّلُ اَلصَّمْتُ وَالثَّانِىْ حُسْنُ الْإِسْتِمَاعِ وَالثَّالِثُ جَوْدَةُ الْحِفْظِ وَالرَّابِعُ إِحْتِوَاءُ الْعِلْمِ وَالْخَامِسُ إِذَاعَتُهُ وَنَشْرُهُ-

(৩৭) ভাষাবিদ আছমাঈ বলেন, ইলমের কয়েকটি স্তর রয়েছে। প্রথমঃ চুপ থাকা। দ্বিতীয়ঃ মনোযোগ দিয়ে শোনা। তৃতীয়ঃ ভালভাবে মুখস্থ করা। চতুর্থঃ ইলমের গভীরে প্রবেশ করা। পঞ্চমঃ ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

(٣٨) أَحْسِنْ إِلَى الْمُسِىْءِ تَسُدُّهُ

(৩৮) দুর্ব্যবহারকারীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। তাহ'লে তাকে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারবে।

(٣٩) صَاحِبُ الْأَخْيَارِ تَأْمَنُ الْأَشْرَارَ

(৩৯) দানশীল লোকেরা অসৎ লোকদের ক্ষতি হ'তে নিরাপদ থাকে।

(٤٠) اَفَةُ الْحَدِيْثِ كِذْبٌ

(৪০) কথার বিপদ হচ্ছে মিথ্যা।

(٤١) اَفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ

(৪১) ইলমের বিপদ ভুলে যাওয়া।

(٤٢) اَفَةُ الْجُوْدِ اَلْإِسْرَافُ

(৪২) দানের বিপদ হচ্ছে অতি বাড়াবাড়ি করা।

(٤٣) اَلْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَايَفْنَى

(৪৩) অল্পে তুষ্টি এমন সম্পদ, যা নিঃশেষ হয় না।

[চলবে]

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব

-যহুরুল বিন ওছমান*

হক ও বাতিল দু'টি বিপরীতমুখী শব্দ। পরস্পর সাংঘর্ষিক। পৃথিবীর আদি থেকেই হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। বাতিলের অনুপ্রবেশে অনেক ক্ষেত্রে হক মুখ থুবড়ে পড়েছে। আবার কখনো বাতিলকে পদানত করে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহপাক নবী-রাসূলগণকে হক সহ প্রেরণ করেছিলেন। আমরা তাঁদের মাধ্যমে হক প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু সেই হক পালনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছি। আলোচ্য নিবন্ধে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালিত কিছু হক ও বাতিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিধৃত হ'ল-

(১) আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'এটি সেই কিতাব, যাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাক্বীদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২)*। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেম ফিক্বহ-এর কিতাব 'হেদায়াহ'কে কুরআনের সমতুল্য গণ্য করেছেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন ও তদনুরূপ একটি বস্তু (ছহীহ সুন্নাহ) প্রাপ্ত হয়েছি'।[১] তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলিম উম্মাহকে অছিয়ত করে যান এই মর্মে যে, 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে মযবূতভাবে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার কসম করে বলছি, আমা হ'তে হক ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না'।[৩] কিন্তু কতিপয় আলেম বলে থাকেন, তোমরা চারটি বস্তুকে শক্ত করে ধারণ কর। কেননা ইসলামের উৎস হচ্ছে- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াস এই চারটি বিষয়ের উপর।

(৩) আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নে'মত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদা ৩)*। কিন্তু বলা হয় যে, ইসলামে চারটি রাস্তা ফরয। যেহেতু মাযহাব চারটি। যদি প্রশ্ন করা হয়, রাস্তা যেহেতু চারটি তাহ'লে মানবো কয়টি? জওয়াবে বলা হয়, যেকোন একটি মানলেই চলবে। সুধী পাঠক! ফরয চারটি আর মানলাম একটি। পূর্ণাঙ্গের দাবী সত্য হ'ল তো?

(৪) আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র প্রভুর ইবাদতের জন্য' *(তওবা ৩১)*। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, একশ্রেণীর দা'ওয়াতী ভাই ও মুরব্বী বলেন, রাখুন আপনাদের ঐসব যাচাই-বাছাই। আগে দা'ওয়াতের কাজ করুন! আল্লাহ ঐসব খুঁটিনাটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না। এটাও হাদীছে আছে ওটাও আছে। শুধু শুধু ছহীহ হাদীছের দাবী অমূলক। আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং দুর্ভোগ ঐসব ছালাতীদের যারা নিজেদের ছালাত সম্বন্ধে উদাসীন' *(মাঊন ৪-৫)*। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ওটা মুনাফিকদের ছালাত, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। সূর্য অস্ত যেতে শুরু করলে শয়তান তখন তার শিং মিলিয়ে দেয়। আর তারা দাঁড়িয়ে মোরগের মত চারটি ঠোকর মারে। তাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই হয়'।[৪]

(৫) রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় ব্যতীত না বসে'।[৫] অথচ আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেমের অভিমত এরূপ যে, তোমরা ছালাত আদায় করতে পারবেনা বসা ব্যতীত। এমনকি অধুনা সমাজে মসজিদে লালবাতি জ্বালিয়ে সুন্নাত ছালাত আদায়ে প্রকারান্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

(৬) আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়া'দা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন' *(নূর ৫৫)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, অনেকে মনে করেন, ক্ষমতা হাতে না পেলে দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ক্ষমতাই হচ্ছে সবকিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু। তারা আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করতে চান না। বরং ক্ষমতার মসনদে বসে আইন প্রয়োগ করে সমাজ পরিবর্তন করতে চান। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'হে আব্দুর রহমান! নেতৃত্ব চেয়ে নিওনা। কেননা চাওয়ার পর যদি তুমি তা প্রাপ্ত হও, তাহ'লে তার সকল দায়-দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়ার পর তুমি তা পাও, তাহ'লে এ ব্যাপারে (আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে) তোমাকে সহযোগিতা করা হবে'।[৬]

(৭) আল্লাহ বলেন, 'যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই ভোগ করিয়ে দেই এবং তাতে বিন্দুমাত্রও কম করা হয় না' *(হূদ ১৫)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, যারা মানুষকে

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. আবুদাঊদ, মিশকাত, 'কিতাব ও সুন্নাহ্কে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব আলবাণী ১/৫৭ পৃঃ।
২. প্রাগুক্ত, ১/৬৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা 'ক্বদর' অধ্যায়; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/১১৪ পৃঃ।
৩. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক তালখীছ সহ ১/১০৫-১০৬ পৃঃ।
৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডক্টর মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৯।
৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭০।
৬. বুখারী, 'কিতাবুল আহকাম' ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

দেখানোর জন্য সৎ কাজ করে, তাদের সৎ আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এতে বিন্দুমাত্রও কম করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে, তার বিনিময় সে দুনিয়াতেই পেয়ে যায়। আখেরাতে সে সম্পূর্ণ শূন্য হস্ত ও সম্মানহীন অবস্থায় উঠবে।[৭] অথচ আমাদের সমাজে এমন ছালাতীর সংখ্যা নিতান্তই কম নয়, যারা লোক দেখানো ছালাত আদায় করে, সময়ের ছালাত অসময়ে আদায় করে।

(৮) আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদা) সা'দ ইবনে উবায়দা (রাঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর বশীর ইবনে সা'দ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? রাবী আবু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) চুপ রইলেন। এমনকি আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা দরূদে ইবরাহীম অর্থাৎ আল্লাহুম্মা ছাল্লে 'আলা মুহাম্মাদ.... পাঠ করবে'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ (দরূদে ইবরাহীম) পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন। যে ১০ বার পাঠ করবে, তার প্রতি ১০০ শত রহমত বর্ষিত হবে। আর তার আমলনামা থেকে ১০টি করে গোনাহ মুছে দেওয়া হবে'।[৯] মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) তদীয় মিরক্বাতে লিখেছেন, 'ইবনে হিব্বান অত্র হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা, যারা বেশী বেশী দরূদ পাঠ করে'।[১০]

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেম দরূদে ইবরাহীম বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরী করা জমকালো সুর সমৃদ্ধ শ্লোকের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পেশ করে থাকে। শরীয়তে যার কোন দলীল খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ আবার বলেন, তুমি না এলে দুনিয়ায়, চন্দ্র-সূর্য কিছুই সৃষ্টি হ'ত না (নাঊযুবিল্লাহ)। এভাবে অসংখ্য শিরকযুক্ত মিথ্যা বানোয়াট সুরেলা কবিতার সমাহারে মীলাদের আসর জমানো হয়। যদি বলা হয়, এসব দরূদ আপনারা পেলেন কোথায়? জওয়াবে বলা হয়, হাদীছে না থাকলে কি আপনাতেই বলি?

(৯) ইমাম আবু জা'ফর ইবনে জারীর হ'তে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে কোন ছাহাবী যদি আল-কুরআনের দশটি আয়াত শিখতেন, তবে সে তার অর্থ না বুঝে এবং সেগুলির উপর আমল না করে পরবর্তী কোন আয়াত পাঠ করতেন না'।[১১]

কিন্তু আমাদের দেশের একশ্রেণীর হাফেয ও আলেম পবিত্র কুরআন খতমের পর খতম করেই চলেছেন রীতিমত। কিন্তু তাদের আমল-আখলাকের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী আর চল্লিশাতে খতম পড়িয়ে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কোনদিন বুঝার চেষ্টা করেন না যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক কি ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন। যদি পবিত্র কুরআনের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তব্য তারা বুঝতেন, তবে তারা কুরআনকে শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানাতেন না।

(১০) মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে। তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৫৫)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ্কে স্বীয় অন্তরে স্মরণ কর। জনগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে লোক সকল! তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্ত্বাকে ডাকছ না। বরং তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছ, তিনি নিকটেই রয়েছেন। তিনি সবকিছু শুনেন। অতএব উচ্চৈঃস্বরে দো'আ করা উচিৎ নয়। অহংকার থেকে বাঁচার জন্য পূর্বেকার লোকেরা এমনভাবে ইবাদত করত, যা অন্য কেউ টের পেত না'।[১২] অথচ আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেম আছেন, যারা সমস্বরে আকাশচুম্বী শব্দে যিকর করে থাকেন। যা নিঃসন্দেহে আলোচ্য আয়াতের সম্পূর্ণ খেলাফ।

পরিশেষে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে কি-না? এ বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক্ব আলেমদের মতামত উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের ইতি টানছি। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইবনু মুঈন, ইবনু আরাবী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ ও সিরিয়ার মুজাদ্দিদ আল্লামা জালালুদ্দীন কাসেমীসহ আরো অনেক হাদীছ বিশারদগণের মতে, ফযীলতের জন্য হৌক, আর আমলের জন্য হৌক, কোন অবস্থাতেই যঈফ হাদীছ আমলযোগ্য নয়। কারণ এতে উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনা বেশী।[১৩]

আল্লাহ আমাদেরকে মতবাদ বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে সকল মতভেদ ভুলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

---

৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪।*
৮. *বুখারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৪; মুসলিম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৭।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ৮৬।*
১০. মিরক্বাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫; আইনী তুহফা সালাতে মোস্তাফা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।
১১. তাফসীর ইবনে কাছীর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।
১২. *মুস্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ২/৭১৩ পৃঃ হা/২৩০৩, তাসবীহ, তাহমীদ -এর ছওয়াব' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ' অধ্যায়।*
১৩. *আইনী তুহফা সালাতে মোস্তফা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

লাবীদ বিন রাবী'আহ (রাঃ)

-নূরুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

কবি লাবীদ (রাঃ) ছিলেন প্রাচীন আরবী কাব্যগগণের নীলাভ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। আরবী সাহিত্য মর্যাদার শৈলচূড়ায় অধিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল কবি ও সাহিত্যিকের অকৃত্রিম চেষ্টা-সাধনা এবং কার্যকর অবদান রয়েছে, কবি লাবীদ (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। জাহেলী যুগে সাব'আহ মু'আল্লাক্বার অন্যতম কবি হিসাবে যেমন তাঁর সুখ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত, তেমনি একজন ছাহাবী কবি হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। কবিতায় কুরআনী ভাবধারাকে উপজীব্য করে কাব্য রচনা করে ছাহাবী কবিগণের মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

জন্ম ও বংশীয় ঐতিহ্যঃ

তাঁর উপনাম আবু আকীল। পুরা নাম লাবীদ বিন রাবী'আহ আল-আমেরী। তবে তিনি কাব্যজগতে লাবীদ নামেই সুপরিচিত। তিনি আনুমানিক ৫৩১ মতান্তরে ৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের বিখ্যাত 'আমের' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর বংশধারা নিম্নরূপঃ লাবীদ বিন রাবী'আহ বিন আমের বিন মালেক বিন জা'ফর বিন কেলাব বিন রাবী'আহ বিন আমের বিন ছা'ছা'আ আল-কেলাবী আল-জা'ফরী।[২]

লাবীদ (রাঃ)-এর বংশীয় ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। তাঁর বাপ-চাচা সকলেই ছিলেন তৎকালীন সময়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা রাবী'আহ খুবই উদার ও দানশীল ছিলেন। ছিলেন অসহায়দের আশ্রয়স্থল। এজন্য তাকে বলা হ'ত 'অতিথিবৃন্দের বসন্তকাল' (ربيع المقترين)।[৩] তাঁর চাচা তুফায়ল ছিলেন নামকরা ঘোড় সওয়ার ও লুটেরা বীর। অপর এক চাচা ছিলেন খুবই সাহসী বীর ও যোদ্ধা। এজন্য তাকে 'তীর নিয়ে খেলাধূলাকারী/বর্শাবাজ' (ملاعب الاسنة) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অপর চাচা মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন খুবই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। এজন্য তাঁকে বলা হ'ত 'জ্ঞানীদের কেন্দ্রবিন্দু' (معوذ الحكماء)।[৪] তাঁর মা আরবের অপর এক বিখ্যাত 'আবস' গোত্রের খ্যাতনাম্নী মহিলা। তাঁর মায়ের নাম আমেরা বিনতে যামবা আল-'আবসিয়াহ।[৫] ফলে লাবীদ (রাঃ)-এর ধমনীতে আরবের দু'টি সুপ্রসিদ্ধ গোত্রের রক্তধারা প্রবাহমান ছিল।

বাল্যজীবনঃ

লাবীদ (রাঃ)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে ততটা বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল বেশ অনুকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ফলে বাল্যকাল হ'তেই দান-খয়রাত আর শৌর্য-বীর্যের আদর্শ তাঁর মনোজগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাণবন্ত বালক লাবীদ সুখে-দুঃখে, বিরোধ-সংগ্রামে তাঁর দিন যাপন করেন।[৬]

কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশঃ

লাবীদ (রাঃ) ছিলেন জন্মগত এবং আরবী সাহিত্যের চারণ কবি। কৈশোরেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। অল্প বয়সেই তাঁর মানসপটে কাব্যধর্মী আচার-আচরণ, কাব্যানুরাগ, কবিসুলভ ভাব-ভঙ্গি এবং সুপ্তচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বাল্যাবস্থায় তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিত নাবেগা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 'এ বালক এককালে হাওয়াযিন গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করবে'। পরবর্তীকালে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। প্রকৃতই তিনি ছিলেন চারণ কবি। তাঁর প্রথম জীবনের একটি ঘটনা এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[৭] ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

লাবীদ (রাঃ)-এর মামার গোত্র 'বনু আবস' আর তাঁর নিজের গোত্র 'বনু আমের'-এর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। 'বনু আবস' গোত্রের সর্দার কবির মামার রাবী বিন যিয়াদ হিরারাজ আবু কাবুস তৃতীয় নু'মানের সভাষদ ছিলেন। তিনি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নু'মানের কাছে কবির বংশ 'আমের' গোত্রের নিন্দাবাদ করতেন। একবার বনু 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ হীরারাজ আবু কাবুস তৃতীয় নু'মানের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং রাজার নিকট যোগ্য সমাদর লাভ করেন। কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তনের পর রাবী বিন যিয়াদ ক্রোধবশতঃ 'আমের' গোত্রের বিরুদ্ধে রাজার মনকে বিষাক্ত করে দেন। পরবর্তী কোন এক সময়ে 'আমের' ও 'আবস' গোত্রদ্বয়ের প্রতিনিধিবর্গ একত্রে রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করলে। নু'মান 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিদের

---

* আলিম ফলপ্রার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

১. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ১২৩।

২. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪।

৩. আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৫২। গৃহীতঃ ইবনে কুতায়বা, কিতাবুশ শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃঃ ১৪৮।

৪. ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৩তম সংস্করণঃ ১৯৯২ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

৫. ঐ, পৃঃ ৮৯।

৬. মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন আরবী কবিতা (কলকাতাঃ প্রকাশনালয়ের নামবিহীন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২০-১২১।

৭. সাব'আয়ে মু'আল্লাকাত, অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা মোঃ আবু আশরাফ (ঢাকাঃ দারুল উলূম পাবলিকেশান্স, ১৯৮৩ ইং), পৃঃ ২৪৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হ'তে বিরত থাকেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা অপমানিত বোধ করে রাজদরবার হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর 'আবস' গোত্রের নেতা রাজার সহচর রাবীকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ কবির পিতৃব্য আবু বারা-এর নেতৃত্বে পুনর্বার রাজদরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই সময় লাবীদ (রাঃ) নিজেকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পীড়াপীড়ি করে বলেন যে, তিনি ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে ঐ রাবীকে অপদস্থ করে দিবেন। একথা শ্রবণ করে তাঁর পিতৃব্য তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা রচনার দক্ষতার পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাঁর সম্মুখস্থ একটি ঘাসের উপর কবিতা রচনা করতে বলেন।[৮] তৎক্ষণাৎ তিনি একটি কবিতা রচনা করে ফেলেন। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

'এই তৃণটি অগ্নি জ্বালাতে অক্ষম, ঘর নির্মাণে কভু নয় সক্ষম। প্রতিবেশীকে আনন্দ দানে ব্যর্থ, কারো কল্যাণ সাধনে নেই সামর্থ্য। শাখা-প্রশাখার হয় না ব্যবহার; যার খড়ির নেই কোন সমাদর। ডাল-পালা যার ক্ষুদ্র অতিশয়; খুব সহজে তৃণটি বিনষ্ট হয়'।[৯] এটি লাবীদ (রাঃ)-এর সর্বপ্রথম রচিত কবিতা।

তারপর লাবীদ (রাঃ) তাঁর পিতৃব্য সমভিব্যাহারে নু'মানের দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তাঁর নিজের গোত্র বনু আমেরের প্রশংসা কীর্তন করেন এবং শেষের তিন ছত্রে রাবী বিন যিয়াদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দান করে তাকে রাজ সমক্ষে যারপর নাই হেয় প্রতিপন্ন করেন। ফলে রাবী বিন যিয়াদ সহ 'বনু আবস'-এর প্রতিনিধিগণ চরম অপমানিত হয়ে রাজদরবার ত্যাগ করেন। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং 'বনু আমের'-এর প্রতিনিধিবর্গের সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর লাবীদ (রাঃ)-এর কবিখ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হয়ে যায়।[১০]

অতঃপর তিনি খণ্ড ও গীতিকবিতা রচনা করতে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি প্রথম প্রথম গোপন রাখতেন। এমনিভাবে একদিন যখন তিনি মু'আল্লাক্বাহ রচনা করে জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তখন থেকেই গোত্র ও চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১১] এভাবে তিনি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

ইসলাম গ্রহণঃ

লাবীদ (রাঃ) যখন কবিখ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন, প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে যখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত ছিলেন, সেই সময় তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মের আহ্বান আসে। প্রায় শতবর্ষ বয়সে কবি লাবীদ (রাঃ) তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের আবৃত্তি শ্রবণ করেন- 'তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন, আর তাদের ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ হ'তে মুষলধারে বারি বর্ষণের ন্যায়, যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রধ্বনি শ্রবণে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা সম্যক দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহ'লে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়েই সর্বশক্তিমান। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা সংযমী হও' *(বাক্বারাহ ১৬-২১)*।

কুরআন শরীফের অনুপম ভাষা, অপূর্ব অলংকারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবীদ (রাঃ)-কে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে, তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন।[১২]

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক হান্না আল-ফাখূরীর ভাষ্য মতে, লাবীদ (রাঃ) আনুমানিক ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩]

এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের বিকাশঃ

ইসলাম গ্রহণের পর কবি লাবীদ (রাঃ)-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি নিজেকে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সম্পর্কে মোঃ শহীদুল্লাহ বলেন, 'ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি হয়ে উঠলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলাম ধর্মের মহান শিক্ষা ও উন্নত আদর্শ তাঁর মনে-প্রাণে সংস্থিত হয়েছিল। তখন থেকে তিনি মহত্তম অনুভূতির উপর ভিত্তি করে সব কিছুই পরিশীলিত ভাবে অনুভব করেছেন। ফলে ব্যক্তি অপেক্ষা বোধ তাঁর নিকট বৃহৎ বলে প্রতীত হয়েছে। তিনি

---

৮. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২১-১২২।

৯. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত-লেবাননঃ দারুল মা'রেফাহ, চতুর্থ সংস্করণঃ ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৫৪।

১০. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২২।

১১. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ৫৪; তারীখুল আদাবিল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯০ পৃঃ।

১২. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৩-১২৪।

১৩. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (প্রকাশনার স্থানের নাম নেই, আল-মাকতাবাতুল বুলীসিয়া, তাবি), পৃঃ ১৮৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

যা কিছু ক্ষয়কে ছাড়িয়ে অক্ষয়ে পর্যবসিত, সেই সবের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। ইসলাম ধর্ম এই বর্ষিয়ান কবির মানসলোকে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, ছন্দোময়, ব্যঞ্জনাময়, লালিত্যময় কুরআন শরীফ পাঠ করার পর তাঁর হৃদয় এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে তখন হ'তে তিনি একরূপ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, সেই শতাধিক বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন'।[১৪]

কথিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটিমাত্র কবিতা রচনা করেন। আর তা হ'ল-

مَاعَاتَبَ الْمَرْءُ اللَّبِيْبُ كَنَفْسِه + وَالْمَرْءُ يُصْلِحُهُ الْجَلِيْسُ الصَّالِحُ

'জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তার বিবেকের ন্যায় আর কিছুই এত ভর্ৎসনা করে না। আর সৎসঙ্গই পারে মানুষকে সংশোধন করতে'। অবশ্য কারো মতে সে কবিতা হ'ল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَأْتِنِىْ أَجَلِىْ + حَتّٰى لَبِسْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سَرْبَالاً

'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ইসলামের ভূষণ পরিধান করার পূর্বে মৃত্যু দান করেননি'।[১৫]

দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) কাব্যজগতে ইসলামের প্রভাব কিরূপ তা জানার জন্য কবিদের প্রতি নতুন কবিতা পাঠাবার আদেশ জারি করলে লাবীদ (রাঃ) তার উত্তরে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত উপস্থিত করে বলেন, 'যাবতীয় কবিতাই মিটমিটে প্রদীপ আর আল্লাহর কালামই যথার্থ তেজপূর্ণ সূর্য'।[১৬] এ প্রসঙ্গে R.A. Nicholson বলেন, "On accepting Islam he abjured poetry saying God has given me the koran in exchange for it." অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি কবিতা লেখা ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ কবিতার পরিবর্তে আমাকে কুরআন দিয়েছেন'।[১৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তবে তিনি ইসলাম গ্রহণের পরও বেশ কিছু ধর্মীয় ভাবধারাপুষ্ট কবিতা রচনা করেছেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক চার্লস ব্রকেলম্যান এর মতে, লাবীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর অবশিষ্ট জীবনের ৩০ বৎসর ধরে কাব্য সাধনা করেছিলেন।[১৮]

লাবীদ (রাঃ)-এর কাব্যে ইসলামী ভাবধারাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর লাবীদ (রাঃ) যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলি ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট দলীল। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য নিম্নে কিছু কবিতার চরণ ও অনুবাদ পেশ করা হ'ল-

১৪. *প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৪-১২৫।*
১৫. *আল-ইছাবাহ ৬/8 পৃঃ।*
১৬. *শাইখ শরফুদ্দীন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন যুগ (ঢাকা -১ঃ হালীমা বেগম ২/এ, মুনীর হোসেন লেন, ১৯৮১ ইং), পৃঃ ৬১।*
১৭. *R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (London: Cambridge University press, 1969), p. 121.*
১৮. *প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৫, ফুটনোট ১ দ্রষ্টব্য। গৃহীতঃ A.J. Arberry, The Seven Odes, P. 122.*

وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ كَالشِّهَابِ وَضَوْئِه + يَحُوْرُ رَمَاداً بَعْدَ مَاهُوَ سَاطِعُ
وَمَاالْمَالُ وَالْأَهْلُوْنَ إِلاَ وَدَائِعُ + وَلاَ بُدَّ يَوْمًا اَنْ تَرُدَّ الْوَدَائِعُ
وَمَاالنَّاسُ إِلاَّ عَامِلاَنِ: فَعَامِلٌ + يَتَبَرَّمَا يُبْنَى وَآخِرُ دَافِعُ

কাব্যানুবাদঃ 'মানুষ উজ্জ্বল উল্কার ন্যায়
চমকানোর পরপরই ভস্মে পরিণত হয়।
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমানত বৈ আর কিছুই নয়,
নিশ্চয়ই আমানত একদিন ফেরত দিতেই হবে।
সকল মানুষ কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু দু'ভাবে;
এক শ্রেণী ধ্বংসের জন্য কাজ করে,
আর একদল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে'।[১৯]

إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ + وَبِاذْنِ اللّٰهِ رِيْثِىْ وَعَجَلْ
اَحْمَدُ اللّٰهَ فَلاَ نِدَّ لَهُ + بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَاشَاءَ فَعَلْ
مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الْخَيْرِ اهْتَدَى + نَاعِمَ الْبَالِ وَمَنْ شَاءَ اَضَلْ
فَاكْذِبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَهَا + إِنَّ صِدْقَ النَّفْسِ يُزْرِىْ بِالْأَمَلْ
غَيْرَ اَنْ لاَ تَكْذِبَنَّهَا فِى التُّقَى + وَاخْزُهَا بِالبِرِّ، لِلّٰهِ الْأَجَلّ

অনুবাদঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহভীতিই উত্তম পুরস্কার। আমার মন্থরতা ও দ্রুততা সবই আল্লাহর হুকুমে। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর কোন শরীক নেই। কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি যা চান, তাই করেন। যাকে তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, সে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পথ খুঁজে পায়। আর যাকে তিনি চান, পথভ্রষ্ট করেন। তাই নফস ও কুপ্রবৃত্তি যখন তোমাকে কোন কানকথা বলবে, তখন তুমি তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর। কারণ নফস ও প্রবৃত্তিকে সত্য বলে প্রশ্রয় দিলে তা মানুষকে লোভ-লালসার দোষে দুষ্ট করে তোলে। তবে আল্লাহভীতির ব্যাপারে তুমি তাকে (নফস) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত কর না। আর নেক কাজ করার ব্যাপারে তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন কর। সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহরই জন্য'।[২০]

إِنَّمَا يَحْفَظُ التُّقَى الْاَبْرَارُ + وَإِلَى اللّٰهِ يَسْتَقِرُّ الْقَرَارُ
وَإِلَى اللّٰهِ تَرْجِعُوْنَ وَعِنْدَ اللّٰـ + ـهِ وِرْدُ الْأُمُوْرِ وَالْاِصْدَارُ
كُلُّ شَىْءٍ اَحْصَى كِتَابًا وَّعِلْمًا + وَلَدَيْهِ تَجَلَّتِ الْأَسْرَارُ
إِنْ يَكُنْ فِى الْحَيَاةِ خَيْرٌ فَقَدْ أَنْ + ظِرْتُ لَوْ كَانَ يَنْفَعُ الْإِنْظَارُ
عِشْتُ دَهْرًا وَلاَيَدُوْمُ عَلَى الْأَىِّ + امِ إِلاَّ يَرَمْرَمُ وَتَعَارُ

অনুবাদঃ 'তাক্বওয়া-পরহেযগারী একমাত্র নেককার লোকেরাই সংরক্ষণ করে রাখে। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে আরাম-আয়েশ ও শান্তি লাভের স্থান। আল্লাহর

১৯. *আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ৭৯-৮০।*
২০. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্‌র নিকট সকলকে হাযির হ'তে হবে। লেখনী ও জ্ঞানের দ্বারা তিনি সবকিছুকেই হিসাব করে রেখেছেন। সকল গোপন বিষয় তাঁর কাছে (দিবালোকের ন্যায়) পরিষ্কার। আমার জীবনে যদি মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়, তাহ'লে আমাকে তো অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যদি অবকাশ দান কোনরূপ উপকার করতে পারত, তাহ'লে আমি এক যুগ ধরে জীবন যাপন করতাম। 'ইয়ারামরাম' ও 'তি'আর' পর্বতদ্বয় ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী থাকে না'।[২১]

লাবীদ (রাঃ)-এর এমনিতরো ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতা সম্পর্কে বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক ডঃ শাওকী যাইয়েফ বলেন,

وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ يَظَلُّ لَبِيْدٌ بِشِعْرِهِ الْإِسْلَامِيْ مُسْتَمْسِكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى زَاجِرًا عَنِ الدُّنْيَا وَخُدَعِهَا دَاعِيًا إِلَى أَنْ يَكُفَّ الْإِنْسَانُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَمُرَغِّبًا لَهُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ حَتَّى يَغْتَنِمَ بَقِيَّةَ أَجَلِهِ بِخَيْرِ عَمَلِهِ-

'এমনিভাবে লাবীদ (রাঃ) তাঁর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতায় ইসলামী মূলনীতির অনুসরণ করে দুনিয়ার মোহজাল ও ধোঁকায় নিপতিত না হয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং পুণ্য ও নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে সৎ আমল দ্বারা মানুষের পরবর্তী জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়'।[২২]

লাবীদ (রাঃ)-এর কাব্যে কুরআনী ভাবধারাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর লাবীদ (রাঃ) সর্বদাই কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফলে কুরআনের ভাব ও বিষয়বস্তু তাঁর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতাগুলোতে কুরআন মাজীদের মর্মার্থ ব্যক্ত হয়েছে সুনিপুণভাবে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা হ'লঃ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَا اللهُ بَاطِلُ + وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَامَحَالَةَ زَائِلُ

وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ + دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الْأَنَامِلُ

'আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল এবং সকল নে'মত অবশ্যই একদিন বিলুপ্ত হবে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অতিসত্বর এমন মৃত্যু প্রবেশ করবে, যার কারণে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে'।

এখানে প্রথম পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব' (আর-রহমান ২৬-২৭)-এর মর্ম এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' (আনকাবূত ৫৭)-এর মর্ম।[২৩]

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, লাবীদ (রাঃ)-এর প্রথম পংক্তিটি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন- أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَا اللهُ بَاطِلُ 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল' কবি লাবীদ -এর এ কথাটি অতীব সত্য কথা।[২৪]

(٢) لِلّٰهِ نَافِلَةُ الْأَجَلِّ الْأَفْضَلِ + وَلَهُ الْعُلَا وَأَثِيْثُ كُلِّ مُؤَثَّلِ

لَايَسْتَطِيْعُ النَّاسُ مَحْوَ كِتَابِهِ + أَنَّى وَلَيْسَ قَضَاؤُهُ بِمُبَدَّلِ

'আল্লাহ্‌র জন্যই সকল সম্মান ও মর্যাদা। তাঁরই জন্য সকল মাহাত্ম্য এবং যে গন্তব্যে পৌঁছে তার চলার পথটুকুও আল্লাহ্‌র। মানুষ তার ভাগ্যলিপিকে মিটিয়ে দিতে পারে না। আর কিভাবে সে তা পারবে? তাঁর (আল্লাহ্‌র) ফায়ছালা যে পরিবর্তন হবার নয়'।

এখানে দ্বিতীয় বয়তের প্রথম চরণে وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا 'সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে' *(নাবা ২৯)* এবং দ্বিতীয় চরণে وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا *'আর আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত' (আহযাব ৩৮)* ও وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে বলেন, হও, অমনি তা হয়ে যায়' (বাক্বারাহ ১১৭)-এর প্রতিফলন ঘটেছে।[২৫]

লাবীদ (রাঃ)-এর চরিত্রের বিশেষ দিকঃ

কবি লাবীদ (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যখনই পূবালী বাতাস প্রবাহিত হবে, তখনই তিনি দরিদ্রদের আহার করাবেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি এ প্রতিজ্ঞা পূরণে সচেষ্ট ছিলেন।[২৬] কবির দানশীলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যতা সম্পর্কে কবি স্বীয় মু'আল্লাক্বায় বলেছেন-

وَجَزُوْرِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لِحَتْفِهَا + بِمَغَالِقٍ مُتَشَابِهٍ أَجْسَامُهَا

أَدْعُوْ بِهِنَّ لِعَاقِرٍ أَوْمُطْفِلٍ + بُذِلَتْ لِجِيْرَانِ الْجَمِيْعِ لِحَامُهَا

فَالضَّيْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيْبُ كَأَنَّمَا + هَبَطَا تَبَالَةَ مُخْصِبًا أَهْضَامُهَا

تَأْوِيْ إِلَى الْأَطْنَابِ كُلُّ رَذِيَّةٍ + مِثْلِ الْبَلِيَّةِ قَالِصٍ أَهْدَامُهَا

وَيُكَلِّلُوْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ + خُلُجًا تُمَدُّ شَوَارِعًا أَيْتَامُهَا

২১. কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৫৮-৫৯।
২২. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ৯৩-৯৪।*
২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪৭৮৬ 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।
২৫. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুবাদঃ 'আমি বহু বাজী-খেলোয়াড়দের আহ্বান করেছি তাদের পরস্পর সাদৃশ্যবিশিষ্ট তীরের সাহায্যে (নির্ধারিত) উষ্ট্রী যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে।

বন্ধুজনকে আমি অনুরূপ তীরসহ আহ্বান করেছি বন্ধ্যা কিংবা সন্তানবতী উষ্ট্রী যবেহ্ করে তার গোশত পড়শীদের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিরতণ করে দেওয়ার জন্য।

সুতরাং অতিথি-অভ্যাগত, নিকট কিংবা দূরের সব পড়শী তাবালায় (ইয়ামানের অন্তর্গত একটি শস্য-শ্যামল উপত্যকা) উপনীত হয়েছে গোশত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

মরণোন্মুখ উষ্ট্রীর মত শীর্ণ-কায়া ও জীর্ণ-বস্ত্র রমণীরা আমার গৃহের চতুর্দিকে আশ্রয় লাভ করে।

আর বিভিন্নমুখী বাতাস প্রবাহের সময় তাদের বৃহদাকার পানপাত্রগুলি (ঝোল ও গোশত দিয়ে) এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হ'ত যে, মনে হ'ত দরিদ্র ব্যক্তিরা নদীর ঘাটে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে'। অর্থাৎ শীতকালে ও অন্য ঋতুতে দুর্ভিক্ষের সময় আমি অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের বড় বড় থালায় ঝোল ও গোশত এমনভাবে কানায় কানায় ভর্তি করে খাওয়াই মনে হয় যেন কোন নদীর ঘাটে ছেলেরা সাঁতার কাটছে।

এখানে থালার ঝোল নদীর পানিতুল্য আর তাতে ভাসমান গোশত সাঁতারতুল্য।[২৭]

২৬. *ত্বা-হা হুসাইন, হাদীছুল আরবি'আ (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১২তম সংস্করণ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০।*

২৭. *আয-যাওয়ানী, শারহুল মু'আল্লাক্বাতিস সাবয়ে* (বেরুত-লেবাননঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ ইং), *পৃঃ ১৮৮-১৯০।*

শেষ জীবন ও ইন্তেকালঃ

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কূফা শহর আবাদ হ'লে তিনি সেখানে গমন করেন এবং কূফাকে স্থায়ী নিবাস হিসাবে বেছে নেন এবং আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করেন। অবশেষে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে মতান্তরে শেষ দিকে ৪১ হিজরী/৬৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪৫ বৎসর বয়সে সুদীর্ঘ জীবনের ব্যাথাবিক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলিকে শান্ত সহনশীলতায় স্বীকার করে কূফা শহরে এক দুর্লভ প্রশান্তির মধ্য দিয়ে ইহলীলা সংবরণ করেন এবং তথায় এক ভাব গম্ভীর ধর্মীয় পরিবেশে মহাশান্তিতে চিরসমাহিত হন।[২৮]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, কাব্য প্রতিভা আল্লাহ প্রদত্ত এক মহা নে'মত। এ মহা নে'মতকে কবি বর লাবীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী ভাবধারার আলোকে সাজিয়ে ইসলামের মহত্ত্ব, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত আদর্শকে বাণীবদ্ধ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রজ্ঞা আর পরিশীলিত আবেগময় ভাষার মাধ্যমে। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কাব্য রচয়িতারা লাবীদ (রাঃ)-এর এ আদর্শ থেকে শিক্ষা নিবে, এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

২৮. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী পৃঃ ৫৪; ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী পৃঃ ৮৫; প্রাচীন আরবী কবিতা পৃঃ ১২৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০; আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতুল কুবরা, ১৯৬০ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক প্রণীত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

১। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (বড়).....১৪১/=
২। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (সংক্ষিপ্ত).....৩১/=
৩। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (অনুবাদ).....৫১/=
৪। সহীহ্ হাদীসের আলোকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা.....৫১/=
৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি.....৩১/=
৬। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (১ম-২য় খণ্ড একত্রে).....৭৫/=
৭। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (৩য়-৪র্থ খণ্ড একত্রে).....৭৫/=
৮। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি.....৩১/=
৯। আল-মাদানী সহীহ্ নামায দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা.....৫৫/=
১০। আল-মাদানী সহীহ্ হজ্ব শিক্ষা.....৫১/=
১১। আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা.....১৫/=
১২। বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী.....৪১/=
১৩। মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাঃ).....১৫১/=
১৪। কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি.....১৭১/=
১৫। মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ.....৫১/=
১৬। আদম ও নূহ (আঃ) সিরিজ নং ১ .....৪৫/=
১৭। হূদ, সালিহ্ ও লূত (আঃ) সিরিজ নং ২ .....৫১/=
১৮। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সিরিজ নং ৩ .....৫১/=
১৯। ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ) সিরিজ নং ৪ .....৫১/=
২০। আইয়ুব ও মূসা (আঃ) সিরিজ নং ৫ .....৫১/=
২১। দাউদ, সুলাইমান, শামউন ও লুক্বমান (আঃ) সিরিজ নং ৬ .....৪৫/=
২২। মারইয়াম ও ঈসা (আঃ) সিরিজ নং ৭ .....৪৫/=
২৩। মুহাম্মাদ (সাঃ) সিরিজ নং ৮ .....৫১/=
২৪। প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাঃ).....৫১/=
২৫। রামাযানের সাধান.....৫১/=
২৬। তাফসীর আল-মাদানী (সহীহ্ হাদীসের আলোকে তাফসীর) ১ম থেকে ৫ম খণ্ড পর্যন্ত মোট মূল্য .....৮১৫/=

প্রাপ্তিস্থানঃ
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১) ৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২) ২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা কাঁটাবন মসজিদের পশ্চিমে
আল-আমীন এজেন্সী (৩) ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোন ঃ ৯৫৬০৩৫৯, ৯৫৫৫৫৮৮

http://islaminonesite.wordpress.com

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

*- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব**

(শেষ কিস্তি)

৩য়ঃ মধ্যপন্থী মাদরাসাঃ এ সমস্ত মাদরাসা উপরোক্ত মাদরাসা দ্বয়ের সঠিক বা গ্রহণীয় অংশগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ সময় তাঁরা হাদীছের দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। আবার একই সময় তাঁরা মাযহাবের ফক্বীহদের মতামত থেকেও ফায়েদা গ্রহণ করে থাকেন। শায়খ ইবনুল উছাইমীন ছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূর্ত প্রতীক। যদিও তিনি কখনো নিজেকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলতেন। যেমন তিনি তাঁর الشرح الممتع গ্রন্থে বলেন, "ذكر بعض أصحابنا..." ('আমাদের কোন কোন নেতা বর্ণনা করেছেন') হয়তবা এটা তাঁর পূর্ব পুরুষগণ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, সেকারণে বলেছেন। কিন্তু যে সমস্ত মাযহাবী সিদ্ধান্ত শারঈ দলীলের বিপরীত হ'ত, তার অনুসরণকে তিনি হারাম বলে মনে করতেন। সাথে সাথে শারঈ দলীল অনুসরণের তাকীদ দিতেন। তাঁর বিভিন্ন ফৎওয়া, বই ও বক্তৃতায় এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। যেমন তিনি তাঁর الشرح الممتع গ্রন্থে বলেন, 'মহান আল্লাহর প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না। আর রাসূলের অনুসরণ নিশ্চিত হবে না, যতক্ষণ না তা ছয়টি বিষয়ে শরী'আতের অনুকূলে হয়। আর তা হ'লঃ (১) সাবাব বা কারণ (২) জিন্‌স বা প্রকরণ (৩) ক্বাদার বা ক্ষমতা (৪) কায়ফিয়াত বা পরিস্থিতি (৫) যামান বা সময় (৬) মাকান বা স্থান। অতএব ইবাদত কবুল হবে না যতক্ষণ না দলীলটি উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের অনুকূলে হবে। আর এই দলীলকে প্রাধান্য দিতে গিয়েই তিনি শতাধিক মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের বিরোধিতা করেন। যাতে তাঁর তাক্বলীদ বিরোধী আচরণ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। এমনকি শুধু طهارة বা 'পবিত্রতা' বিষয়েই তিনি ৮৯টি স্থানে হাম্বলী মাযহাবের বিরোধী সমাধান দিয়েছেন।

ইলমী গভীরতা অর্জনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রভাবঃ

(১)ইলমে **ফিক্বহের প্রভাবঃ** তিনি সর্বপ্রথম প্রখ্যাত ফক্বীহ আব্দুর রহমান আস-সা'দীর নিকটে ইলমে ফিক্বহ শিক্ষা করেন। যিনি উছূলে ফিক্বহ, ফিক্বহ এবং উছূলে তাফসীরের একজন সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। এ সমস্ত বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল "طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول" যাতে তিনি ১০১৬ টি ইলম অর্জনের নীতিমালা আলোচনা করেছেন। এ সমস্ত যুক্তিনির্ভর ফিকহী গ্রন্থের বিরাট একটা প্রভাব পড়েছিল শায়খের উপর। এজন্য শায়খ বিভিন্ন সময় ফৎওয়া এবং ব্যাখ্যাদান এবং উদাহরণ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতেন। যার স্বীকৃতি তিনি নিজেও দিয়েছেন।

(২) **ইলমে হাদীছের প্রভাবঃ** তাঁর ইলম অর্জনে শায়খ ইবনে বাযের প্রভাব ছিল অপরিসীম। বিশেষভাবে হাদীছের ইল্‌ম অর্জনে তাঁর মাধ্যমে তিনি দারুণভাবে প্রভাবান্বিত হন।

(৩) **উস্তাদ-শিষ্যের প্রভাবঃ** শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রতি শায়খের বিরাট আকর্ষণ ছিল। জগদ্বিখ্যাত এই আলেম দ্বয়ের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। বিভিন্ন সময় কোন বিষয়কে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা,সঠিক আক্বীদা পেশ, বিভিন্ন ফিরকার বক্তব্য খন্ডন, শারঈ বিষয়গুলি বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও তার মূলনীতির উপর পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই দু'জন মনীষীর নীতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতেন। যা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বক্তব্যে ও দারসে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(৪)ইলমে **উছূলে ফিক্বহের প্রভাবঃ** ফিক্বহী মূলনীতি বিষয়ে শায়খ বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করেন। দরস ও ফৎওয়া দানে তিনি এই মূলনীতি সমূহের অনুসরণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হ'লঃ

"الوصول من علم الأصول"

(৫) **আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবঃ** আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এই বিদগ্ধ পন্ডিত বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ ক্ষেত্রে তার উপর আরবী ব্যকরণের প্রভাব ছিল খুবই বেশী। এ বিষয়ে তিনি এত পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, "ألفية ابن مالك" গ্রন্থটিকে এক জালসায় হরকতযুক্ত করার মত কঠিন কাজ অতি দক্ষতায় তিনি সম্পন্ন করেন। আর এ সকল বিষয়ে অভাবনীয় সফলতা অর্জন সত্যিই যেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্‌কস্বরূপ তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১২]

বাদশাহ্ ফয়ছল পুরষ্কার লাভঃ

শিক্ষাদান,গবেষণা ও লেখনীতে অতুলনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সঊদী আরব সরকার কর্তৃক ১৯৯৪ সালে তিনি 'বাদশাহ ফয়ছল এওয়ার্ড' লাভ করেন।[১৩]

জীবন সায়াহ্নেঃ

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে জ্ঞানের এ দীপ্ত শিখা ঘাতক ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তবুও তিনি অবিচলিত থেকে পাঠদান, বক্তৃতা প্রদান এবং "نور على الدرب" নামক বেতার প্রোগামে জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে সচেষ্ট থাকতেন।[১৪] এক সময় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে

* *দাখিল ফলপ্রার্থী (বর্তমানে আলিম ১ম বর্ষ), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১২. *পূর্বোক্ত।*

১৩. *আস-সিরাজ (নেপাল). জানু-ফেব্রু সংখ্যা ২০০১, পৃঃ ৩২।*

১৪. *আল-ফুরক্বান, পৃঃ ৩।*

তাঁকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশেষে ১৪.১০.১৪২১ হিঃ মোতাবেক ১০ই জানুয়ারী ২০০১ইং তারিখ বুধবার মাগরিবের ছালাতের পর ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা মহানগরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারিত হয় এবং সঊদী আরবের সকল মসজিদে তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠানের জন্য রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়।[১৫]

তাঁর ছালাতে জানাযা পরদিন ১১ই জানুয়ারী ২০০১ইং আছরের ছালাতের পর মাসজিদুল হারামের বিশাল আঙিনায় কা'বা-র ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুবাইলের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাযার হাযার গুণগ্রাহী, শুভাকংখী ও ছাত্রবৃন্দ সমবেত হন। এছাড়া সরকারী নেতৃবৃন্দ যেমন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ বিন আব্দুল আযীয, ষ্ট্রাটেজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান মামদূহ বিন আব্দুল আযীয, আল-ক্বাছীমের মেয়র ফয়ছল বিন বানদার বিন আব্দুল আযীয, জেদ্দা শহরের প্রশাসক **মাশ'আল** বিন মাজিদ বিন আব্দুল আযীয এবং খ্যাতনামা **ওলামায়ে কেরাম**, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ ও সামরিক **কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত** ছিলেন। তাঁর জানাযায় ৫ লক্ষাধিক **মুছল্লী অংশগ্রহণ** করেন বলে অনুমান করা হয়। পরিশেষে **মক্কার** "العدل" নামক কবরস্থানে তাঁর শিক্ষক শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বাযের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৬]

উত্তরাধিকারী বৃন্দঃ

শায়খ উছাইমীন মৃত্যুকালে ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা রেখে যান। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে আব্দুল্লাহ *(মালিক সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত)*, নক্বীব ইবরাহীম *(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুল আযীয *(ক্বাছীম প্রদেশের বুকাইরিয়া পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুর রহমান *(ক্বাছীমের সরকারী কারিগরী ইনষ্টিটিউটে কর্মরত)*, নক্বীব আব্দুর রহীম *(ক্বাছীম-এর সঊদী এয়ারপোর্টে কর্মরত)*।

রিয়াদের মালিক সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়্যারম্যান ডঃ আব্দুল্লাহ শায়খ উছাইমীনের সহোদর ভাই। যিনি সঊদী আরবের মজলিসে শূরার সদস্য এবং বাদশাহ ফয়ছল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তাঁর অপর ভাই শায়খ আব্দুর রহমান, যিনি মালিক আব্দুল আযীয বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের প্রধান। তাঁর একমাত্র বোন চাচাতো ভাই শায়খ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান বিন উছাইমীনের স্ত্রী।[১৭]

মৃত্যু পূর্বকালীন অছিয়তঃ

শায়খ ইবনুল উছাইমীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে মৃত্যুপূর্ব কালীন যে শেষ অছিয়ত করে যান, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ[১৮]

১৫. *আর-রিবাত্ব, পৃঃ ১৯।*
১৬. *পূর্বোক্ত।*
১৭. *আর-রিবাত্ব।*
১৮. *আদ-দা'ওয়াহ, পৃঃ ১৭।*

তিনি বলেন, (১) মুসলমান হিসাবে প্রত্যেকেরই উচিত, তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্র পরিচিতি পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ থেকে জেনে নেওয়া ও তার প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত এবং তাঁর মহত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখা। মুসলমান হিসাবে সবচেয়ে যরূরী বিষয় হ'ল নিজেদের অন্তরে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অন্য কারও মহব্বত স্থান না দেওয়া।

(২) মুসলমানদের উচিত প্রত্যেক সৃষ্টির উপর আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ছাঃ)-কে অগ্রাধিকার দেওয়া। তাঁর কথা-বার্তা, ক্রিয়াকলাপ ও মৌন সম্মতিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা-কর্ম ও ক্রিয়াকলাপের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। সাথে সাথে তাদের উচিত তাদের পথ প্রদর্শক শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাত তথা আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর বিরুদ্ধাচারণ কারীদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

(৩) পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে বেশী আকৃষ্ট না থেকে মহান আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার জন্য নিয়মিত ইশরাক্বের ছালাত, ক্বিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদের ছালাত এবং রাতের শেষ ছালাত বিতরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া। কেননা ক্বিয়ামুল লায়ল হ'ল দো'আ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়। তাছাড়া তিনি প্রতিদিন সকালে ১০০ বার "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شيئ قدير" দো'আটি এবং সকাল-সন্ধ্যায় অন্যান্য দো'আগুলি নিয়মিত পাঠ করার অছিয়ত করে যান।

(৪) তিনি বলেন, (ক) ইল্ম অর্জনের পথে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন হিফয করতে হবে। সাথে সাথে তার অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যথাযথভাবে তার উপরে আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

(খ) ছহীহ হাদীছ থেকে সাধ্যমত মুখস্ত করার চেষ্টা করতে হবে এবং তার শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

(গ) দ্বীনী ইল্ম অর্জনের পথে শিক্ষক এবং অপরাপর ভাই ও প্রিয়জনদের সাথে সদ্ভাব দৃঢ় করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী শোকের ছায়াঃ

নশ্বর এই পৃথিবীতে জন্ম নিলে মৃত্যু অবধারিত হলেও জ্ঞানের কোন মৃত্যু নেই। তবুও শায়খের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে হলেও জ্ঞান সাগরের স্রোতের গতি যেন শ্লথ হয়ে পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর ভক্তবৃন্দ প্রিয়জন হারানোর বেদনায় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দের যেসব শোকবার্তা প্রকাশিত হয়েছে তার কিছু কিছু নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

(১) সঊদী আরবের খ্যাতনামা বিদ্বান **শায়খ ডঃ ছালিহ বিন গানিম আস-সাদলান** বলেন, বিশ্ব বরেণ্য নেতা শায়খ উছাইমীনের মৃত্যু আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে গভীর হতাশা এবং ক্ষতিতে নিমজ্জিত করেছে। তিনি তাঁর ফাৎওয়া সমূহে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল পেশ করে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

ইল্‌মের খেদমত ও তার প্রসারে ব্যয় করেন। তিনি ছাত্রদের নিকট সঠিক পথের অনুসারী, মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী এবং আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দাতা হিসাবে আদর্শ স্থানীয় হিসাবে পরিণত হয়েছিলেন। আমরা এই প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন, তাঁর মর্যাদাকে সুমন্নত করেন এবং তাঁর জ্ঞান দ্বারা যেন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন। বিশেষ করে তাঁর লেখনী, দরস এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সমূহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যেন যথাযথ উপকার পায়। তিনি এমনই এক সঞ্চিত সম্পদ ছিলেন যার প্রতি আগ্রহী হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকটে এই দো'আ করি যেন তাঁর ইলমী খেদমত তাঁর মীযানে সংযুক্ত হয় এবং তাঁর মর্যাদাকে আরো উচ্চস্তরে উন্নীত করে।[১৯]

(২) অন্যতম খ্যাতিমান বিদ্বান **শায়খ দাউদ আল-'আস'উসী** বলেন, শায়খ জ্ঞানের এমনই এক বারিধারা স্বরূপ ছিলেন যে, তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই যেন উপকারিতার নহর বয়ে যেত। সত্যিই তাঁর মৃত্যুতে আমরা যেন জ্ঞানের সেই বৃষ্টিধারাকে হারিয়ে ফেললাম।[২০]

(৩) কুয়েতের বিখ্যাত আলেম **শায়খ আবদুর রহমান আবদুল খালেক্** বলেন, আমি তাঁকে আখেরাতের একজন আলেম হিসাবে দেখেছি। তাঁর মৃত্যুর ফলে সালাফে ছালেহীনের শেষ দেউটি যেন নিভে গেল'

(৪) ভারতের খ্যাতনামা আলেম মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর সাবেক আমীর **শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী** তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, শায়খ উছাইমীন ইলমের এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ ছিলেন যার বিকীর্ণ আলোকরেখা সর্বদা হেদায়াতের বিকশিত রাস্তায় পথপ্রদর্শন করত। তিনি বলেন, তিনি জ্ঞানের এমনই বিরল প্রতিভাধর আলিম ছিলেন যে, তা পরিমাপ করার মত মানুষ সমকালীন বিশ্বে খুব কম সংখ্যকই আছেন।[২১]

(৫) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সঊদী আরবের মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খ-এর নিকট প্রেরিত এক বার্তায় বলেন, রাজকীয় মেহমান হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে গত বছর ২০০০ সালে হজ্জের সময় নির্ধারিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের বক্তৃতায়, প্রশ্নোত্তরে এবং শায়খের তাঁবুতে গিয়ে মুখোমুখি আলোচনায় তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও সরলতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই সাথে বর্তমানে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন বাতিল আক্বীদা বিষয়ে শায়খের হুঁশিয়ারী এবং এ সবের প্রতিরোধ ও ছহীহ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে হক্বপন্থী ওলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর আন্তরিক আহ্বান আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি'।

(৬) পাকিস্তানের মারকায দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদের আমীর **প্রফেসর হাফেয মুহাম্মাদ সাঈদ** বলেন, শায়খ উছাইমীন হাতে গণা সেই দুর্লভ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি ইলমী ও সামাজিক খিদমতে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি কাশ্মীরের মযলূম মুসলমানদের স্বার্থে সদা সোচ্চার ছিলেন'।[২২]

তাঁর মৃত্যুতে আরো যারা শোকবার্তা প্রেরণ করেন তাঁরা হ'লেন মসজিদুল হারামের খত্বীব আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আযীয আস-সুদাইস, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদীর ডঃ ছালেহ বিন আব্দুল্লাহ আল 'আবূদ, هيئة كبار العلماء-এর সদস্য শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, কুয়েতের جمعية إحياء التراث الإسلامي-এর ফৎওয়া বোর্ডের সদস্য শায়খ নাযিম আল-মিসবাহ, মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা উসতায শায়খুল জামে'আহ সৈয়দ মুহাম্মাদ ত্বানত্বাভী ও মুদীর শায়খ আহমাদ উমার হাশেম প্রমুখ।[২৩]

যবনিকাঃ

জনৈক কবি সত্যই বলেছেনঃ

الارض تحي إذا ما عاش عالمها +

متي يمت عالم منها يمت طرف

كالأرض تحي إذا ما الغيث حل بها +

وإن أبي عاد في أكنافها التلف

'পৃথিবী নিরাপদে থাকে যতক্ষণ তার উপর জ্ঞানী ব্যক্তির পদচারণা থাকে। আর যখন জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তখন সে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে'।

'যেমন একটি শুষ্ক মৃতপ্রায় ভূমিতে যখন বৃষ্টি পতিত হয়, তখন সে জীবিত হয়ে প্রাণের ধারক হয়ে যায়। আর যখন এর বিপরীত ঘটে, তখন তার পরতে পরতে ধ্বংসের বিস্তৃতি ঘটে।'

সত্যিই এই ধূলিধরায় প্রকৃত ইলমের বারিধারা স্বরূপ ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)। তিনি এ জগতে আর নেই। তবুও আমরা কামনা করব তাঁর ইলমী সুধারসে সিক্ত হয়ে যেন আমরা মহান আল্লাহ অর্পিত দ্বায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন করতে পারি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন বিদ্বানের সাম্প্রতিক মৃত্যু বরণের পরও তাঁদের রেখে যাওয়া ইলমী ভান্ডারের মাধ্যমে তাঁদের হারানোর ক্ষতিকে পুষিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র অহি-র ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সমুন্নত করার তাওফীক এনায়েত করেন। আমীন!

---

১৯. আল-ফুরক্বান ১৩০তম সংখ্যা, পৃঃ ৩।
২০. প্রাগুক্ত। ২১. প্রাগুক্ত।
২২. রিবাত্ব ৪৯ সংখ্যা পৃঃ ১৬। ২৩. প্রাগুক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয়

*-শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

(২য় কিস্তি)

সাম্প্রতিক কালের পাকিস্তান এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সাদা আদমীদের একচেটিয়া Nuclear Club- এ পাকিস্তান জোর করেই ঢুকেছে। একদা যুলফিকার আলী ভুট্টো মরিয়া হয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান আণবিক বোমা বানাবেই। সেজন্যে দরকার হ'লে পাকিস্তানের জনগণ ঘাস খেয়ে থাকবে'। ইতিহাস সাক্ষী, সে দেশের জনগণকে ঘাস খেয়ে থাকতে হয়নি, তবে প্রেসিডেন্ট জেনারেল যিয়াউল হককে শহীদ হ'তে হয়েছে। ষোলটি এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের দাম নিয়েও প্রবঞ্চক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে বিমান আজ অবধি সরবরাহ করেনি। উপরন্তু পাকিস্তান যেন আণবিক পরীক্ষা না চালায় সেজন্যে বিল ক্লিনটন প্রথমে ধমক দিয়েছেন নওয়াজ শরীফকে। তাতেও কাজ না হ'লে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়েছেন। কিন্তু অবিচল পাকিস্তান একটা নয়, দু'দিনে পরপর পাঁচটি বোমা ফাটিয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের আণবিক শক্তিধর দেশগুলোর কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা কারো দয়ার দান ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, পুঁজিবাদী বিশ্ব দরিদ্র দেশগুলোকে, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে কখনই সত্যিকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্যে Big Push করার মত মদদ জোগায়নি, কখনই তাদের কাছে সর্বাধুনিক ও স্পর্শকাতর প্রযুক্তি হস্তান্তর করেনি।

পুঁজিবাদী বিশ্বের শোষণ ও আধিপত্যবাদ বজায় রাখার অন্যতম হাতিয়ারই হ'ল ক্রমাগত গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রাখা। এতে একদিকে জীবন-যাপনের, ভোগ-বিলাসের উপকরণ যেমন বাড়ে, অন্যদিকে পূর্বের ব্যবহৃত সামগ্রী বা কৌশল অচল বা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ফলে বাজার দখলসহ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ দুই-ই এক সাথে চলতে থাকে। ছোট একটা উদাহরণ দেয়া যাক। সাদা-কালো টেলিভিশনই এক সময়ে ছিল মানুষের কাছে চমক লাগানোর মত উপকরণ। কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে আজ সেখানে ঠাঁই করে নিয়েছে রঙীন টেলিভিশন। এখন আর বাজারে সাদা-কালো টেলিভিশন মেরামত করার পর্যন্ত সুযোগ নেই। কারণ এর সকল যন্ত্রাংশ আর পাওয়া যায় না। তৈরি হয় না। বাধ্য হয়েই আগ্রহী দর্শককে আবার রঙীন টেলিভিশন কিনতে হয়। একইভাবে ত্রিশ বছর আগে বসানো মিল-কারখানার স্পেয়ার পার্টস এখন দুর্লভ। কারণ মডেল বদলে গেছে। এভাবেই প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'ইউনাইটেড নেশন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে'র (UNDP) ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বের মোট গবেষণাকর্মের ৮৪% শতাংশই সম্পন্ন হয়েছে শীর্ষ দশটি পুঁজিবাদী দেশে।

বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যাহতভাবে লুটে নিচ্ছে উন্নত দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা। মাছ, কাঠ, তেল, গ্যাস, লোহা, কয়লা, ফসফেট, টিন, ইউরেনিয়াম, সোনা, হীরা কোন কিছুই তাদের লোভের নাগালের বাইরে নয়। সব কিছুতেই তারা ছলে-বলে-কৌশলে ভাগ বসাচ্ছে অবিরত। তাদের দৃষ্টি শকুনের মত, ক্ষমতা সিংহের মত, ক্রূরতা শ্বাপদের মত। তৃতীয় বিশ্বের যেখানে যত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সবই তাদের চাই। এসব দেশের সম্পদ উন্নয়নের নামে এরা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে আপাতঃমধুর বা নিরীহদর্শন চুক্তির মাধ্যমে। শেষাবধি তা হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট দেশের জন্যে গলার ফাঁস। ইরান, ইন্দোনেশিয়া, সউদী আরব, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, তানজানিয়া, ভেনিজুয়েলা, পেরু, বলিভিয়া, বাংলাদেশ সর্বত্রই এদের অবাধ বিচরণ। সর্বত্রই এরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে সম্পদের খোঁজে এবং পেয়ে গেলে তা তারা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে নামমাত্র মূল্যে বা তা থেকে লুটে নেয় অবিশ্বাস্য রকম বড় ধরনের মুনাফা। বাংলাদেশে গ্যাস সম্পদ আহরণ বা ইন্দোনেশিয়ার খনি হ'তে সোনা উত্তোলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বজায় রাখার আরেক পুঁজিবাদী কৌশল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বে যেন জনসংখ্যা বাড়তে না পারে সেজন্যে পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে খ্রিষ্টীয় জগত অনেক আগে থেকেই সতর্ক। এ কাজে সবসময় মদদ যুগিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নেপথ্যে অর্থ যুগিয়েছে ইহুদী ধনকুবেররা। জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠানকে সামনে রেখেই তারা একাজ করে চলেছে। মার্কিন নেতারা ভালভাবেই জানেন ইরান বা গণচীনের মত অনেক দেশেই তারা সরাসরি প্রবেশাধিকার পাবে না, কিন্তু জাতিসংঘের দূতকে তারা ফিরিয়ে দেবে না। তাই আজ হ'তে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগেই গঠিত হয় United Nation Fund of Population Activities *(UNFPA)*। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গদের তথা খ্রীষ্টানদের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং বাদামী ও কালো লোকদের একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলা। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন এনজিওরাও। ল্যাটিন আমেরিকার খ্রিস্টানপ্রধান দেশগুলোর চাইতে এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিমপ্রধান দেশগুলোই এদের কার্যক্রমের প্রধান টার্গেট। এ কাজের প্রথম পর্বের শুরুটা হয়েছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের নির্দেশে জেনারেল উইলিয়াম এইচ ড্র্যাপারের নেতৃত্বে গঠিত ড্র্যাপার

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

কমিশনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এই ড্র্যাপারকেই *UNFPA* -এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হাল আমলে একে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে *CNN*-এর মালিক ধনকুবের টেড টার্নার। তার প্রতিশ্রুত ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বর্তমান বাজার মূল্যে পাঁচ হাযার চারশত কোটি টাকা) ব্যবহারের জন্যে গঠিত হয়েছে UN International Partnership Trust Fund যার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হ'ল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা। একই উদ্দেশ্যে মাঠে নেমেছে USAID তার বৃহৎ বাজেট নিয়ে।

পুঁজিবাদী বিশ্ব সুকৌশলে শুষে নিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের প্রাণশক্তি। দরিদ্র দেশের মেধাবী বা উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন টগবগে তরুণ-তরুণীদের তারা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মেধা পাচার বা Brain Drain এই অপকীর্তির অপর নাম। যে ছেলেটি বাংলাদেশ বা মিসর, ভিয়েতনাম বা উগাণ্ডায় গবেষণা করতে আদৌ উৎসাহবোধ করে না, সেই ছেলেই উদয়াস্ত শ্রম দিচ্ছে মার্কিন বা সুইডিস, কানাডীয় বা জার্মান ল্যাবরেটরিতে। এর হেতু কি? সারা দিনের প্রাণপাত পরিশ্রমের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরে সে আবার পরের দিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। এত কিছুর পরেও সে কিন্তু ঐসব দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমান গুরুত্ব বা সামাজিক মর্যাদা পায় না। তবুও কিছু আর্থিক সুবিধা ও জীবন যাপনের জৌলুসের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের লাগামহীন জীবন তার কাছে হয়ে থাকে পরম আকর্ষণীয়। স্বদেশের দারিদ্র্য, আইন-শৃংখলার সমস্যা, জীবন যাপনের সংগ্রাম তাকে দেশবিমুখ করে তোলে। পাশ্চাত্য এই সুযোগটাই গ্রহণ করে।

ধুরন্ধর পশ্চিমা সমাজপতিরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অস্থিরতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে নারীর ক্ষমতায়নের নামে। কায়রোতে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলন, বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলন সবই একই উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, আর তা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণের দোহাই পেড়ে তৃতীয় বিশ্বের জনশক্তিকে তাদের পরিকল্পিত সীমার মধ্যে আটকে রাখা। নারীর ক্ষমতায়নের নামে পরিবারে অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি এবং বিবাহবহির্ভূত সন্তান জন্মদানকে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ ও পরিবারের সর্বনাশের মাত্রাটি পুরা করা। পাশ্চাত্যে আজ আর ঘর বাঁধছেনা নর-নারী; বরং ঘর ভাঙছে। এরই পুনরাবৃত্তি তারা দেখতে চাইছে মুসলিম দেশগুলোতেও। এর বিষময় পরিণাম কিশোর অপরাধ, ব্যাপক মানসিক বৈকল্য, ক্রমবর্ধমান সামাজিক অপরাধ এবং নিদারুণ হতাশা ও বার্ধক্যে অকল্পনীয় দুঃসহ অবস্থা তৃতীয় বিশ্বকে বিষবাষ্পের মত গ্রাস করতে চাইছে।

স্বল্প উন্নত বিশ্বে দীর্ঘমেয়াদী শোষণকে গভীর করতে হাল আমলে উন্নত বিশ্বের ব্যবহৃত কৌশলসমূহের অন্যতম হচ্ছে এনজিও গঠন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে এনজিও। এর অধিকাংশই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট, কতকগুলো আবার সরাসরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ও খ্রীষ্টিয় নানা সংস্থার অর্থেই পরিচালিত হচ্ছে। এসব এনজিওর কর্মকর্তাদের আয়েশী জীবনযাপন, ধর্মহীনতা এবং ইসলাম বিরোধিতা আজ আর কোন গোপন ব্যাপার নয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় নির্বাচনে এরাই নির্ধারণ করে দেয় কোন দল ক্ষমতাসীন হবে। এদের অর্থ ও কর্মকৌশল পরিচালিত হয় নারীর ক্ষমতায়নের নামে। যার ফলে সংসারে সৃষ্টি হয় অশান্তি এবং পরিণামে ভাঙ্গন। এনজিও পরিচালিত কর্মসূচীতে মানুষ বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তার জীবন প্রদীপ নিভে যাচ্ছে না, কিন্তু সে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন মানুষের মত বাঁচতেও পারছে না। গ্রামের গন্ডী ছেড়ে সে শহরেও আসতে পারছে না। এনজিওদের কর্মকৌশলে তার গ্রাহকদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঋণ শোধ করতে গিয়ে সে প্রায়শঃ বিপাকে পড়ছে। এনজিও কর্মীরা খাতকের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে, হালের গরু বেচে দিচ্ছে, এমনকি পরনের শাড়ি পর্যন্ত খুলে নিচ্ছে। এই অসম্মান সইতে না পেরে অনেক মহিলার আত্মহত্যার খবরও এ দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে দেখা যাচ্ছে হরহামেশাই। অপরদিকে প্রাপ্ত সুদের বদৌলতে এনজিও কর্মকর্তারা গাড়ি হাঁকাচ্ছে, এয়ারকণ্ডিশান রুমে দিন গুজরান করছে। নিঃসম্বল মানুষের কথা শোনাবার দোহাই পেড়ে বছরে কয়েক দফা বিদেশ সফরে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী কৌশলসমূহের মধ্যে অপর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হ'ল তথ্য বিকৃতি ও তথ্য সন্ত্রাস। এর আবার দু'টো বাহক রয়েছে- একটি প্রিন্ট মিডিয়া, অপরটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষতঃ মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা ও অনুগৃহীতের মনোভাব সৃষ্টির জন্যে তারা সুকৌশলে এই মাধ্যম দু'টিকে ব্যবহার করে আসছে। প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও খবরের কাগজের জগৎকে এরা নিয়ন্ত্রণ করছে। যেসব তথ্য ও সংবাদ তারা প্রচার করতে চায় শুধু তাই-ই প্রচারিত হয়। যা তারা চায় না তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক তা প্রচারিত হয় না। সবচেয়ে ভয়ংকর হ'ল এরা অর্ধসত্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে সত্যের মত করে সাজিয়ে প্রকাশ করে জনগণকে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের চাপিয়ে দেওয়া বর্বরতার খবর, মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা বাস্তবায়নের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের খবর পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। মুসলমানদের মুসলিম পরিচিতি পর্যন্ত মুছে ফেলার জন্যে এরা ফিলিপাইনের মুসলমানদের 'মরো', বার্মার মুসলমানদের 'রোহিংগা' এবং চীনের মুসলমানদের 'উইঘুর' ও 'হুই' নামে অভিহিত করে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার মালুকুতে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যাকে এরাই জাতিগত দাঙ্গা বলে প্রকৃত সত্য চাপা দেয়। ভারতে প্রতি বছর শত শত দাঙ্গায় হাযার হাযার মুসলিম নিহত হ'লে, মহিলারা ধর্ষিতা হ'লে এরা নিশ্চুপ থাকে। অথচ বাংলাদেশে ডাকাতের হাতেই

http://islaminonesite.wordpress.com

একজন হিন্দু নিহত হ'লে সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন বলে এরাই পরিত্রাহি চীৎকার জুড়ে দেয়। কাশ্মীর, মিন্দানাও, চেচনিয়া, কসোভা, আলবেনিয়া, বসনিয়া, ইরিত্রিয়ার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের কাছে চরম সন্ত্রাস। ভারতের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণকে তারা প্রকারান্তরে স্বাগত জানিয়েছে। বিপরীতে পাকিস্তানের একই বোমা পরীক্ষাকে 'ইসলামিক বোমা' নাম দিয়ে কল্পিত ভয়াবহ চিত্র এঁকেছে পাশ্চাত্যের তাবৎ পত্র-পত্রিকা। টাইমস, নিউজ উইক, হেরাল্ড ট্রিবিউন, ডেইলী টেলিগ্রাফ, লা মন্ড, নিউইর্য়ক টাইমস, রিডার্স ডাইজেস্ট প্রভৃতি সকল পত্রিকা ও সাময়িকী এসব ক্ষেত্রে একই সুরে পোঁ ধরতে অভ্যস্ত।

ইসলামকে নিয়ে পাশ্চাত্যের মিডিয়া জগতের চরম নাজুক ও নাজেহাল অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী প্রফেসর এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর Covering Islam বইয়ে। তাঁর কথায়- "The main difficulty with Islam for the Western media, however, was that unlike India or China, it had never been pacified or defeated". অর্থাৎ ইসলামের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের মিডিয়া জগতের প্রধান সমস্যা হ'ল ভারত বা চীনের মত, ইসলামকে না কখনও শান্ত করা গেছে, না পরাভব স্বীকার করানো গেছে। এজন্যেই পাশ্চাত্য তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইসলামের বিরুদ্ধে সাঁড়াশী আক্রমণে নেমেছে। তার ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার চেয়েও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এই মিডিয়ার বদৌলতেই সারা বিশ্বে শ্বেত সন্ত্রাসের মতো তথ্য সন্ত্রাস আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। বেতার, টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট সিস্টেম। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য আজ বিশ্বময় কুৎসিৎ পর্ণোগ্রাফির সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে। ভিডিও গেমের মাধ্যমে শেষ অবধি মার্কিনীরাই অথবা আরও একটু বেশী করে বললে সাদা চামড়ার লোকেরাই সব সমস্যার সমাধান করে, সব যুদ্ধে জয়ী হয় এই তথ্য ও বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে কোটি কোটি শিশু-কিশোরের মনে-মস্তিষ্কে। এদের কাছে বারবণিতাতুল্য ডায়ানার মৃত্যু সংবাদ দিনভর সচিত্র প্রতিবেদনের দাবী রাখে। কারণ তাকে নিয়ে ব্যবসা হয়। অথচ নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদার তেরেসার মৃত্যু ও তাঁর আজীবন মানবসেবা মাত্র কয়েক মিনিটের কভারেজ পায়। বসনিয়া-হারজেগোভিনায় নির্বিচারে মুসলিম শিশু-কিশোর-নারী নিধন এদের ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কয়েক সেকেণ্ডের খবর। অথচ সুদানের ওপর, আফগানিস্তানের ওপর, ফিলিস্তীনের শাবরা-শাতিলার উপর এদেরই নির্বিচারে বেপরোয়া ও নৃশংস বিমান হামলা দিনব্যাপী খবরের গুরুত্ব পায়। এভাবে এরা গোটা বিশ্বে এদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তুলে ধরে আর আগামী দিনের প্রজন্মকে ভয় দেখায়; দাবিয়ে রাখে মনের দিক থেকে, বিশ্বাসের দিক থেকে, সাহসের দিক থেকে।

তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষতঃ মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদকে অস্থিতিশীল করে রাখতে এরা সদা তৎপর। এজন্যে এরা নানা কৌশল ব্যবহার করে থাকে। কোথাওবা এদের এজেন্টদের দিয়ে অযৌক্তিক বা মুখরোচক দাবী তুলে জনগণকে উত্তেজিত করে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে। কোথাওবা এরা শেয়ার বাজারে ধস নামায় এদেরই আজ্ঞাবহ কর্পোরেট ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। আবার কোথাও বা মৌলবাদ বা ফান্ডামেন্টালিজমের জিগির তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে, ইসলামপ্রিয় ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের মধ্যে। সামাজিক ভারসাম্য বা স্থিতিশীল অবস্থা এদের বড়ই অপসন্দ। বাংলাদেশে মৌলবাদের পাশাপাশি এরা নতুন জিগির তুলেছে ফতোয়াবাজির। পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থে পরিচালিত এনজিও গোষ্ঠীই এই অপকর্মের হোতা। আফসোস, এদের তথাকথিত ফতোয়াবাজি কোথাও তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে এলাকাতে অসন্তোষ বা বিভ্রান্তি জিইয়ে রাখতে সমর্থ হয়- এটাই এদের বড় সাফল্য। ইসলামী দুনিয়ার প্রতি পুঁজিবাদী বিশ্বের বিশেষভাবে সতর্ক ও সদাজাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের জন্যে জানকুরবান নেতা-কর্মীদের এরা সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অবিরত। ইখওয়ানুল মুসলেমীন (মিসর) হ'তে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (আলজেরিয়া), হামাস (ফিলিস্তীন) ও তালিবান (আফগানিস্তান), নুর মিসুয়ারী (ফিলিপাইন), মরো মুসলিম নেতা হ'তে হাসানুল বান্না, ওমর তিলমিসানি (মিসর), আসলান মাসখাদভ (চেচনিয়া), ওসামা বিন লাদেন, শায়খ আব্দুল্লাহ ইয়াসীন (মিসর)* সকলেই এদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা প্রচেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণ, আটলান্টিক মহাসাগরে বিমান বিধ্বংস সকল কাজের জন্যে প্রথমেই দায়ী করা হচ্ছে মুসলমানদের। ব্যতিক্রমহীনভাবে এদেশেও শহীদ মিনারের ফলক উপড়ে নেওয়া, সরকারী দল বা বামফ্রন্ট নেতা-কর্মীদের হত্যা বা হত্যার মত ঘৃণ্য অপচেষ্টা হ'লে সকল ক্ষেত্রেই সবার আগে ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদেরকেই দায়ী করে জিগির তোলা হয়, তাদের ফাঁসি দাবী করা হয়।

ইসলামী সন্ত্রাসের নাম দিয়ে মার্কিনীদের প্রচারণা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য বরং বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত তার মাত্র একটা নমুনা তুলে ধরাই যথেষ্ট হবে। সম্প্রতি *Arab American News* -এ জেমস জগবি রচিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৮২ হ'তে ১৯৯৬ পর্যন্ত ১৪ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ডকৃত ১৭৫ টি সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে ৭৭টির জন্যে দায়ী পুয়ের্টো রিকোর লোকেরা, ৩১টির জন্যে পরিবেশবাদীরা, ২৩টি সংঘটিত হয়েছে বামপন্থী সংগঠনগুলোর দ্বারা, ১৮টি চরমপন্থী ইহুদীদের দ্বারা, ১২টি ক্যাস্ট্রোবিরোধী কিউবানদের দ্বারা এবং ১১টি জাপানী, মেক্সিকান ও অন্যান্যদের দ্বারা। এর বিপরীতে মাত্র ৩টি ঘটনা আরব মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। এই উদাহরণ থেকেই প্রকৃত সত্য গোপন করে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার মার্কিনী চক্রান্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ এ দেশেই প্রফেসর ইসমাঈল রাযী আল-ফারূকীর মতো বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী ডঃ লৌইস লামিয়া আল-ফারূকীকে তাঁদের বাড়ীতেই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে মার্কিন সন্ত্রাসীরা। কিন্তু মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও সভ্যতার দাবীদার মার্কিনীদের আদালতে আজ অবধি এ

* অন্ধ নেতা ইস্তেফাদা আমেরিকা থেকে মুক্তি পেয়ে বর্তমানে জর্ডানে রাজকীয় চিকিৎসাধীনে আছেন

http://islaminonesite.wordpress.com

পরলে এদের কাছে তা হয় খুবই পূত-পবিত্রতা ও সৌম্য-দর্শনের প্রতীক। অথচ সেই একই পোষাক যখন পরেন ইমাম-ওলামা-ওস্তাদরা তখন তা বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয় পুঁজিবাদের এই সব স্তাবক ও বশংবদদের কাছে। ইসলাম বিদ্বেষের পাশাপাশি মানষিক মূঢ়তা কোন পর্যায়ে পৌছলে এমন হওয়া সম্ভব তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়।

পশ্চিমা তথা পুঁজিবাদী বিশ্ব এক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও গভীর দূরভিসন্ধি নিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে সুকৌশলে ইসলামী শিক্ষার চর্চা ও ঈমানের দাবী অনুসারে জীবনাচরণের বিরোধিতা করে আসছে। সেক্যুলার শিক্ষার নামে আসলেই এরা মুসলিম বিশ্বে এক ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা চায়। যুব সমাজকে ইসলামবিমুখ করতে চায়, করতে চায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভ্রষ্ট চরিত্র, আখিরাতবিস্মৃত জড়বাদী জীবনের পূজারী। মজার ব্যাপার হ'ল, যে পশ্চিমা জগৎ গত এক শতাব্দী ধরে আমাদের ঘাড়ে সেক্যুলারিজম চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে আসছে, তাদের দেশেই আজ ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ও ইহুদী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত হ'তে শুরু করেছে। এ জন্যেই খোদ মার্কিন মুল্লুকে ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীরা কে কত বড় খ্রীষ্টান বা ইহুদী তা যাহিরের জোর প্রতিযোগিতা চলেছে। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী ভারতের স্কুলগুলোতে এখন রামায়ন-মহাভারত অবশ্য পাঠ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যে ব্লাসফেমী মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হ'লেও মুরতাদ বা মুসলমান নামধারীরা নবী, রাসূল (ছাঃ) ও ইসলাম নিয়ে কটুক্তি বা ব্যঙ্গরসাত্মক আলোচনা করলে এ গোষ্ঠী তাদের শুধু সমর্থন করেই ক্ষান্ত হয় না বরং বুকে টেনে নেয়। লাখ টাকার পুরষ্কার, সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী, এমনকি নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করে দেয়।

পুঁজিবাদী বিশ্বের কর্ণধাররা তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের যাদেরকে তাদের পাপেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে বলে মনে করে অথবা স্বেচ্ছায় তাদের গোলাম বনে যায়, তাদেরকে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা রাতারাতি সেলিব্রিটি বানিয়ে ফেলে। এজন্যেই রেজা শাহ পাহলভী, আনোয়ার সাদাত, হোসনী মোবারক, বাদশাহ হোসেন, সুলেমান ডেমিরেল, ইয়াসীর আরাফাত, মাহাথির মুহাম্মাদ এদের প্রিয়। কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেলে অথবা আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তাদের কেউ সম্বিত ফিরে পেয়ে আর ক্রীড়নক থাকতে না চাইলে তাকে কলার খোসার মতো ছুঁড়ে ফেলে। গায়ক ইউসুফ ইসলাম বা কবি আল-মাহমূদ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরই উল্টো পিঠে যারা দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাকামী, দেশপ্রেমিক ও কোটি কোটি মুসলিমের ভালবাসার পাত্র, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে খ্যাত তাদেরকে হয় চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে, নয়তো মৌলবাদী, উগ্র সন্ত্রাসী, মধ্যযুগীয় মানসিকতার লোক বলে নানাভাবে নানা প্রচারমাধ্যমে অহর্নিশ ঢক্কা নিনাদ করে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের পাতায় এর নজীর ভুরিভুরি।

[চলবে]

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

সঊদী আরবে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মাদ ইকবাল কায়লানী ছাহেবের উর্দূ ভাষায় রচিত 'তাফহীমুস্ সুন্নাহ' সিরিজের ৪র্থ নম্বর- 'কিতাবুছ্ ছালাত' অর্থাৎ ছহীহ্ হাদীছ ভিত্তিক ছালাতের নিয়মনীতি সম্পর্কীয় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বহু প্রতীক্ষার পর বের হয়েছে-

নামাযের মাসায়েল

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী, মানামা, বাহরাইন

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুনঃ

MAKTABA BAITUSSALAM
P.O. Box 16737
Riyadh 11474
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 4460129
Fax: 4462919
Mobile: 055440147
Pager: 115467369.

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাসিক 'আত-তাহ্‌রীক' ৪র্থ বর্ষের শেষ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০১ বর্ষসূচী সহ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সর্বমোট ৭২ পৃষ্ঠার মূল্য হবে ১২ টাকা। আপনার কপির জন্য আজই নিকটস্থ এজেন্টকে বলুন!

- সম্পাদক

http://islaminonesite.wordpress.com

নবীনদের পাতা

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী

-মুযাফ্ফর বিন মহসিন*

(২য় কিস্তি)

৩. ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

(ক) ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা সম্বন্ধে নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণীঃ

عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا –

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ করে না অর্থাৎ বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[২১]

উল্লেখ্য যে, তিরমিযীর বরাতে মিশকাতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের হাদীছটির সূত্র 'যঈফ'।[২২]

(খ) অন্য হাদীছে এসেছে-

عن جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ

متفق عليه–

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না'।[২৩]

(গ) সদা সত্য কথা বলা একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৭০)*। এছাড়া সূরা মুহাম্মাদ ২১ নং আয়াতেও এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) সদা সত্য কথা বলা এবং সত্যবাদীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দান করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِىْ إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا –

'নিশ্চয়ই সত্য সৎ কাজের পন্থা বাতলিয়ে দেয়। আর সৎ কাজ জান্নাতের পথ দেখায়। আর যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাকে সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপাচারের পন্থা বাতলিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাকে মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়'।[২৪]

(ঙ) সত্য কথা বলা সম্পর্কে অপর এক হাদীছে এসেছে-

قَالَ النبى صلى الله عليه وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتُمِنَ وَلْيَحْسُنْ جِوَارَمَنْ جَاوَرَهُ –

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার আন্তরিক কামনা করে অথবা এই কামনা-বাসনা করে যে, তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভালবাসবেন, সে যেন সদা সত্য কথা বলে, যদি আমানত রাখা হয় তাহ'লে যেন যথারীতি ফেরত দেয় এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে'।[২৫]

(চ) ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

---

* আলিম দ্বিতীয় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২১. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৬, সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহ আবুদাঊদ ৩/২১২ পৃঃ, হা/৪১৩৪ 'আদব' অধ্যায়।

২২. যঈফ সুনানে তিরমিযী, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ মাকতাব আল-ইসলামী, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯১ ইং/১৪১১ হিঃ), হা/৩২৬ পৃঃ ২১৮; আলবানী, যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৪৯৩৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯৭০ 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি' অনুচ্ছেদ।

২৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম ৪/১৮০৯ পৃঃ, হা/২৩১৯ রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২২৭; মিশকাত হা/৪৯৪৭ 'আদব' অধ্যায় 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি' অনুচ্ছেদ।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারী সহ ১০/৬২১ পৃঃ, হা/৬০৯৪; ছহীহ মুসলিম হা/২৬০৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫৪২; মিশকাত হা/৪৮২৪ 'জিহ্বার সংযম, গীবত ও গালমন্দ' অনুচ্ছেদ।

২৫. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত ৩/১৩৯১ পৃঃ, হা/৪৯৯০ 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি' অনুচ্ছেদ।

http://islaminonesite.wordpress.com

(ঙ) আল্লাহ মানুষকে সুস্থতা দান করে থাকেন। এই সুস্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার জন্য সেরূপ পন্থাও অবলম্বন করতে হবে। তার সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রবর্তী হ'তে হবে যেন সুস্থতা আমাদের ধোঁকায় না ফেলতে পারে-

عن ابن عباس قال قال رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ "اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ " رواه البخارى-

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি নে'মত বা অনুগ্রের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তা হ'ল সুস্থতা বা সুস্বাস্থ্য ও অবসর'।[৩১]

৫. নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

(ক) যেকোন উত্তম কাজ নিয়মিত করা বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عن مَسْرُوْقٍ قال سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ إِلى رَسُوْلِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلدَّائِمُ" متفق عليه-

হযরত মাসরূক্ব (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কোন কাজ সর্বাধিক প্রিয় ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, 'যেকোন আমল নিয়মিত করা'।[৩২]

(খ) আল্লাহ তা'আলা ইলম শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوْ الْاَلْبَابِ-

'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ رواه ابن ماجة-

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী)-এর উপর ফরয'।[৩৩]

(ঘ) অন্য হাদীছে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ" رواه البخارى-

হযরত ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে পবিত্র কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[৩৪]

(চ) ইলম অনুসন্ধানকারীদের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর উৎসাহ প্রদানঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ سَتَأْتِيْكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْنُوْهُمْ رواه ابن ماجة-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা ইলম অন্বেষণ করবে। তোমরা যখন তাদেরকে দেখবে তখন রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলে স্বাগত জানাবে এবং তাদের ইলম শিক্ষা দিবে'।[৩৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ইলমের দ্বারা তাকে জান্নাতের পথ সুগম করে দেন'।[৩৬]

---

৩১. *ছহীহ বুখারী ৪/২১৮ পৃঃ, হা/৬৪১২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; মিশকাত ৩/১৪২৭ পৃঃ, হা/৫১৫৫ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

৩২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী ১/৩৪৪ পৃঃ, হা/১১৩২; মিশকাত হা/১২০৭ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ।*

৩৩. *ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৯২ পৃঃ, হা/১৮৪, 'উলামাদের মর্যাদা ও ইলম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ, তাখরীজু ফিক্বহিস সীরাহ হা/৭১।*

৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারী সহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৯ ইং/১৪১০ হিঃ), ৯/৯১ পৃঃ হা/৫০২৭; মিশকাত হা/২১০৯ 'কুরআনের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

৩৫. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতু আহাদীছিছ ছাহীহা (বৈরুতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৯৮৫ ইং/১৪০৫ হিঃ), ১/৫০৩ পৃঃ, হা/২৮০; ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৯৮ পৃঃ, হা/২০৩ সনদ হাসান।*

৩৬ *ছহীহ মুসলিম, ছহীহ আবুদাঊদ ২/৪০৭ পৃঃ, হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/২০৪ ও ২১২ 'ইলম' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

৬. সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

(ক) সেবা-শুশ্রূষা করা সর্বোত্তম মানবীয় গুণসমূহের মধ্যে একটি। এ সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ، متفق عليه-

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমত বা সেবা করেছি'।[৩৭]

(খ) সেবা-শুশ্রূষা পাওয়ার যোগ্য এমন প্রতিবেশীকে সেবা না করলে পরকালে যে ভয়াবহ পরিণতি হবে সে সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا إِبْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ..... رواه مسلم-

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করনি। তখন সে (আদম সন্তান) বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কিভাবে সেবা-শুশ্রূষা করব অথচ তুমি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় আছে আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে, তাহ'লে তার নিকট আমাকে পেতে'।[৩৮]

(গ) একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিঃশর্তভাবে পরস্পরে ভালবাসার প্রতি হাদীছে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ" رواه مسلم-

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার সুমহান মর্যাদার খাতিরে পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছিল তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে এমন সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিব যেদিন আমার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না'।[৩৯]

(ঘ) অন্য হাদীছে পার্থিব জীবনের সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ" رواه مالك-

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরকে ভালবাসে, একমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই পরস্পরে কোন সমাবেশে উপস্থিত হয়, আমার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় পরস্পরে সাক্ষাত করে এবং আমার জন্যই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য আমার ভালবাসা অবধারিত'।[৪০]

(ঙ) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং ন্যায়-নিষ্ঠাবান নেতার আনুগত্য করা ফরয। এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হ'লঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

'হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের মধ্যে নেতা, তাদের। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, তাহ'লে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*।

[চলবে]

---

৩৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৩/১৬১৬ পৃঃ, হা/৫৮০১ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র ও আচরণসমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৩৮. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত ১/৪৮৪ পৃঃ, হা/১৫২৮ 'জানাযাহ' অধ্যায়, 'রোগীদের দেখাশুনা ও পীড়িত ব্যক্তির ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

৩৯. *ছহীহ মুসলিম ৪/১৯৮৮ পৃঃ, হা/২৫৬৬ 'আদব' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৭৭, পৃঃ ১৫৫; মিশকাত হা/৫০০৬ 'আল্লাহ্‌র জন্য ও আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।*

৪০. *মালেক, মুওয়াত্ত্বা ২/৯৫৩; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৫১০; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০১১।*

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছের গল্প

যমযম কূপ ও কা'বা ঘর নির্মাণের ঘটনা

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম*

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তাঁর মা হাযেরাকে নিয়ে বের হ'লেন। পথ চলতে চলতে অবশেষে মক্কায়, যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত তার এক উচ্চ জমিতে একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। সে সময় মক্কায় ছিল না কোন জন-মানব, ছিল না কোন পানির ব্যবস্থা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) একটি থলেতে কিছু খেজুর ও একটি মশকে সামান্য পানি সহ তাদেরকে সেখানে রেখে ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর মা পিছনে চলতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে ইবরাহীম! এই বিজন ভূমিতে আমাদের রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ, না আছে পানাহারের ব্যবস্থা'। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কথায় কান না দিয়ে চলতেই থাকলেন। অতঃপর হযরত হাযেরা জানতে চাইলেন, 'এ নির্বাসনের আদেশ কি পালনকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন হাযেরা বললেন, 'তাহ'লে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। তিনি ফিরে আসলেন। আর ইবরাহীম (আঃ) সামনে চলে এমন স্থানে পৌঁছলেন, যেখান থেকে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। সেসময় তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত তুলে এ দো'আ করলেন, 'প্রভু হে! আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রকে চাষাবাদহীন বিরান ভূমিতে তোমার সম্মানিত গৃহের সন্নিকটে রেখে গেলাম। যাতে তারা ছালাত আদায় করতে পারে। তুমি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর, যাতে তারা তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারে' *(ইবরাহীম ৩৭)*।

এ দো'আ করে ইবরাহীম (আঃ) চলে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর মা শিশুকে তার বুকের দুধ পান করাতেন আর নিজে মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে তার বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। তিনি পিপাসিত হ'লেন এবং শিশুপুত্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার দিকে তাকানো অসহনীয় হওয়ায় তিনি নিকটতম পাহাড় 'ছাফা'-এর উপরে উঠে কাউকে খুঁজতে লাগলেন। কাউকে না পেয়ে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠলেন। এভাবে একবার সন্তানের কাছে আবার 'ছাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে। সাতবার দৌড়ান। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'এজন্যই মানুষ হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সাঈ করে থাকে'। এরপর তিনি যখন 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে মনোযোগ দিয়ে শুনে বললেন, 'তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকলে আমাকে সাহায্য কর। অতঃপর তিনি সেখানে একজন ফেরেশতা দেখতে পেলেন। যিনি নিজের পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন, আর অমনি মাটি ফেটে পানি বের হ'তে লাগল। এ দৃশ্য দেখে হযরত হাযেরা (আঃ) আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে একে হাউজের ন্যায় করে দিলেন এবং কোষ দ্বারা মশকটি ভরে নিলেন। কিন্তু তখনও পানি উপচে উঠতে থাকল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন, তবে উহা একটি কূপ না হয়ে প্রবাহমান নদীতে পরিণত হ'ত'।

রাবী বলেন, ফেরেশতা তাকে (হাযেরা) বললেন, 'আপনার ভয় নাই। কারণ এখানেই রয়েছে আল্লাহ্র ঘর। এ শিশুটি এবং তার পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে'। এরপর হাযেরা এভাবেই এখানে দিনযাপন করতে থাকেন।

অতঃপর একসময় ইয়ামন দেশীয় 'জুরহুম' গোত্রের একদল লোক তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে এক ঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়তে দেখে পানির ধারণা করল এবং দু'জন লোক পাঠিয়ে পানির সন্ধান পেল। তারা সেখানে অবতরণ করল এবং হাযেরা-র কাছে সেখানে বসবাস করার অনুমতি চাইল। তখন হাযেরা বলেন, আপনারা বসবাস করতে পারেন, তবে পানির উপরে আপনাদের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না'। তারা তাতে রাযি হ'ল এবং তাদের পরিবার-পরিজন সহ সেখানে বসবাস করতে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ ঘটনা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাকে মানুষের সাহচর্যে থাকার সুযোগ করে দিল। ইসমাঈল (আঃ) ধীরে ধীরে বড় হ'তে লাগলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। ফলে তারা তাদেরই একটি মেয়ের সাথে ইসমাঈল (আঃ)-এর বিবাহ দিলেন। ইতিমধ্যে হাযেরা মারা গেলেন।

বেশ কিছু দিন পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় নির্বাসিত পরিজনের কথা মনে পড়লে তাদের দেখতে যান। কিন্তু তিনি ইসমাঈল (আঃ)-কে পেলেন না। তিনি ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রীকে সালাম দিয়ে তাদের অবস্থা জানতে চাইলেন। পুত্রবধূ বলল, তিনি জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানিতে আছি। একথা শুনে ইবরাহীম (আঃ) বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ী আসলে আমার সালাম দিয়ে তার ঘরের চৌকাঠ বদলিয়ে নিতে বলবে'।

এরপর যখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসলেন, তখন তার স্ত্রী সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার পিতা। তিনি তোমাকে পৃথক করে দেওয়ার কথা বলেছেন। তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। তিনি তাকে তালাক্ব দিয়ে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন।

কিছুদিন পর আবার ইবরাহীম (আঃ) তাদের দেখতে আসলেন। এবারেও তিনি পুত্রকে দেখতে পেলেন না। তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাপনের কথা জানতে চাইলে

* প্রভাষক, গাংনী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

বউমা তাদের স্বচ্ছলতার কথা বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। ইবরাহীম (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের প্রধান খাদ্য কি?' সে বলল, গোশত। তিনি আবার বললেন, 'তোমাদের পানীয় কি?' সে বলল, পানি। ইবরাহীম (আঃ) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন। রাবী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু পানি ও গোশত দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা উহাতে জীবন ধারণের সমস্ত উপাদান নাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, 'তোমার স্বামী ঘরে ফিরে আসলে তাকে আমার সালাম দিয়ে তার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখার কথা বলবে।'

অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসলে স্ত্রী তাকে একজন সুন্দর বৃদ্ধের আগমনের কথা বলে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। ইসমাঈল (আঃ) বললেন, ইনি আমার পিতা, আর তুমি আমার ঘরের চৌকাঠ। তিনি তোমাকে বহাল রাখার উপদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) বহুদিন পর এসে দেখেন তার পুত্র যমযম কূপের পাশে একটি গাছের নীচে বসে তীর মেরামত করছেন। পিতাকে দেখে তিনি যথাযথ সম্মান করলেন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন, 'হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে সহযোগিতা করবে?' ইসমাঈল (আঃ) সম্মতি জানালে বাপ-বেটা উক্ত জায়গায় ঘর তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আঃ) পাথর আনতেন, ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেওয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আঃ) মাক্বামে ইবরাহীম নামক পাথরটি আনলেন এবং যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম (আঃ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন যে,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে আপনার অনুগত এক উম্মত সৃষ্টি করুন। আমাদের দেখিয়ে দিন ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা করুন। আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু' (*বাক্বারাহ ১২৬-১২৯*)।

(ছহীহ বুখারী ২/৪৬০-৬৩ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ৬/৪৮৮ পৃঃ হা/৩৩৬৪ 'আম্বিয়া কিরামের ঘটনাবলী' অধ্যায়)

উপদেশঃ

১. আল্লাহ্‌র হুকুমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তার সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে স্ত্রী-পুত্র সহ সবকিছু ত্যাগ করতে হবে।
২. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে ও তার প্রশংসা করতে হবে।
৩. পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য দো'আ করতে হবে।
৪. সকল কাজে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।
৫. একক নয়; বরং যৌথ উদ্যোগে সামাজিক কাজ সম্পাদন করতে হবে।

চিকিৎসা জগৎ

কক্লিয়ার ইমপ্লান্টঃ সম্পূর্ণ বধিরতার অভিনব চিকিৎসা

*-ডাঃ মেজর মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম (অবঃ)**

যেকোন মানুষের কাছে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমন তাদের কাজও একে অপরের সঙ্গে একান্ত সম্পর্কযুক্ত। হাতের কাজ হাত করে, চোখের কাজ চোখ, তেমনি কানের কাজও কানই করে। সুতরাং এ সমস্ত অঙ্গের কার্যকরী ক্ষমতা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারও বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিস্থাপন অনেক অংশে সফলভাবে করে আসছেন এবং তাদের কার্যকরী ক্ষমতা সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছানোর অবিরাম চেষ্টা করে চলেছেন। যেমন হৃৎপিণ্ডের প্রতিস্থাপন, কিডনি বা লিভারের প্রতিস্থাপন ইত্যাদি। বর্তমানে শ্রবণশক্তি লোপ বা একেবারে হারিয়ে যাওয়া রোগীদের জন্য কানে শোনার যন্ত্র বা কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপনে তারা বিশেষ সাফল্য লাভে সমর্থ হয়েছেন। মূলতঃ আজকের আলোচনা কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট, যা কিনা একেবারে শ্রবণশক্তি হারিয়ে যাওয়া রোগীদের স্থাপন করে কাজ চালানোর মত শ্রবণশক্তি রোগীকে উপহার দেওয়া যায় তার উপরই। এতে করে শ্রবণশক্তি হারানো রোগীরা নতুন আশার আলোর সন্ধান যেমন পেয়েছে, তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও এর সাফল্যে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। এমনি এক সাফল্য নিয়ে আলাপ করেছিলাম হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল ও ম্যাসাসুসেটস্ ইয়ার এণ্ড আই ইনফারমারী ইএনটি বিভাগের প্রধান জোসেফ বি ন্যাডোল জুনিয়র ও আরেক বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ ডেনিস পোর সঙ্গে। আমেরিকার ম্যাসাসুসেটস্ অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বোস্টনে অবস্থিত পৃথিবীখ্যাত হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে প্রতি সপ্তাহে অত্যাধুনিক কানের অপারেশন ছাড়াও নাক, কান, গলার যাবতীয় চিকিৎসা আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খ্যাতিমান সার্জন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণে যাওয়ার। এই কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট তাদের কাছে একটি মামুলী চিকিৎসা মাত্র। বস্তুতঃ এই কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট অত্যন্ত সহজ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি অপারেশন। এতে জীবনের ঝুঁকি নেই বললেই চলে। কানের কোথাও অপারেশনের দাগও থাকে না।

কোন ধরনের রোগীর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রয়োজনঃ

কানের শ্রবণশক্তি লোপকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যেতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে যারা একেবারেই শোনে না তাদের এ চিকিৎসা বেশ কার্যকর। অর্থাৎ কানে শোনার যন্ত্র ব্যবহার করেও যাদের কোন শ্রবণশক্তির উন্নতিসাধন করা যায় না। এ ধরনের রোগীদেরকে সাধারণভাবে দু'ভাগে

* *এমবিবিএস, এফসিপিএস, এফআইসিএস, ভিজিটিং ফেলো, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল, ইউএসএ, সহযোগী অধ্যাপক, নাক, কান, গলা বিভাগ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন- কথা বলা শেখার পরে ও আগে। কথা বলা শেখার পরে আবার দু'রকম হ'তে পারে। যেমন- যৌবনপ্রাপ্তির আগে এবং যৌবনপ্রাপ্তির পরে। যৌবনপ্রাপ্তির পরের গ্রুপের রোগীরা সাধারণ শোনার ব্যাপারে তাদের কোন অসুবিধা ছিল না, তবে হঠাৎ করে কিংবা কোন কারণে শ্রবণশক্তি আর নেই। এ সমস্ত রোগীদের এই কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট স্থাপন করলে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ফল পাওয়া যায়। যা হোক, যে ধরনের রোগীকেই দেওয়া হোক না কেন, প্রত্যেক রোগীর বিভিন্ন ধরনের কানের পরীক্ষা করে সার্জনকে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, কোন ধরনের রোগী কতটুকু উপকার পাবে। এছাড়াও রোগীর রোগের যাবতীয় ও বিশদ ব্যাখ্যা ও ইতিহাস জানতে হবে। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, যারাই কানে কম শোনে তারা সব সময় মানসিক হীনমন্যতায় ভুগে। সুতরাং তাদের প্রতি সহানুভূতির হৃদয় নিয়ে গুরুত্বসহকারে পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় রোগীর বর্ণনা সে নিজে না দিতে পারলে তার অভিভাবকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। সমস্ত কিছু জানার পর কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট তার ব্যবহার এবং এর স্থাপনের পর কতটুকু উপকার পাবে সেটা রোগী ও রোগীর লোকদেরকে জানাতে হবে।

কক্লিয়ার ইমপ্লান্টের আবিষ্কারঃ

'কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট' একটি যন্ত্র, যার স্থাপনায় রোগীর হারানো শ্রবণশক্তি আবার সতেজ হয়ে ওঠে। কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সম্বন্ধে জানার আগে আমরা কিভাবে শুনতে পাই সেটা সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণা এভাবে আমরা পেতে পারি। আমাদের কানের তিনটি অংশ অর্থাৎ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণ আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। কিন্তু মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ বাইরে থেকে দেখা যায় না। কানের এ তিনটি অংশই শ্রবণ ক্ষমতার জন্য দায়ী।

এছাড়া মাথার খুলিও শ্রবণশক্তি যোগায়। সুতরাং কোন শব্দ কানের আশপাশে এলে তা কানের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং শোনার ব্যাপারে সহায়তা করে। এর মধ্যে কানের পর্দায় ছিদ্র হ'লে, মধ্যকর্ণের ভেতরের হাড় নষ্ট হ'লে এবং অন্তঃকর্ণের শ্রবণশক্তির স্নায়ুবিষয়ক কলা এবং তন্তু (হেয়ার সেল এবং নার্ভ ফাইবার) নষ্ট হ'লে শোনায় বিঘ্ন ঘটায়। কানের পর্দার ছিদ্র ও হাড়ের সংযোজন এখন আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, যাকে বলে টিম্পানোপ্লাষ্টি। এই অপারেশনের মাধ্যমে কানের পুঁজ পড়া বন্ধ হয় এবং হারানো শ্রবণশক্তি ফিরে পায়। কিন্তু বাধ সাধছে স্নায়ু সম্পর্কিত শোনার অবকাঠামো নিয়ে। এই স্নায়ু বা স্নায়ুবিষয়ক অবকাঠামোকে উত্তেজিত করার জন্য একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নামই হ'ল আজকের আলোচনার বিষয় কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৯৩০ সালের দিকে অনুধাবন করতে পারেন যে, বধির লোকের কানের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চালিয়ে শোনানো সম্ভব। তাই ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে তিনি কাজ শুরু করে বিভিন্ন সার্জনের দৃষ্টি কেড়ে নেন। পরবর্তীতে এ্যানড্রেভ, গারশুনি এবং ভোলোকোভ ১৯৩৪ সালে এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে ডিজুরনো, আইরিশ এবং তাদের অন্যান্য সতীর্থ এই কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট দু'জন সম্পূর্ণ বধির রোগীর কানে বসিয়ে শোনানোর ব্যবস্থা করেন, যা সম্পর্কে প্রথম একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। আর এটি নিয়ে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। ১৯৬১ সালে হাউজ, ১৯৬৪ সালে সিমন্স ও তার সহযোগিরা, মিসেলসন ১৯৬৮ এবং ক্লার্ক ১৯৬৯ পরপর এ বিষয়ে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন এবং বিভিন্ন সময়ে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপন করেন। যাহোক এর মধ্যে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সার্জন তাদের ফসল ঘরে আনতে সফল হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট একটি মামুলী ব্যাপার মাত্র। আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে প্রতি সপ্তাহে কম করে হ'লেও একটি করে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপন করা হয়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে থাকার এবং একেবারে কাছ থেকে সেই প্রতিস্থাপনের কলাকৌশল শেখার ও দেখবার।

কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপনে কি কি পরীক্ষার প্রয়োজনঃ

সাধারণত তেমন আহামরি কোন পরীক্ষার দরকার হয় না। যা যা প্রয়োজন তা আমাদের দেশের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। এই সমস্ত পরীক্ষার খরচও সাধ্যের মধ্যে। তবে সবচেয়ে যে ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব দিতে হয় সেটা হ'ল রোগী বাছাই অর্থাৎ পেসেন্ট সিলেকশন। রোগী এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য বা অভিভাবকের সাথে খোলাখুলি আলাপ করে এই ইমপ্লান্ট করা উচিত। সুতরাং যে সমস্ত রোগী একেবারেই কানে শোনেন না তারা এই কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

॥ সংকলিত ॥

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে কোন সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাদের হতাশার কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হয়। সন্তানহীন হতাশাগ্রস্থা বহু মহিলা এখানে মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করছেন। সন্তানহীনারা আসুন, সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক

ডি,এইচ,এম,এস (ঢাকা) রেজিঃ নং ৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, বিরামপুর, পোষ্ট ও থানাঃ বিরামপুর, জেলাঃ দিনাজপুর।
(বিরামপুর রেল ষ্টেশন ও বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে কলেজ বাজার অবস্থিত)

বিঃ দ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

টাকার তেলেস্‌মাতী

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
গ্রামঃ ভায়া লক্ষ্মীপুর
ডাকঃ বাঁকড়া, উপযেলাঃ চারঘাট
যেলাঃ রাজশাহী।

টাকার জোরে দুনিয়া ঘুরে
টাকা বড় ধন
থাকলে টাকা পর মানুষও
হয় যে আপনজন।
অট্টালিকা বাগ-বাগিচা
সুনাম যশের ডালা
লাল জহরত-পান্না-চুনী
স্বর্ণ-মুক্তা-মালা।
এসব কিছুই টাকা দিয়ে
যায় যে হেথায় কেনা
থাকলে টাকা রয় না কিছুই
অচেনা অজানা।
মুচী-মেথর ভদ্র-ইতর
সবাই টাকার দাস
টাকার জোরে ধর্ম-কর্ম
চলে দেশ ও দশ।
বিচার-আচার কোর্ট-কাচারী
টাকার জোরে চলে
টাকার জোরেই মোকদ্দমার
সাক্ষী-প্রমাণ মিলে।
টাকা সুখ, টাকা শান্তি
টাকা কান্না-হাসি
টাকা দিলে এই দেশেতে
মাফ হয়ে যায় ফাঁসী।
টাকা যন্ত্র, টাকা মন্ত্র
যাদু তেলেসমাতী
টাকার পিছে হন্নে হয়ে
ছুটছে সকল জাতি।
ন্যায়-নীতি আর হক্ব-ইনছাফ
সদ্ব্যবহার তাই
এই দুনিয়ায় কোন খানে
কোন দেশে নাই।
অশান্তির এক অগ্নিগিরি
ছড়িয়ে বহ্নি শিখা
দগ্ধ করে মাখলূক্বাতের
আঁকছে মরণ টিকা।

***

বিস্ময়

-আব্দুল মুন'য়েম
সোনাডাঙ্গা, সাহেববাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

কে এমন সাহসী?
যে মুসলমানের অস্তিত্বকে নষ্ট করবে?
চিন্তার স্বাধীনতা এক আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত,
ইচ্ছা করে যদি নিজের তৈরি অগ্নিকুণ্ডে
পুড়ে হয় অংগার!
অথবা হিন্দুস্থানকে স্থাপন করে নিজেদের বুকে
কিংবা অর্থ বিকৃত করে কুরআনের
সৃষ্টি করে নতুন শরীয়ত!
এ বাংলার ভূমি আজ অপার বিস্ময়
ইসলাম বন্দী এখানে, স্বাধীন মুসলমান।

***

হে পথহারা মুসলমান

-মুহাম্মাদ শহীদ-উল মূলক
মূলক ভিলা
২২২, টিবি রোড
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

হে পথহারা মুসলমান!
তুমি কি জাগবে না?
আত-তাহরীক-এর যে উদয় হ'ল
দিতে তোমায় দ্বীনের মন্ত্রণা।
আত-তাহরীক যে নিয়ে এলো
তাওহীদের অমিত বাণী
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র আলোকে
জীবন গড়ার বজ্রধ্বনি।
আত-তাহরীক যে জাগাতে এসেছে
তোমার মাঝে ইসলামী চেতনা
তবুও কি মাযহাবী তাক্বলীদের মোহ
ছাড়তে তুমি চেষ্টা করবে না?
হে পথহারা মুসলমান!
তুমি কি এখনও গোমরাহীর খাঁচায় থাকবে বন্দী।
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথে চললে
শিরক ও বিদ'আত থেকে পাবে মুক্তি।
আত-তাহরীক দিকে দিকে করছে জারী
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ।
তুমি চোখ খুলে দেখলেই এবার
গোমরাহীর অমানিশার হবে শেষ।
হে পথহারা মুসলমান!
আত-তাহরীক যে দিচ্ছে নাড়া দরজায় তোমার
এখনও কি তোমার হয়নি সময়
ঘুম থেকে জেগে উঠার?
বইতে শুরু করেছে চারিদিকে
আল-কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র সুবাতাস
তুমি উঠো! শপথ গ্রহণ করো!!
ঝেড়ে ফেলতে তোমার গোমরাহীর লেবাস।
তুমি যদি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে
জীবন যাপনের করো কামনা
আত-তাহরীক নিয়মিত পড়ো
মিটবে তোমার মনের বাসনা।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নামঃ

সূর্যকণা কিণ্ডার গার্টেন, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ আসীফুর রহমান, আল-জোবায়ের, মেহেদী হাসান, তাফসীর আদনান, রহিত খান, রাফী মুহাম্মাদ, সাখাওয়াত হোসাইন, মিলন আহমাদ, আব্দুল্লাহ আর-রাফি, আতীকুযযামান, মশিউযযামান, মীর মুহাম্মাদ জান্নাতুন নাঈম, নূরেরী, ফাহিম আযম, রুহানা নিশাদ নীলা, সাজেদা পারভীন, অন্যান্যদাশ চৈতী, ফারযানা আফরীন, তাসমীম লতীফ প্রমি, তাছফিয়া ইফফাত, জান্নাতুন ফেরদৌস চেতী, মানিজা রহমান, চৈতালী সরকার, জান্নাতুন নাঈম বর্ণা, সামিনা তানযীর মুশতারী, মাহমূদা ছিদ্দীক্বী, হাজেরা বিবি ও মায়েশা মালিহা।

মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ মেহেদী হাসান, সাখাওয়াত হোসাইন, মুহাম্মাদুল্লাহ, নাঈমা ফেরদৌস, নিলুফা ইয়াসমীন ও মাহবুবুর রহমান।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ সাখাওয়াত হোসাইন, জাহাঙ্গির হোসাইন, মাইদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, আব্দুল মুমিন ও সাইফুল ইসলাম।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশিঃ

১. মসজিদ ৪. হালীমা ৫. লিবিয়া ৯. বাতাস ১১. রহমান।

উপর-নীচঃ

১. মরিয়াম ২. জিকো ৩. ডলি ৪. হাবিয়া ৬. বিন্দু
৭. সমাস ৮. ছালেহ ১০. তাল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. কিশমিশ হচ্ছে শুকনা আঙ্গুর, আর লবঙ্গ হচ্ছে লবঙ্গ গাছের শুকনা ফুল।

২. আফিম ফলের বীচি।

৩. দারুচিনি এক প্রকার গাছের মিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত শুকনা ছাল। ভারতের সিংহল ও সন্দীপে পাওয়া যায়।

৪. এটা এক প্রকার উদ্ভিদ। এর শিকড়, কুঁড়ি বা পাতা নেই। ব্যাঙের থাকার স্থানে জন্মায় বলে এর নাম 'ব্যাঙের ছাতা'।

৫. গাছের পাতায় 'স্টোমা' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এর সাহায্যে গাছ শ্বাস নেয়। গাছ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. আবু জাহেল-এর হত্যাকারী কিশোরদ্বয়ের নাম কি?

২. কোন্ বিজয়কে বিশ্ব ইতিহাসে রক্তপাতহীন বিজয় বলা হয়?

৩. খন্দকের যুদ্ধের নামকরণের কারণ কি?

৪. কার পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরিখা খননের নির্দেশ দেন?

❑ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন
এশিয়া টেইলার্স
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১. চার অক্ষরে নাম কোন মুসলিম দেশের হয় প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সৃষ্টির সেরা জীব হয়।

২. তিন অক্ষরের এমন দু'টি অর্থবোধক শব্দ লিখ, যার মধ্যে কোন Vowel নেই।

৩. এমন একটি দেশের নাম লিখ, যার মধ্যে দু'টি Syllable আছে; প্রথমটির শেষ তিন বর্ণ ও দ্বিতীয়টির শেষ তিন বর্ণ একই রকম থাকে।

৪. নয় অক্ষরে এমন একটি রাষ্ট্রের নাম হয় একটি মাত্র Vowel থাকে কি নাম তারে কয়?

❑ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ মাসঊদ রেযা
গ্রামঃ তরাট, পোঃ করমদী
গাংনী, মেহেরপুর।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৪১) জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা (বালক) শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শামসুল হক্ব
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলাম
পরিচালক ঃ আব্দুল্লাহ আল-মুনতাছির

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল্লাহ আল-মাহফূয
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ নাজমুল হাসান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইউনুস
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জুয়েল রানা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ রাজীব।

(২৪২) হোসেন বিশ্বাস সালাফিইয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, গুরুদাসপুর, নাটোরঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ গোলাম আযম
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
পরিচালক ঃ ইখতিয়ার বিন গিয়াছ
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ আয়েশুদ্দীন

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ রাশেদুল বারী
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রাশেদুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ শাফিউল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ রেযাউল করীম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মাহমূদুল হাসান।

(২৪৩) ধোকড়াকুল দাখিল মাদরাসা (বালক) শাখা, পুঠিয়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা ওছমান গণী
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ
পরিচালক ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইন
সহ-পরিচালক ঃ আলতাফ হুসাইন
সহ-পরিচালক ঃ ক্বারী আশরাফ আলী

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুছ ছবুর
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শাহীন আলী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ ছালাহুদ্দীন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ আব্দুল মুমিন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আল-আমীন।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

প্রবাসীদের ৫৪ শতাংশ অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে আসে

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের মাত্র ৪৬ শতাংশ ব্যাংকিং চ্যানেলে আসে। বাকী রেমিট্যান্সের ৪০ ভাগ আসে হুণ্ডির মাধ্যমে, ৪.৬১ শতাংশ আসে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে এবং ৮ ভাগ প্রবাসীরা দেশে আসার সময় নিয়ে আসেন। ব্যাংকিং চ্যানেলে এত অল্প রেমিট্যান্স আসার কারণ হ'ল গ্রাহকসেবার নিম্নমান।

জানা গেছে, প্রতারণার অনেক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও প্রবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকগুলির গ্রাহকসেবার নিম্নমানের কারণে হুণ্ডি চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন। অন্য আর্থিক বিবেচনার চাইতেও ব্যাংকের সেবার নিম্নমানের কারণেই প্রবাসীগণ তাদের অর্থ দ্রুত ও সহজে প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর জন্য হুণ্ডির দ্বারস্থ হন। এক্ষেত্রে ব্যাংকের হিসাবে অর্থ প্রেরণের পর যথাসময়ে প্রাপ্তি স্বীকার বা তথ্য জ্ঞাপন না করা, বিদেশ থেকে পাঠানো ড্রাফট ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রে ঝামেলা সৃষ্টিসহ ব্যাংকিং লেনদেনে নানা ধরনের হয়রানি এবং হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা না করারও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিদেশী ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশী ব্যাংকের পর্যাপ্ত এজেন্সী এরেঞ্জমেন্ট না থাকায় এসব ব্যাংকের হিসাব গ্রাহকদের ড্রাফট অন্য ব্যাংক থেকে কালেকশন করতে হয়। যে সব ব্যাংকের এজেন্সী এরেমেন্ট রয়েছে, তাদেরও অল্পসংখ্যক শাখার উপর সরাসরি ড্রাফট ড্র করার ব্যবস্থা থাকায় ড্রাফটের অর্থ প্রাপকের হিসাবে জমা করতে বিলম্ব হয়।

এছাড়া ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসের স্বল্পতা, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত অভিবাসীদের ড্রাফট তৈরীতে সহযোগিতার অভাব, বৈধ কাগজপত্র না থাকা, রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ির কারণে অতিরিক্ত আয়ের অর্থ প্রেরণে সমস্যা, হুণ্ডি ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্কের দ্রুত বিস্তার, ডাক বিভাগে জালিয়াতির মাধ্যমে ড্রাফটের অর্থ আত্মসাৎ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকেও ব্যাংকিং খাতের স্বল্প রেমিট্যান্স প্রাপ্তির জন্য দায়ী করা হয়।

প্রবাল দ্বীপ 'সেন্ট মার্টিন' বঙ্গোপসাগরে বিলীন!

'সেন্ট মার্টিন' বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে গড়ে ওঠা একটি নিঝুম দ্বীপ। কয়েকশ' বছর আগে এ দ্বীপটি জেগে উঠে বলে জানা যায়। স্থানীয়ভাবে লোকজন এটিকে 'জিঞ্জিরা' বলে ডাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার শেষপ্রান্তে অথৈ সাগরের বিশাল পানিরাশির বুক ভেদ করে শত শত বছর ধরে আপন অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেন্টমার্টিন। ত্রিভুজের মত ছোট্ট এই দ্বীপের আয়তন দৈর্ঘ্যে আড়াই মাইল ও প্রস্থে এক মাইলের চেয়ে একটু বেশী। এক সময় এখানে জনবসতি না থাকলেও বর্তমানে ১০ সহস্রাধিক মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ভূ-খণ্ডের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সম্প্রতি ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় সেন্টমার্টিনের অধিবাসীদের মাঝে আতংক দেখা দিয়েছে। অযত্ন, অবহেলা ও সরকারী উদ্যোগহীনতার কারণে সেন্টমার্টিনের উন্নয়ন হয়নি যথাযথভাবে। সাগরের মাঝে স্বপ্নের এ দ্বীপটিকে রক্ষার জন্য চতুর্দিকে যেভাবে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করা দরকার ছিল তা হয়নি দীর্ঘ দিনেও। চলতি বর্ষা মৌসুমের আগে মাত্র ১৫০ মেঃ টন গমের বিনিময়ে ৫৭০ মিটার ভেড়িবাঁধের কাজ করা হ'লেও কাজের ৫০ ভাগ টাকাও ব্যয় করা হয়নি বলে জানা গেছে। ৮/১০ লাখ টাকার এই গম বিক্রি করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা লুটপাট করে ভেড়িবাঁধে লোক দেখানো কিছু বালি দিয়ে কাজ শেষ করে বলে শ্রুতি আছে। এ ব্যাপারে টেকনাফ উপযেলার পিআইও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে বালি দিয়ে বাঁধা ভেড়িবাঁধ সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। আরও ১৫টি পরিবারের ঘরবাড়ী সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়ায় সেন্টমার্টিন দ্বীপের লোকজন দারুনভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যেভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তাতে দ্বীপটি সাগরে বিলীন হয়ে যাবে কি-না এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যরূরী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দেশবাসীর একান্ত দাবী।

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি যেলার ৬০ হাযার একর খাস জমি প্রভাবশালীদের দখলে

লালমণিরহাট সহ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি যেলায় প্রায় ৬০ হাযার একর খাস জমি প্রভাবশালীদের দখলে। অথচ এসব এলাকার ১২ লাখেরও বেশী গৃহহারা পরিবার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রেল লাইনের ধার, সড়ক ও মহাসড়কের পাশে কোনরকমে ঝুঁপড়ি তুলে রাত্রি যাপন করছে। নদী ভাঙ্গন, অভাব-অনটন সহ পারিবারিক নানা সমস্যায় সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলি অর্ধাভাবে অর্ধবেলা খেয়ে না খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়ার বিভিন্ন সড়কসহ আন্তঃযেলা ও আন্তঃথানা বিভিন্ন সড়কের পাশে বসবাস করছে ৩ লক্ষাধিক পরিবার। রংপুরের কাউনিয়া থেকে পাবনা পর্যন্ত তিস্তা বাঁধ ও ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বসবাস করছে প্রায় ৭ লক্ষাধিক পরিবার। এসব বাঁধে গড়ে উঠেছে গৃহহীন পরিবারগুলির বিশাল বস্তি।

জানা গেছে, বিগত ১০ বছরে লালমণিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ যেলায় নদী ভাঙ্গনে ৯ লাখ ২৭ হাযার পরিবার গৃহহারা হয়েছে। অথচ পুনর্বাসনের কোন পদক্ষেপ বিগত ১০ বছরেও নেওয়া হয়নি। খবরে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের অভাবে একটি প্রভাবশালী মহল ভুয়া কাগজ-পত্র তৈরি করে সরকারী খাস জমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, ১৬টি যেলায় মোট ৩ লাখ ৬৯ হাযার একর খাস জমির মধ্যে ৩ লাখ ৯ হাযার ৩ একর জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ৬০ হাযার একর জমি অবৈধ দখলে রয়েছে। দখলকৃত এসব জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হ'লে উত্তরাঞ্চলের ১৩ লক্ষাধিক মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে। দূর হবে তাদের স্থায়ী আবাসিক সমস্যা। সাথে সাথে প্রতি বছর যাতে গৃহহীনদের সংখ্যা না বাড়ে, সেজন্য নদীর দু'পাশে গ্রোয়েন ও বাঁধ দিয়ে নিয়মিত নদী শাসনের ব্যবস্থা নেওয়া এখন সময়ের একান্ত দাবী।

জননিরাপত্তা আইন সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী

জননিরাপত্তা আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রীট পিটিশনের রুলের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত রায় ঘোষণা করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি এম,এ, আযীয জননিরাপত্তা আইনটিকে সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। একই বেঞ্চের জুনিয়র বিচারপতি মুহাম্মাদ শামসুল হুদা পুরো আইনটি সংবিধান বিরোধী নয় বলে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে তিনি জননিরাপত্তা আইনের যামিন সংক্রান্ত ১৬ নং ধারা এবং ১৮ নং ধারার 'খ' উপ-ধারাটি সংবিধান ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে সিনিয়র বিচারপতির সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।

বিচারপতি এম,এ, আযীয তাঁর রায়ে বলেন যে, 'জননিরাপত্তা আইনটি সংবিধান পরিপন্থী। তাই আইনের বই থেকে তা মুছে ফেলতে হবে। আইনটি একটি মৃত শিশুর মত। যত তাড়াতাড়ি একে দাফন করা যাবে তত ভাল'। তিনি বলেন, এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে এ যাবৎ প্রায় ৫শ' রীট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। অতীতে কখনো কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

আইনকে চ্যালেঞ্জ করে এত রীট পিটিশন দায়ের করা হয়নি।

বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন, এই আইনটিকে অর্থবিল হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়ে স্পীকার সংবিধানের ৮১ নং ধারা লংঘন করেছেন। এ ছাড়া সংবিধানের ৮০ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে দেওয়া অধিকার এবং সংবিধানের ৭, ২৭, ৩১, ৩৩, ৬৫ (১), ১০১ ও ১১৬ ধারাকে অস্বীকার করা হয়েছে। রায় ঘোষণার পর সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমাদ, মওদূদ আহমাদ, ডঃ এম যহীর সহ অনেকেই অত্যন্ত খুশী হয়ে স্ব স্ব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, ২০০০ সালের ৩০শে জানুয়ারী জাতীয় সংসদে 'জননিরাপত্তা আইন' পাস করা হয়।

দাখিল ও এস,এস,সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রথমবারের মত প্রণীত গ্রেডিং পদ্ধতিতে চলতি ২০০১ সালের মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের দাখিল, দেশের ৭টি শিক্ষাবোর্ডের এস,এস,সি এবং কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল গত ৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের পাসের হার ৫৯.৪৫ ভাগ, মাধ্যমিক বোর্ডগুলির পাসের হার ৩৬.৫৮ ভাগ এবং কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের পাসের হার ৫৭.১৬ ভাগ। গতবারের চেয়ে এবারে এস,এস,সি পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ কম। তুলনামূলকভাবে মাদরাসা ও কারিগরী শিক্ষাবোর্ড ভাল করেছে। নতুন ধারার নিয়মানুযায়ী এবার দাখিল, এস,এস,সি বা ভোকেশনাল পরীক্ষার কোনটিরই কোন মেধা তালিকা, স্টার বা লেটার নম্বর ইত্যাদি প্রকাশিত হয়নি। চতুর্থ (অতিরিক্ত) পত্রের নম্বরও যোগ করা হয়নি। ফলে এবারের পাসের গড় গ্রেডিং পয়েন্ট অনুযায়ী এস,এস,সি-তে সর্বোচ্চ ৫ পয়েন্ট পেয়েছে সারাদেশে মাত্র ৭৬ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই ৭২ জন এবং সিলেটে ২ জন, বরিশালে ১ জন ও কুমিল্লা বোর্ডে ১ জন। এরা সব বিষয়েই (৮ বিষয়) ৮০ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। মাদরাসা বোর্ড সহ যশোর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও কারিগরী শিক্ষাবোর্ড থেকে কেউই ৫ পয়েন্ট পায়নি।

চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ এবং রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার সর্বনিম্ন।

বোর্ডের নাম	পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	পাসের হার
(১) ঢাকা	২,০৮,৮২৯	৯০,৮৪৬	৪৩.৫০
(২) রাজশাহী	২,৪৭,৪৩৬	৬৬,১৫৪	২৬.৭৪
(৩) যশোর	৯১,১৩০	৩২,৯৭৪	৩৬.১৮
(৪) কুমিল্লা	৯৮,৭৭৫	৩০,৫৭৮	৩০.৯৬
(৫) চট্টগ্রাম	৬৫,০১৪	২৯,১৭৬	৪৪.৮৮
(৬) বরিশাল	৪৯,৮৬০	১৭,৩৫২	৩৪.৮০
(৭) সিলেট	২৫,১৭৬	৯,৮২৫	৩৯.০৩
(৮) কারিগরী শিক্ষা বোর্ড (২৬ টি ট্রেড)	২০,০৫৫	১১,৪৬৩	৫৭.১৬
(৯) মাদরাসা শিক্ষা বোড	১,৪৬,৬০৭	৮৭,১৫৯	৫৯.৪৫
মোট =	৭,৮৬,০৪০	২,৭৬,৯০	৩৬.৫৮

গ্রেডিং পদ্ধতিতে পয়েন্ট আকারে এ বছর দাখিল ও এস,এস,সি পরীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের রোল নম্বরের পাশে ব্র্যাকেটে যার যার প্রাপ্ত গ্রেডিং পয়েন্টের গড় (GPA) উল্লেখ করা হয়েছে। এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে 'এফ' উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ফলাফল ৬টি স্তরে বিন্যাস করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- গ্রেডিং পয়েন্ট গড় (GPA) ১.০০ থেকে ১.৯৯ পয়েন্ট প্রাপ্তদের সর্বনিম্ন স্তর। এরপর ২.০০ পয়েন্ট থেকে ২.৯৯ পয়েন্ট প্রাপ্তদের স্তর। তারপরের স্তর হচ্ছে ৩.০০ পয়েন্ট থেকে ৩.৯৯ পয়েন্ট প্রাপ্তদের। ৪.০০ থেকে ৪.৪৯ পয়েন্ট প্রাপ্তদের একটি স্তর এবং ৪.৫০ থেকে ৪.৯৯ পয়েন্ট প্রাপ্তদের আরেকটি স্তর। এছাড়া পুরোপুরি ৫ পয়েন্ট প্রাপ্তরা রয়েছে সর্বোচ্চ স্তরে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গত বছরের ১৩ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, ৮০ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে নম্বরের জন্য গড় পয়েন্ট ৫ এবং গ্রেড হবে 'এ +', ৬০ থেকে ৭৯ শতাংশ নম্বরের জন্য গড় পয়েন্ট ৪ এবং গ্রেড হবে 'এ', ৫০ থেকে ৫৯ শতাংশ নম্বরের জন্য ৩ পয়েন্ট 'বি' গ্রেড, ৪১ থেকে ৪৯ শতাংশ নম্বরের জন্য ২ পয়েন্ট 'সি' গ্রেড, ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ নম্বরের জন্য ১ পয়েন্ট 'ডি' গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। ৩৩ শতাংশের কম নম্বরের জন্য 'এফ' গ্রেড দেওয়ার কথা বলা হ'লেও এক্ষেত্রে কোন পয়েন্ট না রাখায় কার্যতঃ তাদের অকৃতকার্য বলে বিবেচনা করা হয়। দুই পত্রবিশিষ্ট বাংলা বা ইংরেজীকে ১টি বিষয় হিসাবে ধরে মোট ৮টি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেডিং পয়েন্টকে গড় করে এই ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে চতুর্থ বিষয়ের কোন নম্বর যোগ করা হয়নি। প্রাপ্ত পয়েন্টের ফলাফলকে অনেকে এ+, এ, বি, সি, ডি ও এফ (ফেল) হিসাবে ধরলেও প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক নয়। তাদের সনদপত্রের কোথাও জিপিএ পয়েন্ট ছাড়া অন্য কোন লেটার গ্রেড উল্লেখ করা হবে না। কেবল নম্বরপত্রের প্রতিটি বিষয়ের পাশে নম্বরের পরিবর্তে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড অর্থাৎ এ+, এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। 'এফ' গ্রেডড প্রাপ্তরা আগামী বছরে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে অথবা সম্পূর্ণ নতুন করে পরীক্ষা দিতে পারবে।

এদিকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে পাসের হার বাড়ার কথা বলা হ'লেও সামগ্রিক ভাবে পাসের হার বরং আরো কমেছে। এবারের এস,এস,সি ও দাখিল পরীক্ষায় সারাদেশে ব্যাপক ফল বিপর্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অভিভাবকরা বিতর্কিত গ্রেডিং পদ্ধতিকেই সর্বাধিক দায়ী করছেন। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং সবার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য একটি কার্যকর পদ্ধতি হ'লেও বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষার জন্য গৃহীত এই গ্রেডিং পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানের নয় বলে অনেকে মনে করেন।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ ১০শতাংশ বৃদ্ধি

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল বেতন স্কেলের ১০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করার পর গত ১০ জুলাই মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ থেকে সরকারী প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, দেশে বর্তমানে ৫ ক্যাটাগরীর ৭৪ হাযার ৪৩২ জন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন। এই শিক্ষকদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রতিমাসে মূল বেতনের যথাক্রমে ৬০, ৭০ ও ৮০ শতাংশ সরকারী কোষাগার থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

জানা গেছে, পাঁচ বছরের বেশী সময় চাকুরীতে রয়েছেন এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০ হাযার শিক্ষক ১ হাযার ৮৭৫ টাকার স্কেলে শতকরা ৮০ ভাগ হিসাবে বর্তমানে ১ হাযার ৫০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন। ১০ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে এখন তারা ১ হাযার ৬৮৭ টাকা পাবেন। পাঁচ বছরের কম কিন্তু দুই বছরের বেশী সময় ধরে চাকুরীতে থাকা ৫ হাযার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ১ হাযার ৮৭৫ টাকার স্কেলে ৭০ শতাংশ হারে ১ হাযার ৩১২ টাকা বেতন পাচ্ছেন। এখন তারা পাবেন ৮০ শতাংশ হারে ১ হাযার ৫০০ টাকা। প্রশিক্ষণবিহীন পাঁচ বছরের অধিক মেয়াদ সম্পন্ন করা ৪১ হাযার ১৪৬ জন শিক্ষক ১ হাযার ৬২৫ টাকার স্কেলে ৮০ শতাংশ হারে ১ হাযার ৩০০ টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। এখন তারা পাবেন ৯০ শতাংশ হারে ১ হাযার ৪৬২ টাকা ৫০ পয়সা। প্রশিক্ষণবিহীন ৭ হাযার ৯৮৭ জন শিক্ষক যারা পাঁচ বছরের কম কিন্তু দুই বছরের অধিক সময় চাকুরীতে আছেন, তারা ১ হাযার ৬২৫ টাকার স্কেলে ৭০ শতাংশ হারে ১ হাযার ১৩৭ টাকা ৫০ পয়সা বেতন পান। এখন তারা ৮০ শতাংশ হারে ১ হাযার ৩০০ টাকা বেতন পাবেন। দুই বছরের কম মেয়াদী ২৯৯ জন শিক্ষক ১ হাযার ৬২৫ টাকার স্কেলে ৬০ শতাংশ হারে বর্তমানে ৯৭৫ টাকা বেতন পাচ্ছেন। এখন তারা ৭০

http://islaminonesite.wordpress.com

শতাংশ হারে ১ হাযার ১৩৭ টাকা ৫০ পয়সা বেতন পাবেন। এজন্য সরকারের ব্যয় হবে ১৪ কোটিরও বেশী টাকা।

স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর ইন্তেকাল

গত ১০ই জুলাই মঙ্গলবার রাতে জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী (৭২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)। রাত ১০টায় তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হ'লে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। সহযোগী অধ্যাপক মুমিনুযযামানের অধীনে করোনারী কেয়ার ইউনিটে ভর্তির পর রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর ইন্তেকালে একাধিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁকে একজন সফল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে উল্লেখ করে সবাই তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। অতঃপর ১১ জুলাই বুধবার সকালে শেরে বাংলা নগরে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন বাদ আছর সিলেট আলিয়া মাদ্‌রাসা মাঠে দ্বিতীয় ও শেষ জানাযা শেষে তাঁকে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মাযার সংলগ্ন তাঁর পিতা-মাতার কবরের পূর্বপার্শ্বে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর ইন্তেকালে স্পীকারের পদটি শূন্য হ'লে তা পূরণের জন্য ডেপুটি স্পীকার এডভোকেট আব্দুল হামীদকে স্পীকার পদে এবং কুমিল্লা-৬ (চান্দিনা) আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী আশরাফকে ডেপুটি স্পীকার পদে নির্বাচিত করা হয়।

৭ম জাতীয় সংসদ সমাপ্ত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর

পাঁচ বছর পূর্তির মধ্য দিয়ে গত ১৩ জুলাই ২০০১ইং শুক্রবার রাত ৯টা ৩৭ মিনিটে ২৩ তম অধিবেশন শেষে ৭ম জাতীয় সংসদের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৌনে দু'ঘন্টা ব্যাপী সমাপনী ভাষণের পর স্পীকার আব্দুল হামীদ রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ -এর আদেশ পাঠের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য যে, ৭ম জাতীয় সংসদে ২৩টি অধিবেশনে ৩৮২ টি কর্মদিবসে সর্বমোট ১৯০টি আইন পাস হয়েছে। ৪৫টি স্থায়ী কমিটি ১৪৬৭টি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। এ সংসদের ১৪ জন সদস্য ইন্তেকাল করেছেন। ৫ জন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে।

অতঃপর সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মেয়াদ শেষে গত ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে প্রধান বিচারপতি লতীফুর রহমান শপথ গ্রহণ করেন। বঙ্গভবনের দরবার হলে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ। ১৬ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতীফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ বঙ্গভবনে এ শপথ বাক্য পাঠ করান।

উপদেষ্টাগণ হ'লেন, (১) ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমাদ, (২) সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিসলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অবঃ) মঈনুল হোসাইন চৌধুরী (বীর বিক্রম), সাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক এম হাফীযুদ্দীন খান, শিল্পপতি সৈয়দ মনযুর এলাহী, বিশিষ্ট হৃদরোগ চিকিৎসক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) অধ্যাপক আবদুল মালেক, সাবেক আইজিপি এএসএম শাহজাহান, সাবেক সচিব আবদুল মুঈদ চৌধুরী, বিশিষ্ট মহিলা ব্যবসায়ী বেগম রোকেয়া আফযাল রহমান এবং প্রকৌশলী এ,কে,এম আমীনুল ইসলাম চৌধুরী। উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক ও মনযুর এলাহী ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও উপদেষ্টা ছিলেন।

পূবালী ব্যাংকে ছালাতে নিরুৎসাহিত করতে অভিনব সার্কুলার

পূবালী ব্যাংকে যোহর ও আছর ছালাত আদায় করা সুকৌশলে নিরুৎসাহিত করতে ব্যাংক কর্তপক্ষ সম্প্রতি এক অভিনব সার্কুলার জারি করেছে। গত ৮ জুলাই জারি করা ৫০৯/২০০১ নম্বরের এই ইনস্ট্রাকশন সার্কুলারে জামা'আতের সাথে এবং দুপুর ৩টার মধ্যে ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সার্কুলারটিতে বলা হয়েছে, 'অফিস খোলাকালীন দিন সমূহে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত একাধারে নগদ লেনদেনসহ সকল প্রকার লেনদেন চালু রাখতে হবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরতি দেওয়া চলবে না। ছালাত এবং দুপুরের খাওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা (ইন্টারনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট) করা যেতে পারে। শাখার অভ্যন্তরে লেনদেন বা চলাফেরা বিঘ্নিত করে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় না করে আড়ালে ছালাতের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। ব্যাংকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ব্যাংকের অভ্যন্তরে সবাইকে অবস্থান করার জন্য অভ্যস্ত হ'তে হবে। ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চেয়ারের পেছনে তোয়ালে রাখা পরিহার করতে হবে'। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্ণর খন্দকার ইবরাহীম খালেদ পূবালী ব্যাংকের এমডি (ব্যাবস্থাপনা পরিচালক) হিসাবে যোগদানের পরই সুকৌশলে এসব পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অভিযোগ করেছেন।

পি-এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ

(১) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আল-হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক **জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম** গত ৩০/৬/২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ১৬১ তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে পি-এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিলঃ 'হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে মহিলা সাহাবীদের অবদান'। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম**।

ডঃ শফীকুল ইসলাম ময়মনসিংহ যেলার ফুলপুর উপযেলার চরনিয়ামত গ্রামের জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদ ও মরহুমা শহীদা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন বিভাগ হ'তে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন। অনার্সে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি ইউজিসি বৃত্তি পান। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জি, টি, আই হ'তে শিক্ষা পদ্ধতির উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বেশকিছু গবেষণাধর্মী লেখা বিভিন্ন স্বীকৃত জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ শফীক অধ্যাপনার পাশাপাশি লেখনীর মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করতে চান। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

পি-এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ

(২) গত ৩০/৬/২০০১ইং তারিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬১ তম সিন্ডিকেট সভার অনুমোদন ক্রমে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব **মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলী** পি-এইচ,ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের শিরোনাম হ'লঃ 'দেরাসাতুন হাওলা মাযাহিরিশ শিরকি ওয়াল বিদ'আতী ফী মুসলিমী বাংলাদেশ' (বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে শিরক ও বিদ'আতঃ একটি সমীক্ষা)। তাঁর গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম**। মুসলমানদের ঘুনে ধরা আক্বীদা ও আমল সংশোধনের নিমিত্তে অচিরেই 'আল-ইন্তেকামাতু 'আলাল ঈমান' শিরোনামে ডঃ মুযযাম্মিল আলীর একটি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তিনি সিলেট যেলার কানাইঘাট উপযেলার বাঁশবাড়ী গ্রামের মৃত আব্দুল জলীল-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি সকলের দো'আ প্রার্থী।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় নিজেকে একক প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় ভারত। একই সাথে এই উচ্চাভিলাষী দেশটি ঐ অঞ্চলে এমন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে চায়, যে ভূমিকায় বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অবতীর্ণ ছিল এক সময়কার ঔপনিবেশিক শক্তি গ্রেট ব্রিটেনে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে চীন। আর চীনের সাথে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাল নয়, সেহেতু ভারতের এই উচ্চাভিলাষ পূরণে ক্রমেই সাহায্য ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ভাষায়, চীন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা অংশীদার নয়; বরং কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে'। সে কারণ এশীয় অঞ্চলে বৃহৎ শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার যে খায়েশ ভারত প্রকাশ্যেই পোষণ করছে, বুশ প্রশাসন তার প্রতি সহানুভূতিশীল। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রীয় নীতিতে বিশ্বব্যাপী পুলিশী ভূমিকা থেকে নিজেদের ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে নেওয়ার একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। একই সাথে এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ওয়াশিংটন ভারত কিংবা অনুরূপ অনুকূল দেশগুলির সাথে পুলিশী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব কিংবা শান্তিরক্ষার বোঝা ভাগাভাগি করে নিতে আগ্রহী। অর্থাৎ কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্র এখন আর এই ব্যয়বহুল দায়িত্ব এককভাবে ঘাড়ে নিতে চাচ্ছে না। বুশ প্রশাসনের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল। কয়েক মাস আগে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, গোটা ভারত মহাসাগর এবং তার আশপাশের এলাকায় শান্তি বা নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্ব এখন ভারতের। কলিন পাওয়েল ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সরকারী সূত্র এবং ভারতের সংবাদ মাধ্যমগুলি এ ব্যাপারে প্রায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয়গুলি হচ্ছে- ভারত মহাসাগর ও তার আশপাশের এলাকায় শান্তি রক্ষা করা, যৌক্তিক মূল্যে উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, সংশ্লিষ্ট নৌপথের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং ইন্দো-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে এশিয়ায় ক্ষমতার স্থায়ী ভারসাম্য সংরক্ষণ করা।

ভারতের কৌশলগত উচ্চাশার নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে। এতে বলা হয়েছে, ভারত তার নিরাপত্তার ব্যাপ্তি দক্ষিণ এশিয়ার প্রচলিত ভৌগলিক সংজ্ঞার ঊর্ধ্বেও সম্প্রসারিত বলে মনে করে। এদিকে ভারত চীনের সাথে দৃশ্যতঃ সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দিল্লী তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছে এবং এটা এমন একটি এলাকা চীন তার নিরাপত্তার প্রশ্নে যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভারতের এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার সাথে বুশ প্রশাসনের নিরাপত্তা বিষয়ক বৈদেশিক নীতিও চমৎকারভাবে মিলে যাচ্ছে এবং এর ফলে উভয় দেশের আঁতাত এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে চীনের বিপক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে।

আদালতের কাঠগড়ায় বলকানের কসাই সোপর্দ

'বলকানের কসাই' হিসাবে বিশ্বব্যাপী ঘৃণিত স্বৈরশাসক যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। গত ২৮শে জুন বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় তাকে বেলগ্রেডের কারাগার থেকে হেগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত এপ্রিল ২০০১ থেকে মিলোসেভিচ (৫৯) কারাগারে আছেন।

প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপে গত এপ্রিলে মিলোসেভিচকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কস্তুনিৎসার সরকার তাকে হেগের আদালতে সোপর্দ করার দাবীকে সুকৌশলে এড়িয়ে চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দাতা দেশগুলি সাহায্যের পূর্বশর্ত হিসাবে মিলোসেভিচের হস্তান্তরের দাবী জানায়। এজন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং অবশেষে দাতারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, মিলোসেভিচকে হস্তান্তর না করা হ'লে পরিকল্পিত একশ' কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ প্রদান স্থগিত রাখা হবে। মূলতঃ এই হুমকির কাছেই নতি স্বীকার করেছে প্রেসিডেন্ট কস্তুনিৎসার সরকার। এ ব্যাপারে সরকার একটি বিশেষ ডিক্রি জারি করে। কিন্তু মিলোসেভিচের পক্ষ থেকে সেদেশের আদালতে অভিযোগ আনা হয় যে, ঐ ডিক্রির মাধ্যমে সংবিধান লংঘন করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত সুনির্দিষ্ট রায় না দিলেও হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক হয়ে ওঠায় সরকার অবশেষে আদালতের নির্দেশ এড়িয়ে জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধ তদন্তকারী দলের কাছে মিলোসেভিচকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে বসনিয়া ও কসোভোর অগণিত মুসলিম হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে তার সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ'তে পারে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বসনিয়ায় যুদ্ধের সময় ২ লাখের বেশী মুসলমান নিহত হয়। ১৯৯৫ সালে ক্রোয়েশিয়ায় ২০ হাযার এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে কসোভোয় ১০ হাযার মুসলমান নিহত হয়। তখন মিলোসেভিচের নির্দেশে সার্ব নরপশুরা এসব মুসলমানকে হত্যা করে। বিশেষ করে ১৯৯৯ সালে রাকাক ও ইজবিকা গ্রামে ৫শ' মুসলমানকে হত্যার আদেশ দেওয়ার জন্য মিলোসেভিচ ও তার শীর্ষস্থানীয় ৪ সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। কসোভো থেকে ৭ লাখ ৪০ হাযার মুসলমানকে উৎখাতের জন্যও তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। মিলোসেভিচের শীর্ষস্থানীয় চার সহযোগী হচ্ছে যুদ্ধকালীন বসনীয় সার্ব নেতা রাদোভান কারাদজিচ, তার সামরিক কমাণ্ডার রাতকো স্লাদিচ, সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলান মিলুটিনোভিচ এবং যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী দ্রাগোলিউব ওইদানিচ। এছাড়াও নিজ দেশেও মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কথিত দুর্নীতির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে কোটি কোটি ডলার বিদেশে পাচার।

এদিকে মিলোসেভিচকে গত ৩রা জুলাই প্রথমবারের মত হেগের জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সামনে হাযির করা হয়। মিলোসেভিচ তার পক্ষে কোন কৌঁসুলি নিয়োগ করতে অস্বীকার করে বলেন, যুগোস্লাভিয়ায় ন্যাটো বাহিনীর অপরাধ ঢাকতেই আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। সংক্ষিপ্ত শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারক রিচার্ড মে বিচার কাজ আগষ্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হ'তে বছরখানেক সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রুশ পার্লামেন্টে ধূমপান বিরোধী বিল পাস

রুশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান এবং টেলিভিশন ও সিনেমায় ধূমপানের ছবি প্রদর্শনের উপর

http://islaminonesite.wordpress.com

নিষেধাজ্ঞা বিল অনুমোদন করেছে। বিলটি সম্প্রতি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'ডুমায়' অনুমোদিত হয়। এই বিলে কর্মক্ষেত্রে, জনসাধারণের ব্যবহৃত যানবাহনে এবং তিন ঘন্টার কম সময়ের বিমান ভ্রমণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে বিলটিকে আইনে পরিণত করতে হ'লে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। কর্মকর্তারা জানান, অর্ধেকেরও বেশী রুশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ধূমপান করেন, যা সম্প্রতি শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। গত দশকে তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে ফুসফুস ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শতকরা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। টেলিভিশন এবং সিনেমাতেও চরিত্র চিত্রনে প্রয়োজন না হ'লে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চীনে গত তিন মাসে ১৭৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রকাশ্যে কার্যকর

চীনে গত তিন মাসে ১ হাযার ৭৮১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' গত ৬ জুলাই শুক্রবার জানায়, এ সংখ্যা গত তিন বছরে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কার্যকর হওয়া মৃত্যুদণ্ডের মোটসংখ্যার চেয়েও বেশী। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী এ সংস্থাটি হংকংয়ে এক লিখিত বিবৃতিতে জানায়, গত এপ্রিলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে 'কঠিন আঘাত হানো' প্রচারণা শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত চীনে আরো ২ হাযার ৯৬০ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ মাত্রায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদানের হিড়িক গত কয়েক বছরের মধ্যে আর দেখা যায়নি। সংস্থাটি জানায়, এ সংখ্যা চীনে কার্যকর হওয়া প্রকৃত মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। কেননা যেসব মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবর প্রকাশ করা হয়েছে, কেবল সেসবের ভিত্তিতেই এই পরিসংখ্যান তৈরী করা হয়েছে। কারণ মোট কার্যকর হওয়া মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে একটা অংশের খবর মাত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু চীনে গোপনে অনেক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সংক্রান্ত খবরের নির্ধারিত অংশই মাত্র প্রকাশ করে থাকেন। চীনে মৃত্যুদণ্ডের কার্যকারিতা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এখনও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' মৃত্যুদণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধের জন্য চীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি তারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরো ফলপ্রসূ ও মানবিক শাস্তির বিধান চালু করার জন্য চীনের প্রতি অনুরোধ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ঘুষ, দালালী, অর্থ আত্মসাৎ, কর ফাঁকি, পেট্রোল চুরি, ক্ষতিকর খাদ্য-সামগ্রী বিক্রি থেকে শুরু করে সহিংস অপরাধসহ বিচিত্র ধরনের অপরাধের দায়ে এসব মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদক সংক্রান্ত অপরাধের দায়েও কয়েকশ' লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্টেডিয়াম বা প্রকাশ্য স্থানে বিশাল গণজমায়েতের সামনে এসব মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। অনেক সময় কয়েদীদের হাযার হাযার লোকের সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিকটস্থ ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধুমাত্র সাংহাই প্রদেশেই এপ্রিল ও মে মাসে দণ্ডাদেশ সংক্রান্ত সমাবেশে ১৮ লাখ লোক অংশ নিয়েছিল।

[ব্যভিচারের অপরাধীকে জনসমক্ষে হত্যা করার বিধান ইসলামে রয়েছে (নূর ২)। আগে এগুলিকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলা হ'লেও এখন খোদ আল্লাহদ্রোহী কম্যুনিষ্টরাই এখন তা চালু করছে। মুসলিম দেশগুলির শাসকরা এ পথ বেছে নিতে ভয় পান কেন? তবে কি নিজেরা আটকা পড়বেন সেই ভয়ে? -সম্পাদক]

ফুটবলে কালেমা মুদ্রণঃ এ কেমন ধৃষ্টতা?

জুতার পর এবার ফুটবলে কালেমা মুদ্রণ করে বাজারজাত করে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে 'কেনী' নামক একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। ঢাকার চকবাজারে একটি ক্রীড়া সামগ্রী আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কিছু ফুটবল আমদানী করে। এর মধ্যে রবারের তৈরী কিছু ফুটবলও আছে। চকবাজারে 'ভিনেক্স স্পোর্টস'-এর ম্যানেজার রাজীব ছোট কাটারাস্থ একটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার ছবি মুদ্রিত কিছু ফুটবল কিনে নিয়ে যান। বলগুলি কিনে নাড়াচাড়া করার সময় তিনি দেখতে পান অন্যান্য দেশের জাতীয় পতাকার সাথে সঊদী আরবের জাতীয় পতাকাও মুদ্রিত আছে বলগুলিতে। আর সঊদী আরবের জাতীয় পতাকা কালেমা ত্বাইয়েবা খচিত।

বলটিতে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে 'কেনী'। কিন্তু কোন দেশে তৈরী তার উল্লেখ নেই। চকবাজারের বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা জানান, তারা চট্টগ্রাম থেকে বলগুলি কিনেছেন। আমদানীকারক সম্ভবতঃ চীন অথবা ভারত থেকে বলগুলি আমদানী করেছে বলে তারা অনুমান করছেন। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে কালেমা খচিত বলগুলি বিক্রি না করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ অনুরোধ করেছে।

সাড়ে ৬ হাযার ফুট উঁচুতে রেলপথ!

চীন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিতর্কিত রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। এর মাধ্যমে চীনের সাথে তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম রেল যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এই রেলপথটি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালার উপর দিয়ে সব চাইতে উঁচু রেলপথ হবে। ১ হাযার কিলোমিটার দীর্ঘ ঐ রেলপথের ৫ ভাগের ৪ ভাগ সাড়ে ৬শ' মাইল প্রায় সাড়ে ৬ হাযার ফুট (প্রায় সোয়া মাইল) উঁচুতে তৈরী হবে। তিব্বতের মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি বলছে যে, ঐ রেলপথ যদিও অর্থনৈতিক সুবিধা বয়ে আনবে, তথাপি এর আংশিক উদ্দেশ্য হচ্ছে তিব্বতের উপর বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে চীনা অধিবাসীদের তিব্বতে বসবাস করতে উৎসাহ দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদগুলিতে মুছল্লীর সংখ্যা বাড়ছে

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের উপর প্রথমবারের মত ব্যাপক সমীক্ষা পরিচালনাকারী দলের নেতা বলেছেন, সে দেশের মসজিদগুলিতে ক্রমবর্ধমান হারে মুছল্লীর সংখ্যা বাড়ছে। নর্থ ক্যারেলাইনার র‍্যালেই-এ শো ইউনিভার্সিটির ইহসান ব্যাগবাই একটি প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই প্রকল্পের আওতায় গত বছর আমেরিকার আনুমানিক ১ হাযার ২শ' মসজিদের মধ্যে ৪শ' ১৬টির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষার রিপোর্ট গত এপ্রিলে প্রকাশ করা হয়। 'ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা' কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় বলা হয়, আমেরিকায় বর্তমানে ৬০ থেকে ৭০ লাখ লোক নিজেদের গোঁড়া মুসলমান বলে দাবী করেন। বাগবাই বলেন, তার দল ৭৭ শতাংশ ইমাম ও অন্যান্য মসজিদ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় এখন ছালাতসহ অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬১ ভাগ মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা ১০ শতাংশ বেড়েছে। ৩২ বছর আগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাগবাই বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মসজিদে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে তিন উপায়ে। প্রথমতঃ প্রতিবছর অন্যান্য ধর্ম থেকে প্রায় ১৫ হাযার লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে মুসলমানরা আমেরিকায় চলে আসছেন এবং তৃতীয়তঃ অন্যান্যরা প্রথমবারের মত মসজিদেই তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম অনুশীলন করে থাকেন। ফলে মসজিদের পরিধিও ক্রমশঃ বাড়ছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

দরিদ্র দেশগুলিসহ সকলের জন্যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অর্থবহ করে তোলার প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে গত ২২শে জুলাই ইটালীর জেনোয়াতে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলির ৩ দিন ব্যাপী জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। তবে জি-৮ নেতৃবৃন্দ বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত কিয়োটা খসড়া চুক্তি ও উহার অনুমোদন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলির মতপার্থক্য নিরসন করতে পারেনি।

জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ৫ পৃষ্ঠার এক ইশতেহারে বলা হয়, দরিদ্রতম দেশগুলিকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করাই হচ্ছে তাদের মৌলিক আকাংখা পূরণের সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান ও রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ এই ইশতেহারে বলেন, আমাদের জনগণের বিশেষ করে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্যে বিশ্বায়নকে অর্থবহ করে তুলতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই লক্ষ্যে আমরা উন্নয়নশীল দেশসমূহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার উদ্যোগ অব্যাহত রাখব। ইশতেহারে এইডস যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় ১৩০ কোটি ডলারের একটি স্বাস্থ্য তহবিল গঠনেরও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। ইশতেহারে আরো বলা হয়, জি-৮ নেতাদের সকলেই গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। তবে কিয়োটা খসড়া ঘোষণা ও উহার অনুমোদন প্রশ্নে মতপার্থক্য থেকে যায়। তাছাড়া ইশতেহারে জেনোয়াবাসীদের আতিথেয়তার প্রশংসা, বিশ্বায়ন বিরোধী কর্মীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিন্দা এবং বিস্ফোরণে একজনের প্রাণহানিতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, আগামী বছর কানাডার পর্বতময় পর্যটন শহর আলবার্টায় ২৬ হ'তে ২৮শে জুন পর্যন্ত জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

[বিশ্বায়ণ তত্ত্ব মূলতঃ বিশ্ব শোষণের ও বিশ্বে দারিদ্র স্থায়ীকারণের ষড়যন্ত্র বৈ কিছুই নয়। কে না জানে যে, শিল্পোন্নত বিশ্বের তৈরী দ্রব্য সামগ্রীর আগমনের ফলে স্থানীয় শিল্প মার খেতে বাধ্য। অথচ বিশ্বের সেরা দরিদ্র ও এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উক্ত ধনী সম্মেলনে বক্তা হিসাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল ও তিনি এটাকে বিরাট সম্মান মনে করে হাযিরা দিয়েছিলেন ও লম্বা-চওড়া বাগাড়ম্বর করে এসেছেন। অথচ তখন সেখানে এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে চলছিল হাযার হাযার লোকের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। শেখ হাসিনা দারিদ্র বিশ্বের প্রতিনিধি হিসাবে বিক্ষোভকারী দরিদ্রদের কাতারে শামিল না হয়ে ৮টি ধনী দেশের নেতাদের কাতারে শামিল হলেন। কেমন জননেত্রী! - সম্পাদক]

নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৈরালার পদত্যাগ

নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রাসাদ কৈরালা গত ১৯ জুলাই পদত্যাগ করেছেন। রাজা জ্ঞানেন্দ্রর কাছে তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। গিরিজা প্রাসাদ কৈরালার নিজ দল নেপালী কংগ্রেস পার্টির প্রায় অর্ধেক পার্লামেন্ট সদস্য তাকে পদত্যাগ করার জন্য একদিন সময় বেঁধে দিলে এবং অন্যথায় দলীয় ভোটে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হ'লে তিনি পদত্যাগ করেন। পার্লামেন্টে বিরোধী দল সমূহ এবং মাওবাদী বিদ্রোহী গেরিলারাও তার পদত্যাগ দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ৭৮ বছর বয়সী কৈরালার বিরুদ্ধে ঘুষ কেলেঙ্কারী এবং রাজপ্রাসাদে গত ১লা জুন ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্রুত দেশবাসীকে অবহিত করতে ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে।

মুসলিম জাহান

আলোচনা নয় জিহাদের মাধ্যমে কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের অবসান ঘটানো হবে

-হারকাতুল মুজাহেদীন

কাশ্মীরের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদ সংগঠন 'হারকাতুল মুজাহেদীন' বলেছে, আলোচনা নয়, জিহাদের মাধ্যমে কাশ্মীরে ভারতীয় শাসনের অবসান ঘটানো হবে। সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে একটি মুজাহিদ ক্যাম্পে এপি'র একজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে সংগঠনের এক সদস্য এ কথা বলেন। ২০ বছর বয়সী কালাশিনকভ রাইফেলধারী এই মুজাহিদ মাওয়েজ ছিদ্দীক্বী বলেন, জিহাদের চেয়ে পবিত্র কোন পথ নেই। আর এটা আল্লাহ্‌র রহমত যে, আমরা কাশ্মীরের মুক্তির জন্য লড়াই করছি। মুজাহিদদের উক্ত শিবিরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে কয়েক ডজন মুজাহিদ রয়েছে ছিদ্দীক্বী তাদেরই একজন। তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও মূল যুদ্ধে এখনও অংশ নেননি। কমাণ্ডাররা যখন মনে করবেন যে ছিদ্দীক্বী প্রস্তুত, তারপরই তাকে যুদ্ধে পাঠানো হবে।

কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত ১৪টিরও বেশী দলের অন্যতম হারকাতুল মুজাহেদীনের একজন কমাণ্ডার ক্বারী আব্দুস সাত্তার বলেন, কোন মুজাহিদকে যুদ্ধে পাঠানোর আগে কয়েক মাস ধরে নানাভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। শুধু সেরাদের সেরা চৌকস মুজাহিদকেই কাশ্মীরে জিহাদের জন্য পাঠানো হয়।

অপর প্রধান মুজাহিদ সংগঠন 'লস্কর-ই ত্বাইয়েবা'র মুখপাত্র আব্দুল্লাহ মুনতাযির বলেন, মুজাহিদরা যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে কোন চাপের মুখে পড়েনি। বৃহত্তম কাশ্মীরী মুজাহিদ গ্রুপ হিজবুল মুজাহেদীন-এর মুখপাত্র সেলীম হাশেমী বলেন, তার গ্রুপ আলোচনার বিরোধী নয়। তবে আলোচনার পাশাপাশি যুদ্ধও অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে হাশেমী বলেন, সশস্ত্র সংগ্রামের কারণেই ভারত আলোচনার টেবিলে বসতে সম্মত হয়েছে। মুজাহিদরা এই চাপ অব্যাহত রাখবে।

ফিলিস্তীনীরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন

ইসরাঈলীদের হাতে ফিলিস্তীনীরা প্রায় যিম্মী হয়ে পড়েছে। তারা স্বেচ্ছায় অবাধে তাদের এলাকা থেকে বের হ'তে বা বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে ফিলিস্তীনীদের খাদ্যভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে আসছে। ফলে ফিলিস্তীনীরা খাদ্যাভাবের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাবে। ফিলিস্তীনী খাদ্যমন্ত্রী ছাহেব আল-মাসরি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনীদের খাদ্যভাণ্ডারে দীর্ঘদিনের খাদ্য সঞ্চিত নেই। যে কোন সময় তা শেষ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। এক ভয়াল দুর্ভিক্ষ তাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

মালয়েশিয়ায় ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করা হবে

-মাহাথির

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, ছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করতে তিনি বন্ধ পরিকর। পড়ালেখার সাথে রাজনীতির সংমিশ্রণ বন্ধ করতে তিনি নিয়ন্ত্রণ জোরদার করবেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোতে ছাত্রদের যোগদানে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে যেসব

http://islaminonesite.wordpress.com

আইন রয়েছে, সেগুলি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের বিষয়টি তার সরকার নিশ্চিত করবে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে দু'জন ছাত্রকর্মীকে গ্রেফতারের এক সপ্তাহ পরে মাহাথির একথা জানান। ঐ আইনে বিনাবিচারে কাউকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী রাখা যায়। পুলিশ বলেছে, ঐসব ছাত্র জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। কিন্তু তারা ছাত্র দু'টির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেনি।

উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছরে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ অথবা সরকার বিরোধী লিফলেট বা বই-পুস্তক বিতরণের দায়ে বহু ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত মাসে কয়েকটি মুসলিম ছাত্র সংগঠন মালয়েশিয়ার মানবাধিকার কমিশনের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিষয়ে অভিযোগ করে বলেছে, তাদেরকে অবাধে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানের অধিকার দিতে হবে। কিন্তু মাহাথির তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ছাত্রদের বই-পুস্তক অধ্যয়নেই নিয়োজিত থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকারী তহবিল যাতে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়, আমরা তা নিশ্চিত করতে চাই। যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

[গণতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলি তৈরী করেন। ফলে লেখাপড়া তাদের কাছে পৌণ হয়ে যায়। অল্প বয়সেই তারা সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এরাই দলীয় রাজনীতির কারণে দেশের মন্ত্রী-এমপি নির্বাচিত হয়। ফলে গণতান্ত্রিক দেশগুলি এখন দুর্নীতির আখড়া বৈ কিছুই নয়। রাজনৈতিক কারণে নয়, বরং আদর্শ প্রচার ও সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠন করা যেতে পারে। - সম্পাদক]

ইরাকে ৫ লাখ ৬৭ হাযার শিশু অকালে প্রাণ হারিয়েছে

এক দশক ধরে ইরাকের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পরিণতিতে ইরাকে ৫ লাখ ৬৭ হাযার শিশু অকালে প্রাণ হারিয়েছে। ক্রমেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ইরাকী শিশুরা পাচ্ছে না উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার। পাচ্ছে না ঔষধ ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র।

ইউনিসেফের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইরাকের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে ১০ লাখ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। ইউনিসেফ প্রতিনিধি বলেন, আমরা দেখছি ১৯৯১ সাল থেকে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগছে। উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের সময় ইরাকের উপর তেজস্ক্রীয় ইউরেনিয়ামের ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ইরাকে বিভিন্ন ধরনের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, ১৯৯১ সালে শতকরা ১৮.৭ ভাগ শিশু রোগাক্রান্ত হয়। ১৯৯৬ সালে রোগাক্রান্ত হয় শতকরা ৩২ ভাগ। ৫৪ ভাগ পেটের পীড়ায় ও ৪৩ ভাগ শ্বাস রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

[সন্ত্রাসী আমেরিকাকে দমন করবে কে? মুসলিম বিশ্বের নেতারা জবাব দিবেন কি? - সম্পাদক]

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ অপসারিতঃ নতুন প্রেসিডেন্ট মেঘবতী

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদ (৬১) দুর্নীতি ও অযোগ্যতার অভিযোগে গত ২৩শে জুলাই সোমবার সংসদের সর্বসম্মত ভোটে অপসারিত হয়েছেন। তবে জনাব ওয়াহিদের সমর্থক শতাধিক সংসদ সদস্য ঐ বিশেষ অধিবেশন বর্জন করেন। এর কিছুক্ষণ পর ভাইস প্রেসিডেন্ট মেঘবতী সুকর্ণপুত্রী দেশের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হ'লেন। তিনি ভেদাভেদ অবসানের জন্যে দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। প্রায় অন্ধ ও অতি দুর্বল পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ সংসদের এই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ত্যাগ করবেন না। অবশ্য দু'দিন পরেই তিনি প্রাসাদ ছেড়ে দেন ও বর্তমানে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হপকিন্স হাসপাতালে অবস্থান করছেন।

প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ ৩৪৪ জন সংসদ সদস্যের ভোটে পদচ্যুত হন। ৬৯৫ আসনের ইন্দোনেশীয় সংসদে ভোট গ্রহণের সময় ৫৯৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তবে ওয়াহিদকে অপসারণের বিপক্ষে কেউ ভোট দেননি।

[ইন্দোনেশিয়ায় কি কোন যোগ্য পুরুষ নেতা নেই? মহিলা নেতৃত্বের অধীনে দেশে কখনোই সফলতা আসবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ ভবিষদ্বানী কি মুসলমানেরা ভুলতে বসেছে? - সম্পাদক]

যৌথ ঘোষণা ছাড়াই আগ্রা শীর্ষ বৈঠক সম্পন্ন

কোনরূপ যৌথ ঘোষণা ছাড়াই গত ১৬ জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মধ্যেকার বহুল আলোচিত আগ্রা শীর্ষ বৈঠকের সমাপ্তি ঘটেছে। মুঘল শাসনামলের অনেক স্মৃতিবিজড়িত তাজমহল খ্যাত আগ্রায় মুশাররফ ও বাজপেয়ীর মধ্যে চার দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ১৫ জুলাই এবং এটি স্থায়ী হয় দেড় ঘন্টা। বৈঠকটি দৃশ্যতঃ আশাব্যঞ্জক মনে হ'লেও মূলতঃ কোন বৈঠকেরই ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয়নি। দু'নেতা কোন চুক্তি স্বাক্ষর করার মত সমঝোতায় পৌঁছতে পারেননি। অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই দেশে ফিরতে হয়েছে জেনারেল পারভেজ মুশাররফকে। এ সময়ে জেনারেল মুশাররফ প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানালে বাজপেয়ী ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চলতি বছরের শেষ নাগাদ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'তে পারে বলে ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র জানান।

পাকিস্তান আগাগোড়াই যেমন বলে এসেছে সর্বাগ্রে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে, শীর্ষ বৈঠকেও জেনারেল মুশাররফ সেই প্রত্যয়ের উপরই অবিচল ছিলেন। কিন্তু ভারত কাশ্মীর সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। খবরে প্রকাশ প্রধানতঃ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অনমনীয় মনোভাব ও কঠোর অবস্থানের পরিণামেই বানচাল হয়ে গেছে সফলতার সকল সম্ভাবনা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে বৈঠকটি পুরোপুরি আশা ব্যঞ্জক না হ'লেও সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ ও সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিরোধিতা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহ উপস্থাপিত অন্য প্রতিটি বিষয়েই মুশাররফ ও বাজপেয়ী একমত হয়েছেন। এমনকি বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বহু দূর এগিয়েছেন। একমাত্র কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে এসে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফ এক সরকারী সফরে গত ১৪ জুলাই স্ত্রী সেহবা মুশাররফ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সাত্তার, পররাষ্ট্র সচিব এনামুল হক সহ ১৯ জনের একটি প্রতিনিধি দল সহ নয়াদিল্লী গমন করেন। জেনারেল মুশাররফকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় রাষ্ট্রপতি ভবনে। সেখানে ভারতের প্রেসিডেন্ট কে. আর, নারায়ণন ও প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ১৬ বছরের মধ্যে এটিই কোন পাকিস্তানী নেতার ভারত সফর।

[দুর্ভাগ্য, পাকিস্তানী মুসলিম নেতার পদার্পনের কারণে ভারতের 'শিবসেনা' সহ কয়েকটি ধর্মীয় গোষ্ঠী তাজমহলকে পবিত্র করার জন্য গো-চেনা ও গঙ্গাজল দিয়ে ধৌত করার জন্য সেখানে গিয়ে ধোয়া-মোছা শুরু করেছিল। খবর জানতে পেরে পুলিশ তাদেরকে হটিয়ে দেয়। অমুসলিমদের সাথে কখনোই মুসলমানদের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাম্য হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর হুকুম সেটাই। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে রসুন

এক গবেষণায় দেখা গেছে, হৃদরোগসহ বিভিন্ন কার্ডিওভাসকুলার রোগের প্রতিরোধে রসুন বেশ কার্যকর। তাছাড়া কয়েক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধেও রসুন বেশ ফলপ্রসূ। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিকাল ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ক্যাথি-ই-ডেনেহী তাঁর গবেষণাধর্মী নিবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত সামান্য পরিমাণ (১/২ কোয়া) রসুন ভক্ষণে দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কিছুটা কমে যায়। দেখা গেছে, রসুন করোনারী ধমনীর প্রসারণেও সহায়তা করে থাকে। তদুপরি এর রয়েছে বিশেষ ধরনের এন্টি অক্সিডেন্ট শক্তি, যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে। তাছাড়া রসুন দেহের ফুসফুসে অবস্থিত এসিই এনজাইম-এর সক্রিয়তা কমিয়ে দেয়, যা হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও সমগ্র দেহের রক্তনালীসমূহের প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে রসুন, যা রক্তনালীর বিভিন্ন সমস্যা যেমন-এথেরোসক্লোরোসিস প্রতিরোধে সহায়ক। এখানেই শেষ নয়, এটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও গড়ে তুলতে পারে প্রতিরোধ। যেসব পদার্থ ক্যান্সার ঘটায় তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমে খাদ্যনালী, ফুসফুস, কোলন, পাকস্থলী, এমনকি স্তন ক্যান্সার-এরও ঝুঁকি কমায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত অধিক পরিমাণে রসুন ভক্ষণে পাকস্থলীতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। যদিও রসুন দেহে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়। কিন্তু ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে এর আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়।

যে প্রাণীর চারটি হৃদপিণ্ড

প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল পানিতে বিচরণকারী 'হ্যাগফিস' নামক প্রাণীর রয়েছে চারটি হৃদপিণ্ড। এদের আকৃতি আশ্চর্য, দর্শন লম্বাটে। তবে এরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। দুঃখজনক যে, এই প্রাণীটি জন্মান্ধ। এদের কোন চোখ নেই। না খেয়ে এরা অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

সৌরশক্তিতে চলবে পাম কম্পিউটার

সম্প্রতি জাপানের একটি হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী কোম্পানী 'নিনটেনডো গেসসয়' নামে নতুন পাম কম্পিউটার বাজারে ছাড়ছে। এই পাম কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এটির ৫০ শতাংশ চলবে ব্যাটারীতে এবং বাকী ৫০ শতাংশ সৌরশক্তিতে। তবে তারা আশা করছেন যে, আগামী জুলাইতেই তারা এটিকে সম্পূর্ণভাবে সৌরশক্তি চালিত করতে সক্ষম হবেন। এর পর্দাটাই সোলার সিস্টেম হিসাবে কাজ করবে। এটিই সনি প্লে স্টেশনের মত শক্তি প্রক্রিয়াজাতকরণ করবে। এই কম্পিউটার সবখানেই ব্যবহারোপযোগী। তবে বিমানযাত্রীরা এর প্রতি বেশী আসক্ত বলে জানা গেছে। এটির আবিষ্কারে কম্পিউটার আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

মানবদেহে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের প্রথম সফল প্রতিস্থাপন

মানবদেহে এই প্রথমবারের মত একটি পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য চিকিৎসক লাগাম গ্রে এবং রবার্ট ডাইলিং স্থানীয় জুইয়িশ হাসপাতালে গত ২ জুলাই সোমবার টানা ৭ ঘন্টার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে একজন রোগীর দেহে এ হৃৎপিণ্ড স্থাপন করেন। অস্ত্রোপচার শেষে কৃত্রিম হৃদপিণ্ড ধারণকারী রোগী বেশ সুস্থ রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে।

এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান 'অ্যাবিওমেড ইনকর্পোরেটেড' এবং হাসপাতাল সূত্র রোগীর পরিচয় গোপন রেখেছে। এই অভূতপূর্ব অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনে গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি সফলভাবে কাজ করে গেলে প্রতি বছর হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষমাণ হাযার হাযার রোগীর জীবন বেঁচে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ডেনভার নগরীভিত্তিক সংস্থা অ্যাবিওমেড ইনকর্পোরেটেড গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের উদ্ভাবিত কৃত্রিম হৃদযন্ত্র ১৫ জন রোগীর দেহে প্রতিস্থাপনের জন্য মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের অনুমতি লাভ করবে। প্লাস্টিক ও টাইটানিয়াম ধাতুতে গড়া মোটর চালিত একটি হাইড্রোলিক পাম্পই হচ্ছে এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্র। দেখতে আঙ্গুর ফলের মত এ যন্ত্রের ওযন ১ কেজি। রোগীর অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের নিলয়গুলির কাজ সারার মত করে এটি তৈরী করা হয়েছে। এটিই প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র, যাকে বাইরে থেকে ব্যাটারীর সাহায্যে চালাতে হবে না।

ডায়রিয়ার নতুন ভাইরাসের সন্ধান লাভ

বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মত ডায়রিয়া রোগের একটি ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে। ডায়রিয়ার এই জীবাণুর নাম 'গ্রুপ বি রোটা ভাইরাস'। সাধারণ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ এই ভাইরাসের কারণে ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হন। বাংলাদেশ হ'ল তৃতীয় দেশ যেখানে এই ভাইরাস সনাক্ত করা হ'ল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এখনও কোন টিকা আবিষ্কার করা যায়নি। এ কারণে আক্রান্ত রোগীর জন্য প্রথাগত কোন চিকিৎসা নেই।

'বিরাটা ভাইরাস' সনাক্ত করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাহিদুদ্দীন আহমাদ। যিনি আরো তিনটি দেশের গবেষকদের পাশাপাশি এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। এর আগে এই ভাইরাস পাওয়া যায় চীনে ১৯৮২ সালে এবং ১৯৯৭ সালে পাওয়া যায় কলিকাতায়। তারা ৫ জন রোগীর মধ্যে এই ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন। তবে বাংলাদেশে পাওয়া গেছে আরো বেশী। অধ্যাপক মুজাহিদুদ্দীন আহমাদ ২০১টি নমুনা পরীক্ষা করে ১৪ জন রোগীর মধ্যে এই ভাইরাসের সন্ধান পান।

এই ডায়রিয়া বাংলাদেশে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়তে পারে চলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গত কয়েক মাসে ডায়রিয়া যে তীব্র আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল, তন্মধ্যে এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত বেশ কিছু রোগী ছিল। ভাইরাস ডায়রিয়াতে এন্টিবায়োটিক ওষুধ কোন কাজে লাগে না; বরং এন্টিবায়োটিকে ডায়রিয়া আরো প্রবল হয়। কারণ আপাতত এ ভাইরাসের কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com

পাঠকের মতামত

মাসিক 'আত-তাহরীক' আলোর দিশারী

সৃষ্টির সেরা মানবজাতি যখন পৃথিবীর দিক-দিগন্তে বিভিন্ন ইজম-মতবাদ, তরীক্বা ও মাযহাবের আবেগে আবিষ্ট, অনৈতিকতার অবগাহনে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত, সমাজ, সভ্যতা যখন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত, অর্থের মোহনী শক্তি আর লোভ-মোহে যখন দিশেহারা, শোষণ-ত্রাসে যখন জনজীবন অতিষ্ঠ, যখন পৃথিবীর দিক-দিগন্তে কুফরী মতবাদ অন্ধকার করে রেখেছে ও বিশ্বব্যাপী সকল বাতিল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম সভ্যতাকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য মরণ কামড় বসিয়ে দিয়েছে এবং কোটি কোটি মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলার খরচ করে অর্থলোভী সেবা দাসদের মাধ্যমে ব্যাপকহারে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট করে চলেছে, পশ্চিমা জগতের ভ্রান্ত বাতিল আর অপ-সংস্কৃতির অক্টোপাশে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব যখন হুমকির সম্মুখীন, ঠিক তেমনি মুহূর্তে ফুল ফুটে যেমন সৌরভ ছড়িয়ে দেয়, তেমনিভাবে আলোকবর্তিকার মশাল নিয়ে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পুষ্প কানন থেকে মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এমন দ্বীনি পত্রিকা ভেজাল ইসলামপন্থী ও সর্বোপরি ইসলাম পরিপন্থীদের আতংক। ফলে সকল বাতিলপন্থীরা **'আত-তাহরীক'** আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের ভাষায় 'যখন সত্যের আবির্ভাব হয়, তখন মিথ্যা দূরীভূত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হওয়ারই' *(বণী ইসরাঈল ৮১)*।

বহুল প্রচারিত মাসিক **'আত-তাহরীক'** হাযারো পত্রিকার ভিড়ে আমার প্রাণপ্রিয় পত্রিকা। সত্যিই এটি একটি আদর্শময় নির্ভেজাল ইসলামী ম্যাগাজিন। যুগ যুগ ধরে এদেশে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর মত দ্বীনি পত্রিকা খুবই বিরল; বরং নাই বললেই চলে। বাজারে ছড়িয়ে পড়া অগণিত পত্রিকার মাঝে **'আত-তাহরীক'** নিরপেক্ষ ও মুক্ত এবং রুচিশীলতার আহ্বান জানায়। এর প্রতিটি লেখা খুবই মনোত্তীর্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ। আর সময়োপযোগী সম্পাদকীয় তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও হেদায়াতের সন্ধান দেয়। সর্বোপরি এ পত্রিকার রচয়িতাদের রচনাবলী এতই সুন্দর ও সুগঠিত যে, যা প্রশংসা দ্বারা শেষ করতে চাইলে সত্যি সত্যিই কৃপণতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এর লেখনী এতই শাণিত, ক্ষুরধার ও যুগোপযোগী যে, অচেতন ঘুমন্ত ঈমানদারকে সচেতন করতে সত্যিই সক্ষম। যার প্রমাণ প্রায় চার বছর ধরে **'আত-তাহরীক'** দেশে প্রচলিত শত শত পত্রিকার সাথে টক্কর দিয়ে আজো নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে বিরামহীন গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বাতিলের তীব্র প্রতিরোধ এবং ঘুণেধরা, মরিচাপড়া সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে **'আত-তাহরীক'**-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তাই আমি একজন পাঠক হিসাবে **'আত-তাহরীক পরিবারকে'** কিভাবে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাব, সে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

'আত-তাহরীক'-এর বিভিন্ন কলাম পড়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। অনেক সময় অনেক প্রশ্ন আমার মনে উদয় হ'ত, অবশ্য **'আত-তাহরীক'** অধ্যয়ন করে তার উত্তর পেয়ে যেতাম। এক সংখ্যা পড়ার পর পরবর্তী সংখ্যা পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। মানুষ কোন কাংখিত জিনিস পেলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়, ঠিক তেমনি আমার প্রিয় পত্রিকাটিকে পেয়ে আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। আমি মনে করি নব্য জাহেলিয়াতের যুগে মাসিক **'আত-তাহরীক'ই** হবে আমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। **'আত-তাহরীক'**-এর নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে দ্বীনের কাজ করলে দ্বীনের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। আর যদি প্রতিহিংসায় প্রজ্জ্বলিত কেহ হয়, তাহ'লে দ্বীন থেকে আদম সন্তান দূরে থাকবে। তার জন্য প্রধানতঃ কে দায়ী থাকবে, তা সহজে অনুমেয়।

তাই পাঠকবৃন্দের প্রতি আমার আকুল আবেদন, আপনারা নিজেরা এই পত্রিকা পড়ে অন্যদেরকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন! একজনকে গ্রাহক করতে পারলে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক, কলামিষ্ট ও ফৎওয়া বিভাগের সকল সদস্যের দীর্ঘায়ু কামনা করে ও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। ওয়াসসালাম।

❐ *মুহাম্মাদ হাশেম*
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)
আর,আই, ডিগ্রী কলেজ
টেংলাহাট, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

কিছু কথা কিছু অনুভূতি

'আত-তাহরীক' চমৎকারই লাগলো। সুন্দর শৈল্পিক শৈলী। এর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলে গত ৮ই জুন ২০০১ কুমিল্লা টাউন হল মিলনায়তনে। অনেক কিছু জানলাম, শুনলাম এবং দেখলাম। সম্পাদক ছাহেবকেও দেখলাম। যদিও কথা বলার তেমন সুযোগ হয়নি। নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হ'ল। কিসের ধুম্রজালে যেন আমাদের এ সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। বড়ই অবাক লাগছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে আমার শ্রদ্ধা ও অভিবাদন। আরও অভিবাদন জানাই সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও মুছলেহুদ্দীন ভাইকে। কেননা ওনাদের চমৎকার ও সঠিক বাক্যালাপগুলো কিছু সময়ের জন্য হ'লেও মাতম করে রেখেছিল আমাকে। মনে প্রশ্ন জাগে- এ সমাজ, এ জাতি, এ উম্মাহ আজ এতই অতল গহ্বরে? এতই অন্ধকারে? এতই বিভাজনে? কেন? পরিশেষে সত্য পথ যাত্রীদের কাফেলায় আমাকে যেন শরীক করেন বিধাতা এই প্রার্থনায় আজ এ পর্যন্তই- আল্লাহ হাফেয।

❐ *হাফেয গোলাম সারওয়ার*
আড্ডা সাউথ, কুমিল্লা।

http://islaminonesite.wordpress.com

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন সম্পন্ন

গত ৫ই জুলাই ২০০১ রোজ বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম বলেন, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ হচ্ছেন সংগঠনের মূল স্তম্ভ। সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণের কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। তিনি কাউন্সিল সদস্যদেরকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, যুবকরাই হচ্ছে আন্দোলনের মেরুদণ্ড। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা যুবশক্তির আত্মত্যাগ ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি কাউন্সিল সদস্যদেরকে যুবঅঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে গঠনতান্ত্রিক নিয়মে বয়স উত্তীর্ণের কারণে ৭ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য স্তর হ'তে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তাঁরা হ'লেন- আহমাদ শরীফ (কুমিল্লা), ফারুক আহমদ (নাটোর), তোফাযযল হোসাইন (রাজশাহী), আবুল হোসাইন (গাইবান্ধা), এনামুল হক (বগুড়া), লিয়াকত আলী খান (খুলনা) ও আব্দুল ওয়াকীল (দিনাজপুর গঃ)।

বিদায়ী কাউন্সিল সদস্যদের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যে জনাব আহমাদ শরীফ (কুমিল্লা) অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, এ সংগঠন করতে যেয়ে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি। বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের পিছু ছাড়েনি। তবুও আমরা হতাশ হইনি। বরং এগিয়ে চলেছি দৃঢ়পদে। সংগঠনের এই জোয়ার সর্বদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি সকল কাউন্সিল সদস্য ভাইদের প্রতি আহ্বান জানান। অতঃপর সভাপতির সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে কাউন্সিল সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

সাতক্ষীরাঃ গত ৭ই জুলাই ২০০১ ইং শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলাধীন বাঁশদহা এলাকার নারায়ণজোল শাখায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর যেলা তাবলীগ সম্পাদক জনাব শাহীনূর রহমান সূরায়ে আছরের আলোকে বলেন যে, মা-বোনদেরকে তাদের স্ব স্ব অঙ্গনে অবশ্যই দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলিম ভাই-বোনকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি পাওয়ার স্বার্থে ইল্‌ম, আমল, দা'ওয়াত ও ছবর-এর চারটি গুণ হাছিলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আলোচনা শেষে ২৫ জন মহিলা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক সদস্যা ফরম পূরণ করেন। অতঃপর মোসাম্মাৎ সেলীনা মুমতায-কে সভানেত্রী ও রেহানা পারভীন-কে সাধারণ সম্পাদিকা করে ৯ সদস্যা বিশিষ্ট নারায়ণজোল শাখা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৫১)ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও মিথ্যা মামলাকারীর পরিণতি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং মিথ্যা মামলাকারীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটিঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা মামলা করা' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০ 'মুনাফিকের আলামত ও কবীরা গোনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ)। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে হারাম করেছেন *(হজ্জ ৩০)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা এবং কসম কিংবা সাক্ষ্যকে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। আল্লাহ তাদের সাথে ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(আলে ইমরান ৭৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি মিথ্যা কসম বা মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা কোন কিছু দাবী করে তাহ'লে তার পরিণাম জাহান্নাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬৫ 'ইমারত' অধ্যায়, 'সাক্ষ্যদান ও ফায়ছালা' অনুচ্ছেদ)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে কারো হক নষ্ট করে, তাহ'লে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব এবং তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)। অতএব উপরোক্ত দলীল ভিত্তিক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং মিথ্যা মামলাকারীর পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (২/৩৫২)ঃ আমাদের এলাকায় ছাগলের গোশতের দাম গরুর গোশতের দ্বিগুণ। বিধায় কুরবানীর দিনে এক কেজি ছাগলের গোশতের বিনিময়ে দু'কেজি গরুর গোশত বদল করার প্রথা চালু আছে। ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে এ প্রথা কি সঠিক?

-মুহসিন
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কুরবানী হৌক কিংবা অন্য গোশত হৌক এক কেজির পরিবর্তে দু'কেজি গ্রহণ বা প্রদান উভয়ই সূদ। আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা বেলাল (রাঃ) 'বারনী' নামক এক প্রকার খেজুর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলে তিনি বললেন, 'এই খেজুর তুমি কোথায় পেয়েছ? বেলাল (রাঃ) বললেন, আমাদের কাছে দুর্বল

http://islaminonesite.wordpress.com

খেজুর ছিল। সেগুলি দু'ছা এক 'ছা'-এর পরিবর্তে বিক্রি করেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ওহ, এটাই প্রকৃত সূদ, এটাই প্রকৃত সূদ। কখনও এ কাজ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/২৮১৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'রেবা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩/৩৫৩)ঃ সঊদী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'তফসীরে মা'আরেফুল ক্বোরআন'-এর ১৮৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আদম (আঃ)-এর দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেও আমি নবী ছিলাম এবং মি'রাজ রজনীতে আমি সকল নবীর ইমামতি করেছি'- কথা দু'টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কামারুয্যামান
নবিয়াবাদ, চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্য দু'টির প্রথমটি ঠিক নয়। এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে তিনি সকল মানুষের নবী ছিলেন একথার প্রমাণ পাওয়া যায় *(সূরা সাবা ২৮; বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৫ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়)*। মি'রাজ রজনীতে তিনি সকল নবীর ইমামতি করেন একথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম ১/৯৬ পৃঃ, হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/৩৫৪)ঃ 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' বাক্যটি কি প্রবাদ, না হাদীছ? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- মুনাওয়ারা বেগম
ডাকবাংলা পাড়া, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বাক্যটি প্রবাদ। তবে ইহা একটি হাদীছের সারমর্ম। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত যথাক্রমে কস্তুরী বিক্রেতা আর কামারের হাপরে ফুঁকদানকারীর ন্যায়। কস্তুরী বিক্রেতা হয়ত তোমাকে এমনিতেই কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে ক্রয় করবে অথবা তার কাছে থাকলে তার সুঘ্রান তো তুমি অবশ্যই পাবে। আর কামারের হাপরের ফুলকি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পুড়িয়ে দিবে অথবা তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ তো অবশ্যই পাবে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৪২৬ পৃঃ, হা/৫০১০, আল্লাহ্র প্রতি দয়া ও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভাল বাসা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৫/৩৫৫)ঃ স্বামী-স্ত্রীর রাত্রিকালীন গোপনীয়তা প্রকাশ করা যায় কি? ছহীহ দলীলসহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আযাদ আলী
বাররশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয় প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। কারণ এটি এক প্রকার অঙ্গীকার। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(ইসরা ৩৪)*। আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকটে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে রাত্রিকালীন স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে' (মুসলিম ১/৪৬৭ পৃঃ, হা/১৪৩৭; মিশকাত হা/৩১৯০ 'বিবাহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৬/৩৫৬)ঃ শিশুদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলা হয়। যেমন 'ঘুমাও, নাহ'লে বাঘে খাবে' প্রভৃতি। এরূপ মিথ্যা বলা যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ মিথ্যাকেও মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। নবী করীম (ছাঃ) সে সময়ে আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি ডাকার সময় বললেন, 'বাবা! এদিকে এসো, তোমাকে একটা জিনিষ দিব'। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে (ইবনে আমর-এর মা) বললেন, 'তুমি কিছু দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ডাকনি'? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ওকে খেজুর দিব'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সাবধান! তুমি তাকে কিছু না দিলে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে' (ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৯৯১ 'আদব' অধ্যায়, 'মিথ্যার প্রতি কঠোরতা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৮)।

ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, কেউ যদি কোন শিশুকে কিছু দিবে বলে ডাকে, অতঃপর তা না দেয়, তাহ'লে সে ব্যক্তি মিথ্যুক *(সিলসিলা ছহীহ ২/৩৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৩৫৭)ঃ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েয *(মুসলিম, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৫৬; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৮১ 'তালাক' অধ্যায়, 'তালাকের সুন্নাতী পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*। তবে এ ক্ষেত্রে ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত *(সূরা তালাক্ব ৪)*।

প্রশ্ন (৮/৩৫৮)ঃ জিনদের কোন আকার আছে কি? জিনেরা যে কোন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে কি? মানুষকে জিনে ধরে কি? জিনে ধরলে জিনসাধক কবিরাজের কাছে যাওয়া জায়েয কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

-রেযাউল ইসলাম
লক্ষীপুর, ভাটাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জিনদের আকার আছে (আন'আম ১৩০)। জিনেরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে (আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ১৬/৮৯ পৃঃ)। জিনেরা মানুষের ক্ষতি করে, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক সময় জিনদের ক্ষতি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। যেমন পেশাব-পায়খানায় গেলে অপবিত্র পুরুষ ও মহিলা জিন থেকে পরিত্রাণ চাইতেন (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৭ 'পায়খানা-পেশাবের আদব' অনুচ্ছে, সনদ ছহীহ)। জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার

http://islaminonesite.wordpress.com

জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব। জিনসাধক যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে জিনের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তার নিকট যাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৯/৩৫৯)ঃ যুলক্বারনাইন কে ছিলেন? তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ এস,এম, এ মামূন
মেডিক্যাল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস
বগুড়া।

উত্তরঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যুলক্বারনাইন-এর বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। সূরা কাহাফের ৮৩ থেকে ১০১ নং আয়াতে বর্ণিত যুলক্বারনাইন-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হ'লঃ তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশা ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহ জয় করেছিলেন। এসব বিজিত দেশে তিনি সুবিচার ও ইনছাফ কায়েম করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সব ধরনের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন। যুলক্বারনাইন পৃথিবীর তিন প্রান্ত অর্থাৎ প্রাচ্য, প্রাশ্চাত্য এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে দু'পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে তিনি একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের লুটতরাজ থেকে সে এলাকার জনগণ নিরাপদ লাভ করেছিল।

প্রশ্ন (১০/৩৬০)ঃ দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনের পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যহুরুল ইসলাম
নলাম কারিগর পাড়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ ইলম অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'লে জাহান্নামী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা দুনিয়াবী স্বার্থে অর্জন করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের গন্ধও পাবে না' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭, সনদ ছহীহ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/৩৬১)ঃ হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবাগণ ছালাত আদায়ের সময় দু'বগলে গোপনীয়ভাবে ছোট ছোট পুতুল রাখতেন। আর এজন্যই নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে বলেছিলেন। কথাটির সত্যাসত্য জানতে চাই।

আব্দুল কাফী
বড়গাছী, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কথাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের উপর আরোপিত একটি মিথ্যা অপবাদ মাত্র। যার ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)। তিনি অন্যত্র বলেন, 'সাবধান! তোমরা আমার পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনায় সতর্ক হও। যদি কেউ আমার সম্পর্কে কোন কথা বলে, সে যেন সঠিক ও হক্ব কথা বলে। কেননা কেউ যদি আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' (ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৩; সিলসিলা ছাহীহা হা/১৭৫৩)।

ছাহাবাদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার আমার ছাহাবাদেরকে গাল-মন্দ করিও না। কেননা তোমাদের কেউ যদি আল্লাহ্র রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে তবুও সামান্য এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমান ছওয়াব লাভ করতে পারবে না' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০০৭ 'ছাহাবাগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)। প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। বরং সকল ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈ গণই ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (মির'আতুল মাফাতীহ ৩/১৪ পৃঃ, রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' এপ্রিল ২০০১ ১২/২২২ নং প্রশ্ন)।

প্রশ্ন (১২/৩৬২)ঃ আমাদের দেশের পীরের মুরীদদের অধিকাংশই এ কথা বলে যে, উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে যাওয়া যায় না, পীর ছাড়া তেমনি আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুহাইমেন
বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কথাগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ যুক্তিতে মহান সত্ত্বা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টি সাধারণ একজন জজের সাথে তুলনা করা হয়েছে (না'ঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও তাঁর নৈকট্য (অসীলা) অন্বেষণ কর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে' *(মায়েদা ৩৫)*। পীরভক্ত মুরীদরা উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে পীরগণকে অসীলা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ অত্র আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যায় হযরত ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه– অর্থঃ 'তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং এমন আমলের মাধ্যমে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন (ইবনু কাছীর ২/৫৫ পৃঃ; মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/৩২৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৩/৩৬৩)ঃ শার্ট-প্যান্ট বা গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যায় কি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শার্ট-প্যান্ট বা গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যায়। তবে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় জায়েয নয়। কেননা ছালাত আদায় হওয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড়

http://islaminonesite.wordpress.com

থাকা শর্ত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন কাপড়ে ছালাত আদায় না করে, যার কোন অংশ মুছল্লীর কাঁধের উপরে নেই' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ৭২ 'সতর' অনুচ্ছেদ হা/৭৫৫)। ওমর ইবনে আবু সালমা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উম্মে সালমার গৃহে এক কাপড়ের দুই পার্শ্ব দুই কাঁধের উপরে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখেছি (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ৭২, 'সতর' অনুচ্ছেদ হা/৭৫৪)।

উক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, উভয় কাঁধ ঢাকা থাকলে যেকোন পোষাক দ্বারা ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৬৪)ঃ একশত বছর বয়সের জনৈক বৃদ্ধ এক ষোড়শীকে বিয়ে করেছে। এরূপ অস্বাভাবিক বয়সের পার্থক্য থাকা অবস্থায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় কি?

- সোলায়মান
মিঁয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এরূপ বৃদ্ধের যদি বিবাহের ক্ষমতা থাকে এবং মেয়ের অভিভাবক বিবাহে রাযী থাকে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এ বিবাহ জায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। নয় বছর বয়সে তাদের মিলন হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মারা যান, তখন আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল আঠারো বছর (মুসলিম, মিশকাত ২৭০ পৃঃ, হা/৩১২৯ 'বিবাহে ওয়ালী ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪৫ বছর বয়সে আয়েশা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদীজা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন।

উল্লেখিত দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, বয়সের পার্থক্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

প্রশ্ন (১৫/৩৬৫)ঃ জিন ও মানবজাতির মধ্যে পৃথিবীতে প্রথম কোন জাতির আবির্ভাব ঘটে। যদি প্রথম জিনের আবির্ভাব হয়, তাহ'লে সে সময় তাদের খাদ্য কি ছিল? সে সময় অন্য কোন প্রাণী ছিল কি?

-রাজ আহমাদ
শ্যামপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে লূপূর্ণ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ২৭)*। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের খাদ্য হচ্ছে- হাড়, গোবর ও কয়লা *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫ 'পোশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*। মানুষ পৃথিবীতে আসার পূর্বে জিনদের অন্য কোন খাদ্য ছিল কি-না এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে উপরোল্লেখিত ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে বলা যায় যে, তখনও তাদের খাদ্য এগুলিই ছিল।

প্রশ্ন (১৬/৩৬৬)ঃ এক স্বামীর গৃহে একজন স্ত্রী পরপর ২০টি সন্তান প্রসব করলে, তাকে পুনরায় বিয়ে দিতে হবে বলে আমাদের এলাকার মানুষের প্রচলিত ধারনা? কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাশেম আলী
রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বিষয়টি আদৌ সত্য নয়। কেননা শরী'আতে এরূপ কোন বিধান নেই। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) বেশী বেশী সন্তান প্রসবিনী মহিলাকে বিবাহ করতে বলেছেন। মা'কাল ইবনে ইয়াসার বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ঐসব মহিলাকে বিবাহ কর, যারা স্বামীকে ভালবাসে এবং বেশী বেশী সন্তান প্রসব করতে পারে। কেননা আমার উম্মত বেশী হ'লে তা আমার জন্য গৌরবের বিষয় হবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'বিবাহ' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৬৭)ঃ আমরা ৯ ভাই-বোন। আমাদের পিতা বেঁচে নেই। আমরা বোন হিসাবে পিতার সম্পত্তি হ'তে প্রায় ২ লক্ষ টাকা পাই। কিন্তু ৪০ হাযার টাকার বেশী নিলে ভাইয়েরা আমাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এ সমস্যার সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

-আব্দুল মাজেদ আকন্দ
আব্দুল্লার পাড়া, বারকোনা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পিতার সম্পত্তি তার ছেলে-মেয়ের মাঝে শরী'আত নির্ধারিত অংশ হিসাবে বন্টিত হবে। কেউ কারো অংশে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। একদা এক ছাহাবী তার এক ছেলেকে একটি গোলাম (দাস) দিতে চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কায়েম কর' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'নেয়া-দেয়া' অনুচ্ছেদ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, 'আল্লাহ পাক প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব পুরোপুরি প্রদান করতে বলেছেন' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০৭৩ 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)। অতএব ভাইদের উচিত বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য শরী'আত সম্মতভাবে প্রদান করা।

প্রশ্ন (১৮/৩৬৮)ঃ ছালাতে শেষ বৈঠকে দো'আ মাছূরাহ পড়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যায় কি? অনেকেই বলেন, তাশাহহুদ লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

- ক্বামরুল হাসান
গ্রামঃ রুদ্রেশ্বর, পোঃ কাকিনা বাজার
লালমনিরহাট।

উত্তরঃ আত্তাহিইয়াতু, দরূদ, দো'আ মাছূরা ও চারটি বস্তু হ'তে পানাহ চাওয়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছামত যেকোন দো'আ করা যায়। এজন্য তাশাহ্হুদ লম্বা হওয়াটা স্বাভাবিক। রাসূল (ছাঃ) যখন শেষ বৈঠক হ'তে অবসর

http://islaminonesite.wordpress.com

নিতেন, তখন ৪টি বস্তু হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব, জীবন-মরণের ফিৎনা ও দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে আশ্রয় চাচ্ছি'। অতঃপর তিনি নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করতেন (মুসলিম, নাসাঈ, ইরওয়া হা/৩৫০; আদবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী ১৮২ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূল (ছাঃ) তাশাহ্হুদে নিজের জন্য দো'আ করতেন (আবুদাউদ, আহমাদ, সনদ ছহীহ, ছিফাতু ছালাতিন নাবী ১৮৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৩৬৯)ঃ মিথ্যা বলা কি মহাপাপ? জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা যায় কি? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা বলা মহাপাপ (সূরা হজ্জ ৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০, 'মুনাফিকের আলামত ও কবীরা গোনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)। তবে বৈধ পন্থায় কল্যাণের জন্য মিথ্যা বলা যায়। ইবরাহীম (আঃ) একদা মুশরিকদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, একাজ বড় মূর্তি করেছে' (*আম্বিয়া ৬৩*)। একদা মুশরিকরা তাদের উৎসবে শরীক হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-কে দা'ওয়াত দিলে তিনি না যাওয়ার জন্য বলেন, 'আমি অসুস্থ' (*ছাফফাত ৮৯*)। ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে একদা একদল লোককে বলা হয়েছিল তোমরা চোর। অথচ তিনি জানতেন তারা চোর নয় (*ইউসুফ ৭০*)। কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য রাসূল (ছাঃ) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে প্রয়োজনীয় কথা বলার অনুমতি দিয়েছিলেন (বুখারী ২/৫৬৭ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২০/৩৭০)ঃ কেউ যদি আমীরের আনুগত্য না করে, তাহ'লে তার শারঈ বিধান কি হবে?

- ইউসুফ আলী
নারুলী, বগুড়া।

উত্তরঃ আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। নচেৎ নাফরমান বান্দা হিসাবে আল্লাহ্র নিকটে পরিগণিত হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে যেন আল্লাহ্র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে যেন আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের নাফরমানী করল, সে যেন আমারই নাফরমানী করল'... (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬১, 'প্রশাসন ও বিচার' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (২১/৩৭১)ঃ আমার ২৪ মণ শস্য হয়েছে। বিশ মণের ওশর দেওয়ার পর বাকী ৪ মণের ওশর দিতে হবে কি?

- শফীকুল ইসলাম
নবিয়াবাদ, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শস্য পাঁচ 'ওয়াসাক্ব' অর্থাৎ বর্তমান হিসাবে ১৮ মণ ৩০ কেজি অথবা ৮০-এর ওযনে ২০ মণ হ'লে বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর বের করতে হবে। এক্ষণে নেছাব পরিমাণ অর্থাৎ ১৮ মণ ৩০ কেজির পর অতিরিক্ত যত শস্য হবে সবগুলির একই হিসাবে যাকাত বের করতে হবে। আলী (রাঃ) বলেন, ২০০ দেরহাম এক বছর থাকলে তাতে ৫ দেরহাম যাকাত দিতে হবে। আর ২০টি স্বর্ণমুদ্রা ১ বছর থাকলে তাতে অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে এবং এর চেয়ে যা বেশী হবে তা হিসাব করে যাকাত দিতে হবে (*আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৩*)।

প্রশ্ন (২২/৩৭২)ঃ আমরা বক্তাদের মুখে শুনে থাকি যে, স্বামী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। তবে কি স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলতে পারে না?

- আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ স্বামী যেমন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। উক্বাবার মেয়ে উম্মে কুলছূম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে শুধুমাত্র তিনটি বিষয়ে মিথ্যার অনুমতি দিতে শুনেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি ঐ লোককে মিথ্যুক মনে করি না, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যে ব্যক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং যে পুরুষ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলে এবং যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলে' (*ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৯২১, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, সিলসিলা ছাহীহা হা/৫৪৫*)।

প্রশ্ন (২৩/৩৭৩)ঃ গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা যায় কি?

- আসমা
গাবতলী কলেজ পাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা যায় (কুহুল বারী ১/৩৮৫ পৃঃ)। মূসা (আঃ) মানুষ থেকে ভিন্ন হয়ে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতেন (বুখারী ১/৪১ পৃঃ)। আইয়ূব (আঃ) গোসলখানায় নগ্ন অবস্থায় গোসল করতেন (বুখারী ১/৪১ পৃঃ)। তবে কাপড় পরে গোসল করাই উত্তম এবং এটি শিষ্টাচারের অন্যতম দিকও বটে। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন কাপড় পরে গোসলখানায় প্রবেশ করে' (ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২৯৬৫)। মু'আবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ নির্জনে নগ্ন হ'তে পারে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ মানুষের চেয়ে বেশী লজ্জার হক্ব রাখেন' (ছহীহ আবুদাউদ হা/৪০১৬ 'গোসল খানা' অধ্যায়)। সুতরাং গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েয। তবে কাপড় পরে গোসল করা উত্তম।

প্রশ্ন (২৪/৩৭৪)ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com

মক্কা ও মদীনার ইমাম সহ বিশ্বের বড় বড় মুফতীদের সূত্র সহ তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা জানতে চাই।

- সাইফুল্লাহ
৪৩০ দক্ষিণ দনিয়া
নয়াপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ শরী'আতের কোন বিধান মক্কা-মদীনা বা পৃথিবীর কোন বড় আলেম দ্বারা অনুমোদিত নয়। কাজেই ঈমানের দাবী হচ্ছে দলীলের মাধ্যমে শরী'আতের বিধান জানতে চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের না জানা বিষয় আলেমদের নিকট জানতে চাও দলীল সহকারে' *(নাহল ৪৩)*। আর বুখারী-মুসলিম সহ পৃথিবীর সকল হাদীছের কিতাবে রয়েছে যে, তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ৮ (ছহীহ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ হা/১১৪৬ 'তাহাজ্জুদ ছালাত' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম ১/২৫৪ সহ সুনানের সকল কিতাব, মিশকাত হা/১৩০২ পৃঃ ১১৫)। পক্ষান্তরে জাল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২০ (ইবনে আবী শায়বাহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫)। অতএব ঈমানের দাবী হবে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে ৮ রাক'আত তারাবীহ ছালাত আদায় করা (বিস্তারিত দেখুনঃ প্রবন্ধঃ ছালাতুত তারাবীহ, মাসিক 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর '৯৯)।

প্রশ্ন (২৫/৩৭৫)ঃ একাধিক স্ত্রী থাকলে রাত্রী যাপনে কমবেশী করা যায় কি?

- এম,এফ রহমান
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ একাধিক স্ত্রী হ'লে রাত্রী যাপনে তাদের মধ্যে কমবেশী করা যাবে না। আনাস (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হচ্ছে নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকট সাত রাত্রী থাকার পর সমান হারে রাত্রী বন্টন করবে। আর নতুন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হ'লে তার নিকট তিন রাত্রী থাকার পর সমান হারে রাত্রী বন্টন করবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩ 'স্ত্রীদের দিন বন্টন' অনুচ্ছেদ)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তার স্ত্রীদের মাঝে রাত্রী বন্টন করতেন (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৫)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে বিচারের মাঠে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে' (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৩৬)। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে কমবেশী করা যায় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০, ৩২৩১)।

প্রশ্ন (২৬/৩৭৬)ঃ একটি ছেলেকে সাপে দংশন করলে লোকজন সাপটিকে মেরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। আগুনে পুড়িয়ে সাপ মারা কি জায়েয? দলীল সহ জানতে চাই।

- আবদুর রঊফ
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হোক বা জীবিত হোক আগুনে পুড়ানো জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে কোন এক যুদ্ধে পাঠান এবং কুরাইশদের দু'জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন, অমুক অমুককে যদি তোমরা পাও তাহ'লে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর বের হওয়ার সময় বলেন, তোমাদেরকে তাদের দু'জনকে পুড়ানোর নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। কাজেই তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে' *(ছহীহ বুখারী, ছহীহ আবুদাউদ, হা/২৬৭৩)*। অন্য হাদীছে আছে, এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূল (ছাঃ) একথা বলেন (আবুদাউদ হা/২৬৭৫ সনদ ছহীহ 'জিহাদ' অধ্যায়; রিয়ায হা/১৬০৯-১০)।

প্রশ্ন (২৭/৩৭৭)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি, দো'আ, সদাচরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে বয়স ও অর্থ বৃদ্ধি পায়। যা নাকি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তাহ'লে কি কর্মের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয় না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বক্তব্য সঠিক, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সদাচরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের বয়স ও অর্থ বৃদ্ধি পায় (বলূগুল মারাম হা/৪৫৪)। এর অর্থ হ'ল, কল্যাণ ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকা, যাতে বরকত প্রদান করা হয় (ইত্তেহাফুল কিরাম শারহু বলূগুল মারাম হা/১৪৫৪ -এর ব্যাখ্যা)। ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে এবং উক্ত কর্মকে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ)। তবে আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ্র আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে, তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করে পরিবর্তন করেন (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাক্বদীর বা ভাগ্য নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হ'তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৮)। উল্লেখ্য, তাক্বদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গসমূহের একটি (মুসলিম, মিশকাত হা/২)। তাক্বদীরকে বিশ্বাস না করলে আল্লাহ্র নিকটে কোন সৎ আমল কবুল হয় না (ছহীহ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৫ সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২৮/৩৭৮)ঃ মুমিন-পরহেযগার ব্যক্তিরা নাকি সর্বদা বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে থাকে। কথাটি প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ বুলবুল
গ্রাম ও পোঃ মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তিরা যে সর্বদা বিপদের মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষার মধ্যে থাকেন, সে সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিন নারী-পুরুষ ও তাদের সন্তানদের জীবনে এবং ধন-সম্পদে সর্বদা বিপদাপদ হ'তেই থাকে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার উপর কোন গোনাহ থাকবে না' (তিরমিযী হা/২৪০১)। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন' (বুখারী ১০/৯৪ পৃঃ)। মুসলমান যখন কোন দুঃখ-কষ্ট,

রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা ও সংকটে পড়ে, এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, সেগুলিও আল্লাহ তার গোনাহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন (ছহীহ বুখারী ১০/৯১; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৭১)।

প্রশ্ন (২৯/৩৭৯)ঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী 'ছিফাতু ছালাতিন নবী' বইয়ে সিজদায় রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে হাদীছ পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

- আলী হুসাইন
সাহেব বাজার মাছপট্টি, রাজশাহী।

উত্তরঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দ্বারা মূলতঃ সাধারণ ভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা রূকূর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন উদ্দেশ্য নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না (ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৪৪)। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর অধিকাংশ বর্ণনাও একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সিজদাকালে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর সমর্থক ছিলেন না (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলাহ নং ৩২০)। তাছাড়া হাদীছটির অর্থ- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদা করতেন, কখনো কখনো তিনি হাত উঠাতেন (ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১৪০)। কখনো কখনো শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে (বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৮)।

প্রশ্ন (৩০/৩৮০ঃ কুকুরকে রাতে 'ঘেউ ঘেউ' করতে দেখে অনেকেই বলে থাকে বালা-মুছীবত এসেছে। এজন্য কুকুর কান্নার স্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানিয়া পাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বালা-মুছীবত এসেছে সেজন্য কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করছে কথাটি সত্য নয়। রাত্রিতে কুকুর অনেক কিছুই দেখতে পেয়ে থাকে, যা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। আর তা দেখেই মূলতঃ কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাত্রিতে তোমরা যখন কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাইবে। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না' (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৩০২)। সুতরাং কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করে তখন 'আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' বলে পরিত্রাণ চাওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন (৩১/৩৮১ঃ ছালাতের মাঝে যে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, সেই শয়তানের নাম কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছালাতের মাঝে যে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তার নাম 'খিনযাব' (خِنْزَب)। ওছমান ইবনু আবিল আছ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মাঝে বাধার সৃষ্টি করে এবং ক্বিরাআত ভুল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ঐ শয়তানের নাম 'খিনযাব' (خِنْزَب)। তুমি যখন শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করবে, তখন তার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং তোমার বামে তিনবার থুথু ফেলবে'। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী আমি তাই করলাম। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন (মুসলিম, আহমাদ, আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১২৮)।

প্রশ্ন (৩২/৩৮২ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করলে জনৈক আলেম বলেন, স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে! তাকে 'হিল্লা' করা ছাড়া স্বামী নিতে পারবে না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টি জানালে উপকৃত হব।

- মুহাম্মাদ সেলিম রেযা
ঢাকা ট্র্যাংক রোড
সনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ একসাথে তিন তালাক প্রদান করলে এক তালাক হিসাবেই গণ্য হবে। আর এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবদু ইয়াযীদ তার স্ত্রী উম্মে রূকানাকে তালাক দেন। পরবর্তীতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি উত্তরে বলেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উহা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯; আবু ইয়ালা হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)*।

অতএব ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। কেননা তার উপর এক তালাক পতিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রচলিত 'হিল্লা' একটি জাহেলী প্রথা। যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভাড়াটে ষাঁড় বলে উল্লেখ করেছেন *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, হাকেম, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০; যাদুল মা'আদ ৫/১০০-১; বিস্তারিত দেখুনঃ প্রবন্ধঃ তালাক-তাহলীল মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০০১ ও তালাক ও তাহলীল বই দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৮৩ঃ 'পানির মাছও আলেমদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে' মর্মের কথাটি হাদীছ, নাকি মানুষের কথা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- প্রফেসর আফছার আলী
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ 'আলেমদের জন্য পানির নিচের মাছও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে' এ মর্মের কথাটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের

http://islaminonesite.wordpress.com

নিমিত্তে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা উহার দ্বারা তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি রাস্তায় পৌঁছে দেন। আর ফেরেশতারাও জ্ঞানান্বেষণকারীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসী এমনকি পানির নিচের মাছও তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে'... *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৬৪১)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৮৪ঃ সৎ চাচা মারা যাওয়ার পর ভাতিজা বিধবা চাচীকে বিয়ে করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ ওয়াযনবী
বাজুখলসী, জয়নগর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সৎ চাচী বা আপন চাচী যেহেতু মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু বিধবা বা তালাক প্রাপ্তা হ'লে তাদেরকে নিঃসন্দেহে বিবাহ করা জায়েয। যেসব নারীদের সাথে বিবাহ হারাম, পবিত্র কুরআনে তাদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে (নিসা ২২-২৩, বাক্বারাহ ২২১)। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত মুহরামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) নারী ছাড়াও ছহীহ হাদীছ থেকে আরো কতিপয় নারীর সাথে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। যেমনঃ বংশসূত্রে যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান সূত্রেও তাদেরকে বিবাহ করা হারাম (বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬১, 'বিবাহ' অধ্যায়)। অথচ কুরআন মাজীদে শুধু দুধমা ও দুধবোনের সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীছে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও ভাগিনীকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬০)। অথচ কুরআনে শুধু সহোদর দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। মোট কথা, যেসব নারীকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, সৎ চাচী বা আপন চাচী তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বিধায় তাদেরকে বিবাহ করা নিষেধ নয়।

প্রশ্ন (৩৫/৩৮৫ঃ জিন জাতিকে কি মানবজাতির ন্যায় জান্নাত বা জাহান্নামে দেওয়া হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- সোহাইল
কদমতলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মানব ও দানব জাতিকে আল্লাহপাক কেবলমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। আল্লাহপাক অন্য এক আয়াতে বলেন, 'আমি অনেক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, তারা তা দ্বারা বিবেচনা করে না। তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা তারা দেখে না। আর তাদের কান রয়েছে। তা দ্বারা তারা শুনেনা। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং এর চেয়েও নিকৃষ্টতর' *(আ'রাফ ১৭৯)*।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ন্যায় জিন জাতিরও ভাল-মন্দের উপর বিচার করে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে দেওয়া হবে।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীকের পুরনো সংখ্যা গুলো নতুন করে স্ক্যান করা হচ্ছে| পুরনো সংখ্যাগুলো হতে অনেক অপ্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে স্ক্যান করা হয়েছে| যেমন বিজ্ঞাপন, সংগঠন সংবাদ প্রভৃতি| এছাড়া কোয়ালিটি ভালো রাখার জন্য| সাইজটি বেশী রাখা হয়েছে| কোয়ালিটিসহ যেকোন বিষয়ে মতামত আমাদের জানাতে পারেন|

আমাদের ফেসবুক পেজ